# বন্ধু

উপন্যাস

শ্রীনিরুপমা দেবী

মূল্য ১॥০

প্রকাশক
শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট বি-এ
১১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা



কান্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

র ছুটো বাটাও পেয়েছি। ওকি, আবার টোপ্

ফিরব নাকি ?”

াকটার দাঁও মারতে চাস্ বুঝি ? আমার আর
য়ায় তবে, আমি এগুচ্ছি।”

গেলে রমেন আবার ছিপ্ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখের
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল যে এতক্ষণ
দিনের শত কাজে বার বার আসা যাওয়া
আর তখন নাই। ঘাট শূন্য! রমেন যখন
ক, চাহিয়া চাহিয়া তাহার মনের প্রশ্নের মীমাংসায়
ন সে কখন্ যে তাহার শেষ কাজটিও সম্পন্ন করিয়া
তাহা রমেন জানিতেও পারে নাই।

ছিপ্, টোপের থলি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রমেন
অন্যমনে সেই ঘাটের দিকেই চাহিয়া জলের ধারে
হইতে হইতে রমেন কখন্ যে সেই ঘাটেই গিয়া
ল তাহা সে জানেনা কিন্তু জলের দিকে চাহিয়া যখন
কটা চক্ চক্ করিতেছে দেখিতে পাইল তখন
াইল। বুঝিল কেহ কিছু ফেলিয়া গিয়াছে। বঁড়শী
ধরিয়া অপর হাতে বস্তুটা তুলিয়া লইয়া পশ্চাতে
র মুখ অতর্কিত আনন্দের আভায় উজ্জল হইয়া
র বস্তু সে খুঁজিতে আসিয়া তাহাকে দেখিয়া
য়াছে।

হেনা দেখিয়া অগত্যা রমেন বাটীটা আবার জলের
িয়া মৃদুস্বরে বলিল—

"ফেলে গিয়েছিলে ?"

তথাপি সে উত্তর দিলনা, কেবল নিঃশব্দে নত হই
তুলিয়া লইল মাত্র। রমেন সেই প্রায়ান্ধকার স রে
তীক্ষ্ণ চক্ষে তাহার মুখের পানে চাহিয়া আবার
উঠিল।

নিঃশব্দেই সে আবার চলিয়া যায়, রমেনের কণ্ঠ হইতে
অজ্ঞাতেই যেন বাহির হইল—

"অমলা।"

স্বরটা এতই ব্যথায় ভরা যে চলিতে গিয়াও বোধ হয় অম
পা উঠিলনা, একটু যেন দাঁড়াইল। আবার সেই কণ্ঠে ব্যথি
প্রশ্ন উঠিল—

"অমলা ?"

"কেন ?"

"কি হয়েছে ?"

"কিছু—হয়নি ত।"

"হ্যাঁ নিশ্চয় হয়েছে। কেন অমন ভাবে ক হলে
কারও সঙ্গে কথা কওনি, হাসনি, কারও দিকে চোখ
একবারও ? কি হল অমলা ? কেউ কি কিছু বলেছে

"না।"

"তবে কেন ? বল আমায় কি হয়েছে ?"

বালিকার আর বুঝি আত্মসম্বরণের ক্ষমতা
জগতে তাহার জন্য এতখানি স্নেহ এতখানি তীক্ষ্ণ
সহানুভূতি সে বোধ হয় আর কোথাও কখনো
রমেনের কণ্ঠস্বরে তাহার চোখে জল ভরিয়া আসিতো

সে উত্তর দিতে পারে না যে! তাহার আজিকার কথা কাহাকে সে কি বলিবে। বিচিত্র সে কাহিনী!

আবার যুবক বলিল "খুড়ো খুড়ি কিছু বলেছেন কি?"

"না।"

"তবে?"

"খুড়িমার মা এসেছেন তীর্থ করে, জাননা?"

"হ্যাঁ তাই কি হয়েছে? তিনিই কি কিছু বলেছেন?"

"হ্যাঁ।"

সরোষে ওষ্ঠ দংশন করিয়া ক্রুদ্ধ যুবক বলিল "কি বলেছে সে মাগী?"

"তোমার মার কাছেই শুনতে পাবে।" বলিয়া অমলা আবার চলিয়া যায়, রমেন ব্যগ্র ভাবে প্রায় পথ আটকাইয়া দাঁড়াইল—

"বল, বলে যাও আগে আমায় এখনি।"

বালিকা তর্জ্জন করিয়া উঠিল "ওকি, কেউ দেখ্‌লে নিন্দে করবে—পথ ছাড়।"

রমেন তাহাতে না দমিয়া হাসিয়া বলিল "ইস্ এই সেদিনও তোমরা আমাদের মাছ ধরা নিয়ে কত ঠাট্টা করেছ আর আমরা তোমাদের খেপিয়েছি। কত ফুল ফল পেড়ে দিয়েছি তোমাদের ব্রত নিয়ম "পূজো আচ্ছার" জন্যে,—ক'দিনের কথা সে। সাম্‌নের এই অঘ্রাণ মাসের সেই দিনটার কথা উঠেই না তোমার আমার কথাবার্ত্তা বন্ধ হয়ে গেছে?"

বালিকা এইবার মুখ তুলিয়া রমেনের পানে চাহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিলেও রমেন সেই আয়ত সুন্দর চক্ষে কি একটু নূতন জিনিষ দেখিয়া এবার যেন চমকিয়া উঠিল। দ্বিগুন ব্যগ্রতার

সহিত বলিয়া ফেলিল "পায়ে পড়ি তোমার অমা, মাথার দিব্যি, বলে যাও কি কথা।"

"যা ব'লে আমায় ঠাট্টা কর্‌লে আর কখনো ও কথা আমায় বলোনা।"

"কোন্ কথা। অঘ্রাণ মাসের কথা? কেন অমা? তবে কি—তবে কি তোমার খুড়ো খুড়ি মাকে কথা দিয়ে আবার তা—"

রমেনের কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়াই আসিতেছিল। মাথা হেঁট করিয়া গাঢ়স্বরে বালিকা বলিল—"তাঁদের দোষ নেই, তা আর হবার উপায় নেই।"

"কেন?"

রমেনের আর বেশী জোর করিবার শক্তিও যেন অন্তর্হিত হইতেছিল।

"কাশীতে আমার বাবার যে পিসি না কে আছেন তার কাছ থেকে খুড়িমার মা জেনে এসেছেন আমার—আমার—"

"কি তোমার অমলা? কি বলেছেন তিনি? আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে হতে পারে না? তোমার কি আর কারও সঙ্গে বিয়ে—"

"হয়ে গেছে খুব ছোটতে, আমি যখন চার পাঁচ বছরের।"

স্তম্ভিত রমেনকে রাখিয়া অমলা চলিয়া গেল কিন্তু সে গতি বড় ধীরে, আর বারে বারে পথটাকে চাহিয়া দেখিয়া লইবার জন্য তাহাকে থামিতে হইতেছিল—

কিন্তু রমেনের আর সে স্থান হইতে নড়িবার সাধ্য হইল না। দেখিতে দেখিতে অন্ধকারের কালো যবনিকায় কালীসাগরের জল ও স্থল সব একাকার করিয়া তুলিল।

২

সুশ্রী সুন্দর মাটির বাড়ী খানি নিকানো পোঁছানো। উঠানের একধারে কয়েকটা ধান্যের গোলা একটা ছোট ঢেঁকির ঘর, গরুর গোহাল। গ্রাম্য গৃহস্থ্য ঘরে যে কিছু অন্নের সংস্থান আছে তাহা দেখিলেই বোঝা যায়। রমেনের মাতা পুত্রের আহার্য্য একপাশে ঢাকিয়া রাখিয়া একখানি আসন পাতিয়া দেয়াল ঠেস্ দিয়া বসিয়া হরিনাম জপ্ করিতেছিলেন অথবা সাদা কথায় পুত্রের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। পাশে একটা বিড়াল শুইয়া নাক ডাকাইতেছে, ঘরের বাহিরে পিঁড়ায় একটা কুকুর শুইয়া যেন প্রভুর প্রতীক্ষায় কান পাতিয়া পড়িয়া আছে। তাহার মাথার উপরে চালের বাতায় টাঙানো দু তিনটা পাখীর খাঁচা ঘেরা-টোপ ঢাকা। তাহারাও নিশ্চুপ। মাতা হঠাৎ একবার নড়িয়া চড়িয়া হাতের উপর উপবিষ্ট মশাটাকে চাপড় মারিয়া মারিয়া ফেলিয়া সক্ষোভে উচ্চারণ করিলেন—"এ ছেলের কি এখনো ফেরার নামটি নেই ?"

নিঃশব্দ পদক্ষেপে ছিপ বঁড়শী হস্তে পুত্র আসিয়া পিঁড়ার উপরে উঠিল। কুকুরটা চমকিয়া উঠিয়া ডাকিবার উপক্রম করিয়াই যেন কুণ্ঠিতভাবে থামিয়া গেল। মাতা নির্ব্বাক ভাবে পুত্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার চাঞ্চল্যে বিড়ালটার সুখনিদ্রার ব্যাঘাত হইল। সে হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিল। পুত্র ছিপ সেইখানেই ফেলিয়া আসনের উপর বসিয়া পড়িল দেখিয়া মাতা এইবার ধীরে ধীরে বলিলেন—"হাত মুখ ধুয়ে আয়।"

"ধুচ্ছি একটু পরে।"

"পুকুর পাড়্ থেকে যতীশের সঙ্গে তাদের বাড়ী গিয়েছিলি বুঝি? ত্থাখদেখি সে কেমন ছেলে, ঘরে বসে পড়া শোনাও করে, আপনার বিষয় সম্পত্তি চাষ বাস তাও দেখ্‌তে শিখ্‌ছে, আবার খেলা ধুলোও করে। তোর মত কেউ না। পড়া তো যা হবার তা হবে,—একটা পাশ্ বৈ কপালে লেখেননি মা সরস্বতী দেখ্‌ছি। না হয় খেত্ খামার গুলোই ত্থাখ, এখন বড় হয়েছিস্ এখনো যদি সেই আমাকেই পাঁচজনার খোসামোদ কর্‌তে হবে—"

"মা!—"

পুত্রের কণ্ঠস্বরে মাতার পুত্রের প্রতি উপদেশ বর্ষণের ইচ্ছা অচিরেই বিলীন হইয়া গেল। শঙ্কিতমুখে বলিলেন—"কিরে কি বল্‌ছিস্? শরীর ভাল আছে তো?"

"তা আছে। মা রতন বোসের বাড়ীর খবর কি? কে এসেছে তাদের বাড়ী একটা মাগী!"

মাতা একটু দম খাইলেন। পুত্রের কানে ইতিমধ্যেই যে কথাটা গিয়াছে তাহা তিনি জানিতেন না, ভাবিয়াছিলেন নিজেই সমস্ত ধীরে ধীরে বলিবেন। ছেলের যে এ অতর্কিত আঘাত কতখানি বাজিয়াছে তাহা ভাবিয়া তিনি একটু অস্থির হইয়া পড়িলেন। ত্রস্তে বলিলেন—"বল্‌ছি, মাগী কিরে—রতন বোসের শ্বাশুড়ী যে! তীর্থ টির্থ ক'রে মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এসেছে। নে হাত পা ধুয়ে আয় আগে! জুড়িয়ে কাঠ হয়ে গেছে খাবার। একা মানুষ রাত হ'য়ে যাবে বলে সকাল সকাল করি, তা তুইতো সকালে খাবি না। পাড়ার লোক এতক্ষণ সবাই খেয়ে শুয়েছে।"

"তা শোক্—তুমি আগে বল কি খবর তবে আমি খাব।"

"সে তো বল্‌বই! আচ্ছা শুনেই না হয় খা। এমন কাণ্ড কিন্তু কেউ কখনো শোনেনি। ছ বছরের এতটুকু মা বাপ মরা মেয়েটাকে রতন বোস নিয়ে এল, সে আজ বছর আষ্টেক হ'ল বৈকি। আমাদের চোখের ওপর বড় হল—কত খেলা করে বেড়ালে, আইবড় মেয়ে, বছর বারো হতেই বিয়ে বিয়ে করতে লাগল ওরা। তা ঘরে পয়সাও নেই সাত সম্পর্কের খুড়ো খুড়িরও তেমন মায়া নেই। আমার তো বাপু মা নেই বাপ নেই পরের দয়ায় মানুষ সেরকম মেয়ে আমার একটী মাত্র ছেলের জন্য নিতে ইচ্ছে ছিল না। মেয়ে অবিশ্যি নেবার মতই, কিন্তু ভাগ্য যে ভাল নয় তা গোড়াতেই বুঝেছিলাম। কি করি, তোর—"

বাধা দিয়া পুত্র অধীরস্বরে বলিয়া উঠিল—"আসল কথাটা আগে বলনা মা।"

"আসল কথাই তো বল্‌ছি বাবা। ঐ মেয়ের নাকি তার বাপ চার পাঁচ বছরেই সেই পশ্চিমে বিয়ে দিয়েছিল।"

"মিথ্যে কথা! তাহ'লে রতন খুড়ো এ কথা এতদিন জান্‌ত না; কেউ জান্‌ত না?

"কি করে জান্‌বে বাছা, খুড়ো তো আপন নয়, বাপের দূর সম্পর্কের ভাই! তীর্থ কর্‌তে গিয়ে ম্যাথে বাপটা মর্‌ছে! মেয়েটাকে কাকে দিয়ে আস্‌বে নিজেরও তখন সন্তান ছিলনা নিয়ে এসেছে বইতো নয়! বিয়ের কথা বাপে না বল্‌লে কি করে জান্‌বে।"

"কেন বাপ তাহ'লে বলে যেত না? আর যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল—যে বর, সেই বা কোথায় গেল? তাদেরও কি কেউ

খোঁজ নিত না এতদিন? পাড়া-প্রতিবাসীও কেই জানত না? এও কি একটা সঙ্গত কথা মা? ও মাগী কোথা থেকে একটা—"

মাতা একটু বিষাদের সহিতই পুত্রের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"সবই খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি বল্‌ছি বাছা শোন—কিন্তু খাবারটা গেল একেবারে। পাত্র নাকি কোন্ এক বড়মানুষের নাতি, দাদামশায় সাধ করে বিয়ে দেয়। কিন্তু তার পরে ওদের মধ্যে কি একটা হয়, যাতে অমার বাবা সে দেশ ছেড়ে একেবারে বৃন্দাবন চলে যায়, আর মেয়েকে আইবড় বলে রাখে। মিন্‌সে রোগে মর মর হয়েছিল বলেই অতটুকু মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল। রতন বোস সেইবার তীর্থ করতে গিয়ে ভাইকে বৃন্দাবন প্রাপ্তি করিয়ে মেয়েটাকে সঙ্গে আনে।"

"আচ্ছা কোথায় অমার বাবার গাঁ ছিল শুনি? সেইখানেই খোঁজ করলেই সব বোঝা যাবে।"

"তার উপায় নেই রে বাপু। ওদের গাঁ ছাড়া তো ওর বাবা বহুকাল। পশ্চিমেই থাকৃত, শেষটা পৈরাগে বাস করতো নাকি সে সময়। কোথাকার কোন বড়লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, তারাও তীর্থ করতে এসেছিল। মেয়েটি দেখে পছন্দ করে বোধহয় বিয়ে দিতে নিজেদের দেশেই নিয়ে যায়। সে সব পিসি ভাল জানে না, কেবল "খুব ভাল সম্বন্ধ পাওয়া গিয়েছে পিসি, মেয়ের ভাবনায় এবার নিশ্চিন্ত হলাম" এই রকম নাকি পিসিকে লিখেছিল। পিসি তখন নিজের গাঁয়েই থাকৃত কাশী বাস করতে যায় নি। তার পরে হঠাৎ লেখে "না আমার ধাতে ওসব সইল

না, আমি অজ্ঞাতবাসে চল্‌লাম, মেয়ের ভাগ্যে যা হয় হবে, জেনো তার বিয়ে দিই নি।" এই রকম লিখে আর কোন খোঁজ খবর দেয়নি পিসিকে।

"তবে? শেষটা কোন কারণে নিশ্চয় বিয়ে হয়নি। তা নৈলে বাপে ওকথা লেখে?"

"নারে বাপু, সে যেন রাগের কথা, জেদের কথা, পিসি তা বুঝ্‌তে পেরেছিল।"

"তবে সে ছেলের দেশ কোথায়, কি তার পরিচয় এসব বলুক, নৈলে এ কথা মানবই না। এতদিন পরে কোথা থেকে কেউ একটা উড়ো খবর এনে দিলেই হল আর কি।"

মাতা সবিষাদে বলিলেন "আমরা মান্‌ব না বল্লে কি হবে বাবা, তারা কি আর বিয়ে হওয়া মেয়ের বিয়ে দেবে? গাঁয়ের ও কি কারু একথা জানতে বাকি থাক্‌বে? এরই মধ্যে কত লোকে শুনে ওদের বাড়ী হাট বসিয়ে দেবার জোগাড় করেছে। পিসিটা কিন্তু আচ্ছা হাবা গোবা যা হোক। বরের কোন পরিচয় কিচ্ছুই জানে না বলেছে নাকি। ছেলে আছে না নেই, কোন্ দেশে তাদের ঘর, শ্বশুর কি দাদাশ্বশুরেরই বা কোন্ পরিচয়, কিচ্ছু না। কেবল বলেছে "ও মেয়ের বিয়ে দেয় না যেন তার খুড়ো খুড়ি, বলে দিও। ওর ছোটতেই বিয়ে হয়েছিল কার সঙ্গে।"

"এই অনুগ্রহ তাকে কে কর্‌তে বলেছিল? কি গরজ ছিল তার? এ মাগীরই বা এত মাথাব্যথা কিসের ছিল যে এতকাল পরে তীর্থ কর্‌তে গিয়ে এই খবর জানতে গিয়েছিল সে বাহাত্তুরে মাগীর কাছে?"

"নিজের মেয়ে জামাইয়ের ঘাড়ে একটা তের চৌদ্দ বছরের

মেয়ের বিষম ভার রয়েছে, এতকাল পরে তাদের নিজেদের সন্তান হয়ে ওকে যে এখন ভার বলেই লাগে মেয়ে জামাইয়ের, তাতো মাগী জানে। তাই বুঝি সাত সম্পর্কে বেহানকে দুকথা শোনাতে গিয়ে এই খবর আদায় করে এসেছেন। আর তাও বলি বাছা এ বিধিরই সংযোগ, নৈলে ও পিসি মাসীর কথা ইনি তো জানতেনই না শুনলাম। কেমন যে ধর্ম্মের কল, সে যে বাসায় থাকে ইনিও গিয়ে সেইখানে যাত্রী হয়ে উঠেছিলেন। তারপরে পরিচয়ে পরিচয়ে এই কাণ্ডটি ঘটে উঠ্‌ল।"

"ধর্ম্মের কল না কচু! বিয়ে হলে বাপে কখনো রতন কাকাকে বলে যেত না? নিশ্চয় বিয়ে হয়নি। দুই বাহাত্তুরে মাগীতে মিলে আচ্ছা কাণ্ড ঘটিয়ে তুল্‌লে যাহোক্।"

মাতা সনিশ্বাসে বলিলেন—"বাপ্‌ মিন্সেরও বোধহয় মতিভ্রম ঘটেছিল, নৈলে এমন ক'রে ভবিষ্যতে এ মেয়েকে যে বিয়ে কর্‌বে তার শুদ্ধ জাত মারার ফন্দী করে যায়? যাক্ বাছা ধর্ম্মই রক্ষা করেছেন সবাইকে। নে তুই এখন খেতে—"

"আমি এখনি যাব রতন বোসের বাড়ী, দেখি কি প্রমাণে সে—"

"যা কর্‌তে হয় কাল করো বাছা, আজ যদি তুমি এমনি করে কোলের ভাত রেখে উঠে যাও তাহলে আমি মাথামুড় খুঁড়ে মর্‌ব। তবু চুপ ক'রে বসে রইলি? খাবি কি না?"

মায়ের কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে বুঝিয়া পুত্র কোনরূপে কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া দু'চার গ্রাস অন্ন তাহাতে ঠেলিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল। হাত মুখ ধুইয়া আবার সে পিঁড়ার একপাশে একটা খুঁটি ঠেস্‌ দিয়া বসিয়া পড়িল দেখিয়া মাতা ধীরে ধীরে

বলিলেন "আমি রতন বোসের শাশুড়ীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তে কিছু বাকি রাখিনি। সে আসল কথা আর বেশী কিছু বল্‌তে না পার্‌লেও অমলার যে বিয়ে হয়েছিল একথা এমন জোরের সঙ্গে বল্‌ছে, যে, তা ঠেল্‌তে গেলে সমাজে একঘরে হতে হবে। সবাইই তার একথা বিশ্বাস করছে দেখলাম। তুই যদি এ নিয়ে বেশী তর্ক কর্‌তে যাস্, ফল কিছুই হবে না। কেবল নিন্দেই কর্‌বে তোকে।"

পুত্র এইবার বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিল—"করুক লোকে আমায় নিন্দে, তাতে আমার বয়ে যাবে। সমাজ একঘরে কর্‌বে করুক, তবু আমি ওর কথা মানব না।"

"না মেনে কি কর্‌বি? ওদের মেয়ে, বিয়ে না দিলে আমাদের জোর কি? আর সমাজে আমার নাপিত পুরুত বন্ধ হবে, ম'লে কেউ ফেলবে না, "অছরাদে হয়ে" থাক্‌ব এই কি তুই চাস্? এ তো পরের কথা, বিয়েই দেবে না আর মেয়েটার খুড়ো খুড়ি, দেখে নিস্।"

রমেন আবার ধীরে ধীরে খুঁটির গায়ে ঠেস্ দিয়া বসিয়া পড়িল।

## ৩

চারি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই চারিবৎসরে আমাদের পরিচিত নরনারী কয়টির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা আর কিছু ঘটে নাই। রমেন এখন একটি রীতিমত দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ যুবক হইয়াছে। গ্রাম্য-স্কুলের পড়া তার অনেক দিনই শেষ হইয়াছিল। এখন সে নিজের চাষবাস ক্ষেত খামার তত্ত্বাবধানের অবসরে

গ্রামের যত অকাজের কাজ কুড়াইয়া বেড়ায়, এবং সেইজন্যই যে নিজের তেমন শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিল না—ইহাও অনেকে বলিয়া থাকে। "ওসব ডাংপিটে কাজ কর্‌লে কি ঘরকন্নায় মন বসে"—অনেক গৃহিণী রমেনের মাকে এরূপ উপদেশ দিয়াও থাকে। "যত বারোয়ারী কাজ, কোথায় কার কি হল, কে কোথায় মর্‌ছে, কাকে গঙ্গা দিতে হবে সবেতেই তোমার রমেনের ছুটোছুটি। কেনরে বাপু অত বাড়াবাড়ি কেন। নিজের শ্রীবৃদ্ধি কর, বিয়ে থা কর্‌-তা নয়। বিয়ের কথা বল্‌লেই বল্‌বে খাওয়াব কি? বিয়ে কি কর্‌লেই হল।"—আরে বাপু তা কে না জানে, কিন্তু তোর চেয়েও যার অবস্থা খারাপ সেও তো বিয়ে থা' করে...গুছিয়ে ঘরকন্না কর্‌ছে? আর তুই যেন দিন দিন ডাংপিটে হয়ে যাচ্ছিস্?" উদ্দেশে রমেনের উপর যখন গ্রামের বর্ষিয়সীরা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেন তখন রমেনের মা বদ্ধ পরিকর হইয়া উঠিতেন এইবার নিশ্চয়ই তিনি ছেলের বিবাহ দিবেন। কিন্তু তাহার পরে ছেলের সামনে কথা পাড়িয়া আবার তাঁহার সংকল্প বিচলিত হইয়া যাইত। ছেলে যে কি মন্ত্রে তাঁহাকে ভুলাইয়া দিত বলা যায় না।

ভিতরে একটা কথাও ছিল। ছেলে দু তিন বৎসর পূর্ব্বে একবার পশ্চিমে তীর্থ করিতে তাঁহাকে লুকাইয়াই চলিয়া গিয়াছিল। কোন তীর্থে নাকি কোন্ সাধু রমেনের হাত দেখিয়া বলিয়াছিল "বিবাহ করিলে মঙ্গল হইবে না!" সে অমঙ্গল পাছে বিধবার পুত্রের জীবনটির উপরই নির্ভর করে এই ভয়ে মাতাও পুত্রের বিবাহের তত চেষ্টা করিতেন না। অন্য

লোককে একথা বলিতে সেই সাধুর বা পুত্রের নিষেধ ছিল, তিনিও বলিতে ইচ্ছুক ছিলেন না—কিন্তু সময়ে সময়ে প্রতিবাসিনীদের বাক্যচ্ছটায় সাধুর কথা ভুলিয়া গিয়া তিনি বিবাহ দিবার জন্ত উৎসুক হইয়া উঠিতেন। আবার পুত্র সে কথা তাঁহার মনে পড়াইয়া দিলে তবে তিনি নিরস্ত হইতেন।

বালিকা অমলাও এখন আর বালিকা নাই। সে সেই না সধবা না বিধবা না কুমারী অবস্থায় খুড়া-খুড়ির ঘরেই আছে। সেই সংবাদ প্রচার হওয়ার পর তাহাকে কেহ বিবাহ করিতে চাহেও নাই, খুড়াখুড়িও সে সাহস বা ইচ্ছা করেন নাই। বাহ্যিক একখানা সাড়ী ও হাতে গাছকতক কাচের চুড়ি ব্যবহার করিলেও মেয়েটি যে একরকম বিধবা দলেরই অন্তর্ভুক্ত তাহা সকলেই জানিত।

সেবারে গ্রামে ভীষণ মারীভয় চলিতেছিল। গৃহে গৃহে—কত দীপ অকালে নিভিয়া হাহাকার উঠিতেছিল। একদিন প্রভাতে গ্রামের জনকয়েক লোকের সঙ্গে রমেনও শ্মশানঘাটে এক হতভাগ্যের দেহটীকে ভস্মাবশেষ করিতে নিযুক্ত ছিল। মানুষের হাতে মানুষের যেটুকুর সব শেষভার, সেটুকু যখন যথারীতি সম্পাদিত হইয়া চলিতেছে, প্রজ্বলিত চিতানলের দূরে বসিয়া জটলা করা ও তামাকু বা গাঁজার শ্রাদ্ধ করা ছাড়া যখন অন্য আর কাজ নাই (পাড়াগাঁয়ে মদ্যের চলন নাই, এক আছে তাড়ি, তাহা ভদ্রলোকে খায়না।. কাজেই গাঁজা ছাড়া কোন 'কোন' "শ্মশান বন্ধুর" অন্য গতি নাই।) তখন রমেন সেস্থান হইতে একটু দূরে নদীর ধারে ধারে যদৃচ্ছাক্রমে বেড়াইয়া বেড়াইতেছিল। ললাটে তাহার চিন্তার রেখা, নিকটে কেহ দর্শক থাকিলে সে যে অত্যন্ত অন্যমনস্ক তাহা সহজেই ধরিতে পারিত।

দর্শক একজন জুটল। একটা অপরিচিত কণ্ঠে "মশায় শুন্তে পাচ্চেন, এটা কি মহেশপুর গ্রাম?" এইরূপ একটা জোর্ গলার আহ্বানে রমেন সচকিতে মুখ তুলিয়া চাহিল। এতক্ষণ সে নদীতীরের বালুকারাশিই পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা একটু একটু খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া সেই ছোট ছোট গর্ত্তগুলির ভিতরেই বোধ হয় তাহার চিন্তাগুলিকে প্রোথিত করিতে চাহিতেছিল। এইবার আগন্তুকের পানে চাহিল বটে কিন্তু তখনো শীঘ্র উত্তর দিয়া উঠিতে পারিল না। আগন্তুকটি তাহার গ্রামে যে একবারেই আগন্তুক তাহা তাহার প্রশ্নেই বুঝা যায়। তা ছাড়া এরূপ হ্যাট্‌কোটধারী অথচ এমন সম্ভ্রমোৎপাদক মূর্ত্তি রমেন ইতিপূর্ব্বে বোধহয় খুবই কম দেখিয়াছে। এ নিজে বাংলা ভাষায় কথা না বলিলে হয়ত রমেন ইহাকে সাহেব বলিয়াই ভ্রম করিত।

সে আবার বিমূঢ়ের মতন চাহিয়া রহিল দেখিয়া লোকটি এইবার হাসিয়া ফেলিয়া একেবারে রমেনের কাঁধের উপর হাত রাখিল, "কি মশায়? সত্যিই কি শুন্তে পান্‌না,— কিন্তু চমকে উঠ্‌লেন যে দেখ্‌লাম? ঝাঁকানি দিয়েই উত্তর আদায় করব কি?"

আবার বিস্ময়ের একটা তরঙ্গ; একি হৃদ্যতা না অভদ্রতা? কিন্তু লোকটীর মুখে চোখেতে হাসির সঙ্গে মোলায়েম স্নিগ্ধভাব। আর বয়সেও রমেনের চেয়ে খানিকটা বড় হইতে পারে মাত্র। কাঁধের উপর হাতখানা ঝাঁকানি না দিয়া কোমলভাবেই স্কন্ধকে স্পর্শ করিয়াছিল। রমেন দেখিল আর উত্তর দেওয়ার দেরী করিলে তাহারই অভদ্রতা হয়। একটু মুগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গেই রমেন প্রতি প্রশ্ন করিল।

"কি বল্‌ছেন ?"

"এতক্ষণে এই উত্তর ? নাঃ আপনি মশায় দেখ্‌ছি কালারও বাড়া। ওঃ—আপনারা শবদাহ কর্‌তে এসেছেন দেখ্‌ছি ?"

"আপনি আমায় ছুঁয়েও ফেল্‌লেন ? আমি দহন বহনকারীর মধ্যেরই একজন।"

"আর আমি তাদের চেয়েও অপকৃষ্ট কাজ করে তারই মধ্যে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত সেরে নিয়ে থাকি। এর জন্য আপনার সঙ্কোচের কিছুই নেই জানবেন।"

"সেকি ? আপনি কি করেন—কোথায় থাকেন ?"

মাথার হ্যাট্‌টা লোকটার হাতেই ছিল সেটা অন্য হাতের উপরে একটু ঠুকিয়া একটু বেশী রকম হাসিতে হাসিতে লোকটি উত্তর দিল।

"ডাক্তারি করি আর কি ! আমাদের অস্পৃশ্য কিছু আছে কি ? মেথর মুর্দ্দাফরাস যা খুসি আমাদের সবই বলতে পারেন।" সরল গ্রাম্য যুবক বিস্ময়ে সলজ্জে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "ছিছি এও কি একটা কথা ? আপনি ডাক্তার আপনি তাহলে তো ভগবানের প্রতিরূপ, সর্ব্বদা স্বতঃশুদ্ধ। আপনারা মানুষের জীবন দাতা।"

"এবং ধনের অপহর্ত্তা ! তবে ব্রহ্মজ্ঞানটা আমাদের ভেতরে যত সহজে পাবেন তত বোধ হয় আপনাদের মুনিঋষিদের মধ্যেও দেখ্‌তে পান কিনা সন্দেহ। বিকারের বস্তু যখন জগতে আমাদের কিছুতেই নেই তখন আমরা একেবারে ব্রহ্মরই অনুরূপ। নয় কি ?" কথাগুলা বলিয়া আগন্তুক হস্তের অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা মুখে তুলিয়া ধরিয়া যেন নিজের হাসিটাই সামলাইয়া লইতে সজোরে

তাহাতে গোটাকতক টান দিল। রমেনের ইহার আর উত্তর দিবার ইচ্ছা হইতেছিল না; এই সাহেব-বেশীর সঙ্গে এইরূপ-ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয়ে এবং এরূপ ব্যঙ্গ ভরা রহস্যালাপের তাহার সময়ও ছিল না। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল "ও সব কথা থাক্ আপনি—আপনি—আপনার—"

"আঃ—কিনাম কোথায় ধাম—এটুকুও জিজ্ঞাসা করে উঠ্‌তে পারছেন না মশার? আপনি দেখছি বেজায় লাজুক মানুষ। আমি আপনিই তবে সেটুকু বল্‌ছি শুনুন। নাম রাজেন্দ্র রায়, ধাম অনেক দূরে, নাম কর্‌লে চিনবেন না, পেশা তো জানতেই পেরেছেন।"

"এ গ্রামে কি আপনার পরিচিত কেউ আছেন?—"

"এই আপনি। আর কাউকে পরিচিত বলার সাহস রাখি না। এইবার আপনার মনে মনে এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই জাগ্‌ছে যে এখানে তবে এসেছেন কেন? তারও উত্তর—আমার পেশা তো জেনেছেন, এ শ্রেণীর লোকেরা কোন নতুন জায়গায় কেন আসে তা অবশ্য না বল্‌লেও আন্দাজ কর্‌তে পারবেন।"

রমেনের বিস্ময় এখনো পূর্ণমাত্রায়ই রহিয়াছে। সে একটু ভাবিয়া মৃদু মৃদু যেন নিজ মনেই বলিল "প্রাক্‌টিসের জন্য? এই পাড়াগাঁয়?"

"হ্যাঁ মশায়! আজকাল সহরে আমাদের দলের এতই ভিড় যে অগত্যায়ই আমাদের পাড়াগাঁ খুঁজে নিতে হচ্ছে।"

"তাই কি খুঁজ্‌তে বেরিয়েছেন? দূরে ঐ বোটের মত নৌকা ঐখানিতেই বুঝি এসেছেন?"

তারপরে রমেন সহসা একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল "তা

উপযুক্ত সময়েই এসেছেন কিন্তু। কলেরায় এখন এদিকের গ্রামকে গ্রাম উচ্ছন্ন যাচ্চে। অথচ হাতুড়ে গো-বৈদ্যের দু এক পান ওষুধ ছাড়া কারু পেটে একটু ওষুধও পড়ছে না। আমাদের সৌভাগ্যক্রমেই আপনি এদিকে এসে পড়েছেন। হয়ত কতক লোক রক্ষা পেয়ে যাবে। পাঁচ ক্রোশের মধ্যে তো এদিকে পাশকরা ডাক্তারই নেই।"

আগন্তুকও এইবার একটু গম্ভীরভাবে হাসিয়া বলিল "আপনি যে আমার কিছু না জেনেই অনেকখানি উঁচুপদ দিয়ে ফেল্লেন্ বন্ধু। ভগবান করুন তাই হোক্। যেন আমার বন্ধুর এই উচ্চ আশাটি সফল কর্‌তে আমি পারি।"

"তা পারবেন, আপনাকে দেখেই একথা আমার মনে হচ্চে।"

আগন্তুক এইবার একটিও উত্তর না দিয়া দ্বিগুণ স্নিগ্ধ কোমল মুখে রমেনের হাতটা ধরিয়া এমনভাবে একবার একটু নাড়িয়া দিল যে রমেনের বিস্ময়ের স্থানটা একটা গূঢ় আনন্দ আসিয়াই অধিকার করিয়া ফেলিল। লোকটী এইটুকু সময়ের মধ্যেই যেন মনের অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িতেছে।

সত্যই সে যেন রমেনের কতকালের পরিচিত। অথচ তাহার মহিমা-সুন্দর দীর্ঘায়ত সুগঠিত দেহে ও বেশভূষায়, তাহার মার্জ্জিত সুন্দর কথাবার্ত্তার ভঙ্গীতে, তাহাকে উচ্চতর সমাজের উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া বুঝিতে রমেনের একটুও দেরী লাগে নাই। তবুতো সঙ্কোচ আসিতেছে না। প্রথম আলাপেই লোকটার নূতন ধরণের অসঙ্কোচ অমায়িকতা রমেনের কেমন যে ভাল লাগিয়াছিল, তাহার পরেই তাহার এই বন্ধু বলিয়া সম্বোধন এই হৃদ্য সুন্দরভঙ্গী এ যেন আরও মধুর।

দূর হইতে রমেনের সহযাত্রী কেহ তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল "এসহে, স্নান করে নাও।" 'যাই' বলিয়া উত্তর দিয়া রমেন তাহার এই নব-লব্ধ বন্ধুটির দিকে চাহিবামাত্র সে তেমনি সুন্দর হাসি হাসি ভঙ্গীতে মাথা হেলাইয়া বলিল "আসুন তবে। আমার বন্ধুটির নাম তবে—রমেন-কি ?"

রমেন সলজ্জ হাস্তে বলিল "মিত্র !" "আচ্ছা—যাঁর সৎকার কর্‌লেন আশাকরি তিনি আপনার গ্রামবাসীই মাত্র কেউ হবেন,—না ?"

দেখিতে দেখিতে রমেনের মুখে একটা নীল আভা জাগিয়া ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িল। এই আগন্তুকের আগমনে তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় কি যেন একটা সে ভুলিয়াছিল, এই প্রশ্নে তাহা জাগিয়া উঠিয়া ব্যথায় তাহার অন্তরবাহ্য ভরিয়া তুলিল। সে মৃদু স্বরে বলিল 'হ্যাঁ—না—এই গ্রাম্য সুবাদই বটে।'

ডাক্তার রাজেন্দ্র রায় রমেনের মুখের দিকে একটু অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া লইয়া বলিল "এঁর নামটি—জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি ?"

"৺রতনচন্দ্র বসু।"

"৺রতনচন্দ্র বসু ? মশায় এটা মহেশপুর গ্রামই কি ?"

"হ্যাঁ ? কেন—আপনি কি তবে তাঁকে চিন্‌তেন ?"

"না—তবে নামটা শুনেছিলাম ! ইনিও কি এই কলেরাতেই মারা গেলেন ?"

"হ্যাঁ—এখন প্রায় এইতেই বেশী লোক যাচ্চে। ইনি ঘণ্টাকতকের মধ্যেই মারা গেছেন" বলিতে বলিতে রমেনের স্বর যেন গাঢ় হইয়া আসিল। নিজের আরক্তিম মুখখানা সে সহসা

অন্যদিকে ফিরাইয়া ফেলিল। রাজেন্দ্র রায় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া যেন অন্যমনস্কের মত বলিলেন—

"আপনি তাঁর আপনার কেউ নন বললেন,—কিন্তু এ গ্রামের সকলে বোধহয় পরস্পরের প্রতি একটু অসাধারণ সহানুভূতিশীল। আপনারা অনেকেই তো এসেছেন। আপনার তো বেশ আঘাতই লেগেছে বলে মনে হচ্চে এ ঘটনায়। এ গ্রামটা তাহলে অন্যান্য পাড়াগাঁয়ের মত নয়।"

"এখন যে এ বিপদ সকলেরই ঘরে ঘরে। নৈলে আমাদের গ্রাম যে এমন কিছু অসাধারণ, তা বলে আপনার মনে একটা ভুল ধারণা ধরিয়ে দিতে ইচ্ছা করি না। কেননা আপনি যখন এখানে বাস করাই স্থির করছেন। আমরাও সাধারণ গ্রাম্যলোক বলেই জান্‌বেন।"

"কিন্তু আপনিও রমেন বাবু কি মৃতব্যক্তির সম্বন্ধে নিজেকে তাই বল্‌তে চান? এটুকুও আমায় ভুল বোঝানো হবেনা কি?"

এই ক্ষণ-পরিচিতের তীক্ষ্ণদৃষ্টির নিকটে লজ্জিত হইয়া রমেন মৃদুস্বরে বলিল—

"আমি ওঁদের স্বজাতি আর বাড়ীর কাছে বাড়ী বলে ওঁদের অনেকটা সুখ দুঃখেও জড়িত, তাই আমায় হয়ত একটু চিন্তিত দেখছেন। যিনি গেলেন তিনি তো গেলেন, কিন্তু বাকি যারা রৈল তাদের অবস্থা বড় শোচনীয়ই হবে।"

"কেন এঁর কি উপযুক্ত পুত্র কি অন্য কোন আত্মীয় স্বজন নেই? কে কে আছেন এঁর?

"এঁর স্ত্রী, শাশুড়ী, ছোট দুটি ছেলে মেয়ে, অনাথা ভাইঝি,

এঁদের দেখবার আর কেউই নেই। অবস্থাও এমন কিছু নয় যে পুরুষের অবর্ত্তমানেও তাতে ভালরূপে চলবে।—আমায় ওঁরা ডাকাডাকি করছেন। আমি তবে আসি ?”

ডাক্তার মস্তক হেলাইয়া সম্মতি জানাইল। রমেন ফিরিতে ফিরিতে আবার ডাক্তারের পানে চাহিয়া বলিল “কিন্তু আপনি এ গ্রামে কারুকে চেনেন্ না বলছেন, নতুন এসেছেন, আপনার—”

বাধা দিয়া ডাক্তার—“বোটেতেই আমার সমস্ত ব্যবস্থা আছে আপনি সেজন্য ব্যস্ত হবেন না। আসুন”। বলিয়া বিদায়-নমস্কারের ভাবে দুই হাত তুলিয়া নত মস্তকে ঠেকাইল। অপ্রতিভ হইয়া রমেনও তাহার অনুকরণ করিয়া বলিল “আবার দেখা হবে আশা করি ?”

“হ্যাঁ—আপনাদের গ্রামেই যে বাস করতে এসেছি, দেখা হবে বৈকি। কত সাহায্যই নিতে হবে আমাকে আপনার কাছে যে।”

রমেন্ সানন্দ ভঙ্গীতে মাত্র ইহার উত্তর দিল এবং এই বিদেশীয় পোষাকে দেশী ডাক্তারটির দুইহাত পকেটে পুরিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ পদবিক্ষেপে গমন ভঙ্গীটি বেশ সপ্রশংসনেত্রে ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে নিজ সঙ্গীদলের সহিত মিলিত হইল।

৪

সেই গ্রামের একজন বড় লোকেরই পরিত্যক্ত একটা অট্টালিকা ডাক্তারের জন্য ভাড়া পাওয়া গেল। গ্রামবাসীরা সমুদ্রে মজ্জমান ব্যক্তির সম্মুখে কাষ্ঠখণ্ড প্রাপ্তির মত এই ডাক্তার যুবককে সাদরে গ্রামে বরণ করিয়া লইয়াছিল। গ্রামে তখন ধুন্ধুমারী ব্যাপার

পুরামাত্রায়ই চলিতেছে। গ্রামবাসীরা কেহবা মরিতেছিল কেহবা ডাক্তারের চিকিৎসা ও যত্নে প্রাণ ফিরিয়া পাইয়া তাহার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। ডাক্তারটিও গ্রামবাসীদের প্রতি যেন তাহার সাধ্যেরও বেশী বেশী মাত্রায় আত্মীয়তা এবং আন্তরিকতা দেখাইয়া সে গ্রামের সুনাম ও স্নেহ প্রচুর পরিমাণে অর্জ্জন করিতেছিল।

সেদিন বেলা প্রায় একপ্রহরের পর ডাক্তার যখন কেবলমাত্র মুখ হাত ধুইয়া প্রাতঃক্রিয়া শেষ করিতেছে, প্রভু যাহাতে একটু প্রাতরাশ শেষ করিবার সময় পান সেজন্য ভৃত্য প্রভুর অপেক্ষাও অতিমাত্র ব্যস্ততার সহিত তাঁহার হাতে হাতে সমস্ত আগাইয়া দিতেছে এমন সময় যে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার মুখের পানে না চাহিয়াই মুখ ধুইতে ধুইতে ডাক্তার বলিল "নাঃ— এ ভগ্ন-দূতের দায়ে তো আর বাঁচি না। কিহে আবার রণে কে প'ড়ল ?"

রমেন উত্তর দেয় না দেখিয়া আবার ডাক্তার হাসিরই সহিত "কিহে "ভলেন্‌টিয়ার" কিম্বা উনবিংশ শতাব্দীর 'নাইট', উত্তর নাই যে ?" বলিয়া মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়াই হাসিটা থামাইয়া দিল।

"মজুমদার বাড়ী থেকে ফিরে একটুও বুঝি ঘুমুতে পাওনি ? এতটা বাড়াবাড়ি ক'র না হে, সময় বড় খারাপ, মুখ চোখ বেজায় বিশ্রী হয়ে গেছে তোমার। তোমাকে নার্সিং থেকে বর্‌খাস্ত কর্‌তে হবে দেখ্‌ছি কিছুদিন। এখন বর্ত্তমান খবর কি ? ওখান থেকে ফিরে ইতিমধ্যেই আবার কাদের বাড়ী ঢুকতে হয়েছিল ?"

"মৃত রতন বোসের নাম মনে আছে কি? শ্মশানঘাটে যাঁর মৃতদেহের সৎকার করতে গিয়ে আমাদের প্রথম দেখা?"—

ডাক্তার সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"কি হয়েছে আবার তাদের? কি খবর?"

"তাঁর স্ত্রীর কলেরা এই শেষ রাত্রি থেকে,—চল শীগ্‌গির।"

"চল।"

ডাক্তার যথাসাধ্য ব্যস্ততার সহিত তাহার ধড়াচূড়া পরিতে লাগিল। ভৃত্য সানুনয়ে একবার বলিল "একটু খেয়ে নেন্ বাবু।"

"এই যে ঠিক্‌করে রাখ্‌ শীগ্‌গিরই ফিরে আস্‌ছি।"

পথে যাইতে যাইতে শুষ্কমুখে একটু হাসি আনিয়া রমেন বলিল "এও তোমার "অনাহারী ডাক্তারীর" কল্—যা এ গ্রামে তোমার বেশীর ভাগই চল্‌ছে—বুঝেছ? এইজন্যই তো তোমার এত সুখ্যাতি বেড়ে যাচ্ছে। খুব প্রাক্‌টিস্ করতে এগ্রামে এসেছিলে যাহোক্"—ডাক্তারও হাসিয়া বলিল "আরে এসব তো পসার ফাঁদবার প্রথম চাল্ ডাক্তারদের। পরে স্বমূর্ত্তি বেরুবে।"

"ক'মাসইতো হ'তে চলল। ভিজিটের যাহোক্, আর কত খয়রাতি চিকিৎসাই চালাবে? ওষুধ গুলোতো সমুদ্র পেরিয়ে অমনি আসেনি? সে দেশের লোককেও কিছু এমনি বিনা পয়সায় চিকিৎসা ক'রে কৃতজ্ঞ ক'রে তোলনি বা এখানে "আদাড় গাঁয়ে শেয়াল বাঘ" হলেও সে সব দেশে তুমি এমন কিছু ছিলে না যাতে—"

"কি, একটা নেটিভ্ গণ্ডমুখ্যু ছোক্‌রার হাতে একজন য়ুরোপ সম্মানিত ডাক্তারের এতবড় অপমান? নেটিভ্‌টা কিনা

আস্ত্র ইণ্ডিয়ার একটা মুর্খ? এর চেয়ে সে সব দেশের চামার মেথরের কাছে অপমান হওয়াও শ্লাঘার ছিল যে।"

"তা নেহাত্ মিথ্যে নয়।—ঐ তাঁদের বাড়ী।—"

ডাক্তার এতক্ষণ বেশ স্ফুর্ত্তির সহিতই চলিতেছিল এইবার গতির বেগ থামাইয়া দিয়া বলিল "ঐ বাড়ী? তুমি যে খয়রাতি চিকিৎসার কথা বল্ছ, বল দেখি এখান থেকে কি করে তা নেওয়া চলে?"

"এঁদের অবস্থা রতনকাকা মারা গিয়ে আরও খারাপ হয়েছে, সেকথা প্রথম দিনই তোমার সঙ্গে আমার হয়েছিল—মনে নেই? কিন্তু যেখানে কোন' অভাব নেই সেখানেও যে তারা অম্লানবদনে ওষুধগুলো পর্য্যন্ত—"

"যাক্ যাক্, রোগের প্রথম অবস্থাটা কেমন দেখেছিলে?"

"রোগের প্রথম আক্রমণটা বা রোগীর অবস্থা বেশীক্ষণ আমি দেখিনি। মজুমদার বাড়ী থেকে ফিরে মার বকুনি ও কান্না হজম কর্তে কর্তে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি। জান ত তখন প্রায় সকালই হয়ে এসেছে। একটু বোধহয় ঘুমিয়েও ছিলাম। মা-ই আবার আমার ঘুম ভাঙিয়ে বল্লেন "টুনি মণি কেঁদে অস্থির কর্‌চে, ওরে তোর ডা ক্তারকে ডেকে আন, রতন-ঠাকুরপোর বৌটাও বুঝি যায়"। রমেন একটু থামিয়া আবার একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল "মার কাছে তুমি আমারই ডাক্তার হয়ে গেছ।"

ডাক্তার সে কথার উত্তর না দিয়া প্রশ্ন করিল—"টুনি মণি তাঁদের সন্তান বুঝি? রোগীকে তুমি দেখই-নি তাহলে?"

"হ্যাঁ—দেখেছি বৈকি ঘণ্টা খানেক। যেমন এসব কেস্ হয়ে থাকে—ঠিক সেই রকমই। এইতো দরজা, দাঁড়াও একটু তুমি,

খবরটা দিই।" রমেন্ বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল "এস।"

পল্লীগ্রামের দরিদ্রের দীন অঙ্গনেরও যে মার্জ্জন টুকু প্রাত্যহিক ক্রিয়া, সেটুকুও সেদিন সে লাভ করে নাই। এই লক্ষণেই যেন সে গৃহের ভীতি-বিহ্বলতাটা পরিস্ফূট হইয়া উঠিতেছিল। দুইটি বালক বালিকা তাহারা ডাক্তারের আগমন সংবাদেই যেন আশান্বিত ভাবে একটা ঘরের মধ্য হইতে ত্রস্ত বাহিরে আসিল। ডাক্তার রমেনের পানে চাহিয়া বলিল "ঐ ঘরেই কি রোগী আছে?"

"হ্যাঁ।"

"ছেলে মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে যাওনি কেন? তোমারও এমন ভুল?"

রমেন নতনেত্রে বলিল "কোথায় সরিয়ে দেব, ওঁরা রোগী নিয়ে ব্যস্ত, এদের দেখ্‌বার কে আছে?"

"তোমার মার কাছে।"

"পারিনি, বড় কাঁদ্‌ছে।"

"তা বল্লে হবে না, আমায় একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে ওদের তাঁর কাছে দিয়ে এস।"

উভয়ে ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। দীন গৃহের মলিন শয্যায় ততোধিক দীনা মলিনা রোগিণী, রোগের তীব্র আক্রমণে ছট্‌ফট্ করিতেছে। ডাক্তার তাহার শয্যার নিকটে মাটিতেই বসিয়া পড়িয়া একাগ্র তীক্ষ্ণ চক্ষে রুগ্নার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। একটা কম্পিত ভগ্নস্বর কাণে গেল। "আসনটায় উঠে বস বাবা, মাটি।" হাত তুলিয়া গৃহস্থদের সে চেষ্টা নিবারণ

করিয়া ডাক্তার বলিলেন "কখন কি রকমে কি হল বলুন দেখি একটু।"

"অমা, ডাক্তার বাবুকে বল্।"

"রমেন দাদা, তুমি ত শুনেছ সব।"

"থাক্, অত্যাচার অপচার হয়নি তাহলে কিছু?" এইবার ডাক্তার রুগ্নার মুখের নিকটে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহাকেই দুএকটা প্রশ্ন করিয়া উত্তর লইল এবং পকেট হইতে কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া দ্রুত হস্তে প্রেস্‌ক্রুপসন লিখিয়া শেষ করিবামাত্র রমেন সেখানা টানিয়া লইয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল। এতক্ষণে যেন নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার মুখ তুলিল। সেই বালক বালিকা দুটীকে দ্বারের নিকটে দেখিয়া চারিদিকে চাহিতেই দেখিল অত্যন্ত নিকটে একটী বৃদ্ধা বসিয়া চোখের জল মুছিতেছেন। ডাক্তার বলিল "এদের এসময়ে বাড়ীতে রাখা উচিত হচ্ছে না; অন্ততঃ এ ঘরে তো নয়ই। আপনাদের আত্মীয় স্বজন কেউ যদি থাকেন—"

"কেউ নেই আর বাবা, তুমি ওদের মা টিকে বাঁচিয়ে দাও। তোমার সুখ্যাতি সবাই করে। তোমার হাতে ওষুধে কথা কয় শুনেছি, তুমি বাবা—"

"শুনুন, ভগবানের ওপর নির্ভর করুন, মানুষের কোনই সাধ্য নেই। তবে চেষ্টা যথাসাধ্য করা যাক্ এইটুকু মাত্র মানুষের হাত। ছেলেদের রমেনের মার কাছে রেখে আসুন।"

"আহা সেও এই গেল। এতক্ষণ সমানে আমার সঙ্গে সেবা করছিল। যেমন মা তেমনি ছেলে, হতভাগী মেয়ের কপালে

নেই, পেলেনা। তপিস্তে চাই অমন পাত্তরের গলার মালা দেবার গো। তা যদি হতো, আজ কি এত ভাবনা!”

ডাক্তার এইবার আদেশের স্বরে বলিল “ছেলেদের তাঁর কাছে দিয়ে পাঠান্, দেরী কর্‌বেন না।”

বুড়ী যেন বিব্রত ভাবে বলিল “যা’ অমা তবে দিয়ে আয়—”

ঘরের কোনার দিকে ঘেঁসিয়া একটু পিছন ফেরা ভাবে অমলা বসিয়া ছিল। এতক্ষণ কেবল তাহার চাপ্ চাপ রুক্ষ চুলের এলো খোঁপার পাশ দিয়া কর্ণের একটু অংশ ও তাহার আরক্ত আভা মাত্র দেখা যাইতেছিল—এইবার সে কুন্ঠিত ভাবে মাথায় কাপড় আর একটু টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই রোগিণী গেঙাইয়া গেঙাইয়া বলিয়া উঠিল “না গো অমাকে পাঠিও না, এখুনি দরকার হবে, তুমি যাও মা।”

“তবে তাই যাই, চল্ তোরা।” বালক বালিকা প্রবল আপত্তি জানাইয়া দ্বার ধরিয়া দাঁড়াইল “না।” বৃদ্ধা বিব্রত হইয়া অমলার পানে চাহিল “কি করি বল্, ওরা কি আমার কথা শুন্‌বে? তুই—”

ডাক্তার নিজেই উঠিয়া দ্বারের নিকটে গিয়া একেবারে তাহাদের মাথায় হাত দিয়া মৃদু কণ্ঠে ডাকিল “টুনি মণি লক্ষ্মী ছেলে মেয়ে তোমরা, তোমাদের রমেন দাদার বাড়ী আমায় দেখিয়ে দেবে চলত। তোমাদের মা এখুনি ভাল হয়ে যাবেন, কিছু ভয় নেই, চল।” বালক বালিকা তবু নড়িতে চাহে না। তাহাদের প্রায় টানিয়া লইয়া উঠানে পৌঁছিতেই গৃহ হইতে একটা জলন্ত রূপজ্যোতির শরীরিণী মূর্ত্তি আসিয়া ডাক্তারের সম্মুখে

দাঁড়াইল। মৃদু কণ্ঠে বলিল "আমি দিয়ে আসছি, আপনি কষ্ট পাবেন না।"

ডাক্তার নিঃশব্দে বালক বালিকাদের স্কন্ধ হইতে হাত সরাইয়া লইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। অমলা তাহার হস্ত প্রসারণ করিয়া বালক বালিকা দুটীকে যেন কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহাদের মাথার উপরে মুখের উপরে নিজের মুখ নামাইয়া এত মৃদুস্বরে তাহাদের কি বলিতে বলিতে যন্ত্র চালিত পুতুলের মত চালাইয়া লইয়া গেল যে তাহার একবর্ণও ডাক্তারের কর্ণে প্রবেশ করিল না। কেবল সেই দৃশ্যটা ডাক্তার একাগ্র দৃষ্টিতে যতক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় দেখিয়া লইল, এবং তাহার পরে রোগিণীর ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

শীঘ্রই অমলা ফিরিল, তখনো ঔষধ লইয়া রমেন ফিরিতে পারে নাই। অমলা আসিয়া দেখিল ডাক্তার "আমি আপনাদের রমেনের বন্ধু, ছেলের মত, কেন সঙ্কোচ কর্‌ছেন" দু একবার মাত্র এই কথা বলিয়া রোগিণীর হাতের পায়ের খিল্‌ধরা ছাড়াইয়া দিতেছে শুষ্ক জিহ্বা ও অধরে পানীয় সিঞ্চন করিতেছে। বৃদ্ধা মাঝে মাঝে "বাবা এইজন্যই লোকে তোমার এত সুখ্যাতি করে,—তুমি দেবতা" ইত্যাদি বাক্যে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছেন আর রুগ্না তারস্বরে "অমলা—অমলা কেন গেল, অমা কই" বলিয়া কুণ্ঠা প্রকাশ করিতেছেন। অমলাকে দেখিয়া সকলেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ডাক্তারও হাত গুটাইয়া লইয়া সরিয়া বসিলেন। অমলা ব্যস্তভাবে রুগ্নার সেবায় লাগিয়া গেল।

রমেন ফিরিলে রোগিণীকে ঔষধ খাওয়াইয়া ডাক্তার বলিল "বার দুই তিন ওষুধটা পেটে প'ড়ে তার কিরকম ফল হয় সেটুকু

দেখে যেতে হবে আমাদের। রমেন তুমি ততক্ষণ বাইরে খানিকটা আল্‌কাতরা ও গন্ধক পোড়াবার ব্যবস্থা কর। ফেনাইল কি ইউক্যালিপটাস্ এনেছ তো ?"

"না—ওষুধ নিয়েই চলে এসেছি।"

"চাকরটাকে জানাতে পারলে সে দিয়ে যেত। এমন কোন লোক নেই যে একটু চিঠি নিয়ে যায় ?"

"না, আমিই যাই আবার"।

"পার্‌ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাস্‌ও এনো একটু। এ্যান্টিসেফ্‌টিকটা চারিদিকে এসময়ে একটু বেশী বেশী চালালে উপকার প্যাওয়া যায়। কিন্তু তুমিই আবার দৌড়ুবে ?"

"হ্যাঁ।"

বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন "এই এলি আবার যাবি এখনি ? তোর মা কেঁদে ভয়ে সারা হয়ে যাচ্চে, আর তুই বাছা পরের জন্য রাতদিন এমনি ছুটোছুটি ক'রে গেলি যে।"

রমেন উত্তর না দিয়া বাহির হইয়া যায়, এইবার অমলা মুখ তুলিয়া ডাকিল "শোন, এতক্ষণ যখন কেটেছে আরও একঘণ্টা কাটুক। একঘণ্টা পরে তোমরা তো যাবে, তখনি গিয়ে পাঠিয়ে দিও। আর ব'লে দিয়ে যাও তাদের কি রকমে ব্যবহার কর্‌তে হবে, আমিই ওগুলো কর্‌বো। গন্ধক পোড়ানোও এখন থাক্, ছেলেরা তো বাড়ী নেই, হবে একটু পরে।"

অমলা রমেনকে নিকটে ডাকিয়া যথাসাধ্য মৃদুস্বরে কথাগুলা বলিলেও ডাক্তার সবই শুনিতে পাইল। রমেন ডাক্তারের পানে একবার চোখ্ তুলিয়া চাহিতেই দেখিল ডাক্তার নিঃশব্দে উভয়ের পানে চাহিয়া আছে। রমেনের সহিত দৃষ্টি মিলিতেই ডাক্তার

রমেনকে বলিল "তাই হবে, বৌস একটু বড় হাঁপিয়েছ।" "না, ঘরে বাহিরে খারাপ গ্যাস্ জমে গেছে দেখ্ছ না, এর মধ্যে থাকা সকলের পক্ষেই ক্ষতিকারক। দেরী করা ঠিক্ নয় আমি এলাম বলে।"

নিষেধ না মানিয়া রমেন আবার চলিয়া গেল। ডাক্তার ঔষধের ক্রিয়া লক্ষ্য করিবার জন্য নিস্তব্ধভাবে বসিয়া কথনো রোগিণীর পানে কথনো দ্বারপথে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, আর অমলা তাহার খুড়িমার রোগযন্ত্রণা লাঘবের জন্য প্রাণপণে শুশ্রূষা করিয়া চলিল।

ঘণ্টার মধ্যে দুই তিনবার ঔষধ খাওয়াইয়া যেন উপকার বোধ হইল। মাঝে মাঝে রোগিণীর তন্দ্রা আসিতে লাগিল। রমেনও ফিরিয়া আসিয়া তাহার যথানির্দ্দিষ্ট কাজ সারিয়া লওয়ার পরে ডাক্তার এইবার রমেনের পানে চাহিতেই রমেন বলিল "হ্যাঁ তুমি এইবার উঠ, মজুমদার বাড়ী থেকে লোক এসে বসে আছে দেখে এসেছি।" ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "তুমি?"

রমেন নত নেত্রে বলিল "আমি এইখানেই আছি।"

ডাক্তার গম্ভীর মুখে আদেশের স্বরে বলিল "আমি ডাক্তার সেইজন্য বল্ছি খাওয়া এবং ঘণ্টা দুই ঘুম তোমার চাই। পেট-খালি রেখে তুমি আজ বেশীক্ষণ এখানে থাক্তে পাবে না। দু'ঘণ্টা তোমায় ঘুমুতেও হবে, কাল সমস্ত রাত তুমি জেগেছ।"

বৃদ্ধা বলিলেন "সত্যি নাকি? যাও ভাই বাড়ী যাও তবে, মায়ের অন্ধের নড়ী তুমি, খেয়ে ঘুমিয়ে আবার এস তখন।"

রমেন আর সেখানে কোন কথা না বলিয়া ডাক্তারের সঙ্গে বাহির হইয়া যায় এমন সময় মৃদুস্বরে ডাক্ পড়িল "রমেন দাদা।"

রমেন মাটীর দিকে চাহিতে চাহিতে অমলার নিকটে এগিয়া দাঁড়াইল। আঁচল হইতে কি একটা জিনিষ খুলিয়া অমলা তাহার পায়ের নিকটে রাখিয়া এবার এত মৃদুস্বরে কথা বলিল যে ডাক্তার তাহার কিছুই শুনিতে পাইল না। তাহার পরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-ভাবে রমেন যখন সোনার দুইটী ক্ষুদ্র ফুল হাতে করিয়া তুলিয়া লইয়া ডাক্তারের পানে চাহিল তখন ডাক্তারের বিষয়টা বুঝিয়া লইতে আর বাকী থাকিল না। ডাক্তারের ঋণ শোধার্থই অমলা ইহা রমেনের হাতে দিয়াছে। রমেন যেন কিছু বলিতে যাইতেছিল কিন্তু তাহার অবকাশ মাত্র না দিয়া ডাক্তার "এস বলিয়া তাহাকে প্রায় টানিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পরে তাহার হাত হইতে ফুল দুইটী তুলিয়া লইয়া বলিল "কি এ দুটী? কাণের ফুল?" "হ্যাঁ" বলিয়া রমেন অতি মলিন হাসি হাসিল। তারপরে বলিল "কিন্তু তুমি তো—"

ততক্ষণে ডাক্তার সেদুটাকে নিজের পকেটের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে। "আমি মজুমদার বাড়ী চল্লাম, তোমায় যা বল্লাম, একটু খাওয়া ও ঘুম বুঝলে?"

রমেন একটু থতমত খাইয়া গেল। ফুল দুটা সে এখনি অমলার কাছে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে জানিত কিন্তু রাজেন্দ্র যে সেদুটাকে পকেটে ফেলিল সে কি অন্য মনস্কতার দরুণই? তাহাই বোধ হয়, আচ্ছা সে পরে চাহিয়া লওয়া যাইতেছে, আগে তাহার স্নেহের অত্যাচার হইতে ত নিষ্কৃতি পাওয়া যাক্। রমেন মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর পানে চাহিল "আমি আর ঘণ্টা খানেক পরেই যাব। ওঁদের একটু সাহস পেতে দেখি আগে, এখনো উপকার বোধ হয়নি ত।"

"একঘণ্টা থাকলেও তা দেখতে পাবে না, কেস্ সহজ নয় রমেন। ছেলে-মানুষি কর না, তুমি ত এঁদের বলবুদ্ধি ভরসা সবই দেখছ, তুমি একটু শক্ত হয়ে নাও আগে।"

রমেন ডাক্তারের পানে ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া বলিল "তাহলে একেবারে সাংঘাতিক ?"

"এখনো ঠিক্ বলা যায় না—তবু সেই রকমই বোধ হচ্চে। এস তুমি বাড়ী যাবে।"

হাত ছাড়াইয়া লইয়া রমেন এইবার ডাক্তারের কাছে হাত জোড় করিল "তাহলে আমায় যেতে বলো না ভাই, এমন সময়ে। ওঁদের এমন বিপদ ?

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া খানিকটা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল "কিন্তু দেখো—কখনই থাকতে পাবে না। ওঁদের কানে আমি যে বীজমন্ত্র ঢুকিয়ে দিয়েছি, নিশ্চয় এখনি তোমায় তাড়িয়ে দেবেন। তাই বল্‌ছি চল—"

"আচ্ছা সে দেখ্‌ছি, তুমি তাহ'লে ফুল দুটো—"

"হ্যাঁ—নিয়ে চল্লাম।"

"নিয়ে গিয়ে অনর্থক কি করবে ? দাও ফিরিয়ে দিই গে।"

"অনর্থক কিহে ? আমার ভিজিট।"

"রসিকতার স্থানকাল খুব চমৎকার পেলে যে দেখ্‌ছি। দাও না—"

"শুধু স্থানকাল নয়, পাত্রও।"

বলিয়া ডাক্তার গট্ গট্ করিয়া চলিয়া গেল। আর রমেন একটু অবাক্ হইয়া ডাক্তারের এই অভূতপূর্ব্ব রসিকতার ব্যাপারটা

বুঝিয়া লইবার বৃথা চেষ্টায় হতভম্বভাবে অমলাদের উঠানের মধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।

৫

রোগের প্রথম আক্রমণটা কাটিয়া গেলেও অমলার খুড়িমা আমাশয়ের মত ভাবে কয়েকদিন শয্যাগত হইয়া রহিলেন। ডাক্তার তাহাতে বড় আশান্বিত হইল না, কেননা এরূপ কেস্ সে অনেক দেখিয়াছে। একেবারে চটপট্ রোগের মুখ ফিরিল তো ফিরিল, কিন্তু বাঘের এরূপ ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকা, ইহা বড় শুভলক্ষণ নয় বলিয়াই তাহার মনে হইতেছিল। কোন সময়ে অস্তর্ক পাইয়া পাছে সে আবার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়ে। কিন্তু বাদবাকি সকলেই মনে করিল "রোগ যখন গোড়্ পাতিয়াছে তখন এ যাত্রা রক্ষা পাইলেন।" প্রতিবাসিনীরা বলিল "হাজার হলেও বিধবার জীবন, বেঁচে উঠ্‌বে বৈকি। একি রতন বোস্? কিম্বা ঐরকম কেজো প্রাণ, যে চোখে কানে কেউ দেখ্‌তে শুন্‌তেও পাবে না।" এমন কি ডাক্তারের পুনঃ পুনঃ সাবধানতা সত্ত্বেও রমেনও এই ভুল করিল, সেও ভাবিল "আর ভয় নাই।" রুগ্নার আত্মীয়দের মত সেও আশান্বিত হইয়া উঠিতেছিল।

সেদিন একটু মুখটা ভার ভার করিয়াই রমেন ডাক্তারকে জানাইল "এবেলা আর তাহার সেখানে না গেলেও চলে।" ডাক্তার একটু বিস্মিতভাবে বলিল "কেন বল দেখি? আমি কি তোমায় বল্‌ছি না যে এখনো আমার ভয় যায়নি? এখনো—"

"কিন্তু এ তোমার মিথ্যা ভয়। এবেলা বেশ ভালই আছেন, উঠে বসে কথা কইছেন। খুব সম্ভব আর ভাবনার কিছু নেই। এ যাত্রা বেঁচে গেলেন।"

"চল দেখি একবার দেখে আসি।"

"কিন্তু ছাখো, তোমার সময়ের দাম আছে, বারে বারে এখন না গেলেও চল্‌তে পারে বোধ হয়।"

"আমার সময়ের দাম?" হঠাৎ ডাক্তার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "হ্যাঁ তার অনেকটা দামই নিয়ে ফেলা হয়েছে বটে, কিন্তু সেতো চুকেই গেছে হে, আরতো বেশী আমি চাইনি।"

রমেন গম্ভীর মুখে বলিল, "ঠাট্টা করোনা, গরীবের ঘরের সেই ফুল ছুটোয় যে তোমার এই যত্ন আর আজ ৫।৭ দিন ধ'রে বারে বারে এই রকম করে ছুটোছুটি, চিকিৎসা, আর এসবের শোধ হয়েছে এ কেউই মনে করে না; ওষুধের দামের কথা তো ছেড়েই দি। তাই তারা কুণ্ঠিত হচ্চে যে তাদের তো বেশী কিছু আর সাধ্য নেই, তুমি আর তাদের জন্য তোমার এত সময় নষ্ট করনা।"

ডাক্তার হাসিমুখেই উত্তর দিল, "তুমি তো আমায় এই ক'মাস ধ'রেই দেখে আস্‌ছ রমেন, আমি যতক্ষণ না নিজে সন্তুষ্ট হব ততক্ষণ আমার হাতে যে রোগী এসে পড়বে সে যেতে বারণ করলেও আমি তাকে না দেখে ছাড়ব না। তাঁরা যাই ব'লে থাকুন আমি আমার কাজ করে যাব।"

"আমিও সে কথা তাদের বলেছি, কিন্তু তারা কেবলই কুণ্ঠিত হয়। এই ছাখ না আবার আমার হাতে আজকে কি গছিয়েছে।"

ডাক্তার আবার হাসিয়া উঠিয়া বলিল—

"ওঃ—এতক্ষণে তোমার মুখ ভারের কারণটা বোঝা গেছে। দেখি কি জিনিষ?"

"দেখাতে বারণ,—বিক্রি করে যা হয় তোমার ওষুধের হিসাবে জমা দিতে হবে আমায়।"

"বিক্রি ক'রে? দেখাও না হে—জিনিষটা কি?"

"হ্যাঁ দেখাই আর তুমি টপ্ ক'রে পকেটে ফ্যাল, কত দাম কি বৃত্তান্ত তাদের কিছুই খবরও দিতে পাব না।" ডাক্তার উচ্চহাস্য করিয়া বলিল "সে রাগ আর তোমার যাচ্ছে না দেখ্ছি। না দেখাও মুখেই বল।"

"একটা পদক।"

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "কেন প্রথম দিনই তো আমায় দিয়েছেন অনেক।"

"সে সামান্য দুটো ফুলে কতই তোমার হয়েছে?"

"সামান্য তো আমি বলিনি। এ পদক বোধ হয় টুনি মণির?"

"হ'তে পারে, আমি এটা সেক্‌রার দোকানে বিক্রি করতে যাচ্চি।"

"এবং আমি তোমায় তা যেতে দিচ্চি না। স্বেচ্ছাসেবক হয়ে বেড়াচ্চ সেই ভাল—আর দালালি ক'রে কাজ নেই। দাও আমায় পদকটা।"

"তারা আমার ওপরে রাগ করবে। আর তোমার নিতেই বা এত সঙ্কোচ কিসের? নেবেনাই বা কেন—যখন—"

"ফুল দুটো অম্লানবদনে নিয়েছ, এই কথা তো? একটা

জিনিষের ওপর লোভ হ'লে সব জিনিষেরই ওপর কেন না হবে এইতো তোমার তর্ক ? কিন্তু এটা হল অন্য রকমের জিনিষ ; চাই কি এই রকম আর গোটাকতক ফুল গড়িয়ে সেট্ মিলিয়ে একজোড়া বোতাম করে বন্ধুপ্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তোমায় দিয়ে যেতে পার্‌ব হে,—যখন আমি এ গ্রাম ছেড়ে যাব—, বুঝেছ ?" সহাস্য উজ্জ্বলচক্ষে রমেনের পানে চাহিয়া রাজেন্দ্র এই কথা বলিতেই মুহূর্ত্তে রমেনের আস্কন্ধগণ্ড আরক্ত হইয়া উঠিল। "আঃ—কি বল" বলিয়া রমেন চকিতে রাজেন্দ্রের দিকে পাশ্ ফিরিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইল। রাজেন্দ্র স্থির-দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া ঈষৎ যেন গম্ভীরভাবে বলিল, "ঠাট্টা করিনি। হয়ত সেই দিনের জন্যই—সেই জন্যই ফুল দুটো আমি নিয়ে ফেলেছি রমেন"। রমেনের মুখ চোখ ইতিমধ্যেই আবার বিবর্ণ হইতে সুরু করিয়াছিল, সে মৃদুস্বরে বলিল "মার কাছে আর ও-বাড়ীর দিদিমা বুড়ীর মুখে একদিনের একটা পুরোণো ঘটনার সম্ভাবনার আভাষ পেয়ে তুমি আমার সম্বন্ধে এই এক ঠাট্টার ব্যাপার পেয়ে বসেছ দেখ্‌ছি। কিন্তু এ তোমার উচিৎ নয়। এতে আমার ওপরে নির্দ্দয়ব্যঙ্গ ছাড়া—"

চকিতে রমেনের কম্পিত হাতটা নিজের হাতে টানিয়া লইয়া সজোরে চাপিয়া ধরিয়া রাজেন্দ্র এমনি গম্ভীর কণ্ঠে "রমেন" বলিয়া ডাকিল যে তাহার সেই আকস্মিক তিরস্কারেই রমেনের কথা আর অগ্রসর হইল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকিয়া রমেন আর্দ্র ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "আমি আমার ওপরে তোমার স্নেহকে চিনিনা মনে ক'র না। জানি আমি, যাতে আমি আঘাত পাই এমন কথা তুমি কখনই বলবে না। কিন্তু এতো তুমি জান না—

আমি তো তোমায় কখনো বলিনি ভাই, যে এখানে 'আমার কতখানি বেদনা লুকানো আছে, তাই বলছি—"

বাধা দিয়া স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে রাজেন্দ্র বলিল—

"তাও জানি আমি রমেন! তুমি না বল্লেও আমি তা বুঝেছি জেনো, তবে সে ব্যথা যে কতখানি তার হয়ত পরিমাণ জানি না। তাই এমনি ক'রে তোমার সে রুদ্ধ প্রবাহের মুখ অন্ততঃ আমার কাছে খুলে নিচ্চি। আমার কাছে তোমার জীবনের সবই যখন খুলেছ, তখন এ সর্ব্বোত্তম সব টুকুর কথাই বা কেন গোপন রাখ্‌বে?" রাজেন্দ্রের হাতের মধ্যে রমেনের হাতখানা তখনো কাঁপিতেছিল। নির্ব্বাক তাহাকে রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে নিকটে আকর্ষণ করিয়া উভয়ে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। একখানা হাতে রমেনের একটী হাত ও অন্য হাতটা তাহার স্কন্ধের উপর রাখিয়া রাজেন্দ্রও নির্ব্বাকভাবে অন্য দিকেই চাহিয়া রহিল। পাছে রমেন ব্যথা পায় বলিয়া তাহার দিকে দৃষ্টিও ফিরাইল না। এই নিঃশব্দ সহানুভূতি ক্রমশঃ রমেনকে যেন অনেকখানি সান্ত্বনা দিল। এ যেন সে জগতের কোথাও আশা করে নাই। ধীরে ধীরে রমেন উচ্চারণ করিল "কিন্তু কি লাভ হবে তাতে? একথা নিজের মনের কাছেই যে আর খোল্‌বার পথ নেই। যা অন্তরাত্মার সঙ্গে মিশে মনের ও স্পর্শের অগম্য হয়ে আছে, যাকে নিজের মনের মধ্যেও যে-কোন অনুভূতির সঙ্গেও টেনে আনা পাপ, তখন সেকথা আর কেন ভাই? সে নিয়ে আলোচনা না করাই কি ঠিক্ নয়? আমার নিজের কাছেও যা অস্পৃশ্য অবাচ্য, তোমার কাছেও তা তাই থাক না কেন।"

ডাক্তার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া শেষে সহসা বলিয়া উঠিল.

"কিন্তু কেন? যাকে আত্মার সঙ্গে এমন অভিন্নভাবে জড়িত বলে জান্‌ছ, তাকেও মনে অনুভব করা পাপ বলে গণ্য হবে? তাকে আমার তৃষ্ণার জল বলে, ক্ষুধার অন্ন বলে, সর্ব্বকামনার তৃপ্তি, সর্ব্বব্যথার শান্তি বলে আমি ভাবতে পাব না? এই কি ধর্ম্ম? যা আমার আমিত্বকে ধারণ করে আছে তাকেই আমি অধর্ম্ম বলব, একি রহস্য? এতো জীবের সহজ ধর্ম্ম নয়, এ মানুষের কৃত আত্মার ওপর অত্যাচার। এর নাম সমাজ, এর নাম দেশাচার?"

"মানুষের যে সমাজ ছাড়া থাকবার স্থান নেই। তাই, তার বিষয়ে এ রকম চিন্তা মনে রাখা বা আলোচনা করাও হয়ত পাপ। হয়ত সে সধবা—হয়ত তার স্বামী আছে।"

"থাকলেই বা! সে স্বামী তার কে—যার সঙ্গে তার অন্তরের কোন যোগসূত্র নেই? আর যার সঙ্গে এমনি করে সে একাত্ম হয়ে গেছে সেই-ই তার কেউ নয়?"

রমেন সাতঙ্কে সলজ্জায় বাধা দিয়া উঠিল, "তার দিক্ দিয়ে ওকথাগুলো বল না ভাই, তার কথা আমি কিছু জানি না। সেই যখন বিয়ে হবার কথা উঠেছিল, অবশ্য আমিই মাকে অনেক করে রাজী করাই, সে কথা সেও জান্‌তো। সেই সময় তার একটু কিছু হয়ত মনে এসেছিল, অন্ততঃ আপত্তি ছিল না কিছু, এইটুকু জানি। কিন্তু তারপর এই চার পাঁচ বৎসরের কথা আর আমি কিছু জানি না। তখন সে ছেলেমানুষ তেরো চোদ্দ বছর বয়সমাত্র। সেই তখনকার খেলার মধ্যের সে কথা তার হয়ত মনেই নেই।"

রাজেন্দ্র একটু হাসিয়া বলিল "কিযে বক্‌ছ পাগলের মত,

মেয়ে-মানুষে কখনো এই জিনিষটা ভোলে? তিনি তোমার সে দিনের ভালবাসা ভুলেছেন এই তুমি বল্‌তে চাও? একি কখনো সম্ভব? বিশেষ তাঁর মত এই রকম জীবনে? যদি তিনি স্বামীসম্মিলিতা হতেন, তাঁর স্বামীর সঙ্গে ভালবাসার আদানপ্রদান হত, তাহ'লে সম্ভব ছিল বটে—কেননা এরকম ঘটনা এত কিছু বিরল নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে—এতো সম্ভব বলে মনে হয় না।"

রমেন্দ্র যেন সভয়েই বলিয়া উঠিল, "না—না—আমি এর কিছু জানি না, তার কথা আমি কিছু বল্‌তে পারব না। না—সে—"

রাজেন্দ্র একটু নিস্তব্ধভাবে রমেনের পানে ক্ষণেক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তাঁর সঙ্গে তো তোমার দেখা হয়—কথাবার্ত্তাও চলে—"

রমেন বাধা দিয়া বলিল, "এখন যেমন প্রত্যহই দেখা হয় কথা হয়, এমন এতকাল তো হয়নি। সেই ঘটনার পরে পথেঘাটে কখনো ক্বচিৎ দেখা হলে সেও সরে যেত, আমিও তাই। তাদের বাড়ীও আমি চার বৎসর পরে রতন কাকার মৃত্যুশয্যায় যাই, আর এই খুড়িমার ব্যাপারে এখন যা যাচ্চি। এ ছাড়া আর তার সঙ্গে আমার কোন দিন কোন কথা হয়নি।"

"কথা নাইবা হল রমেন, মানুষের অন্তর কি কেবল কথারই অপেক্ষা করে? শত কথাতেও যা প্রকাশ পায় না—একটু দৃষ্টিতে বা কোন একটু ব্যবহারে ও তা যে ধর্‌তে পারা যায়।"

রমেন একটু যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল "না—তাও না—।" একটু ম্লান হাস্যের সহিত বলিল "তাও আমার সম্বল নেই জেনো। তাইতো একে মনেরও অগম্য স্থান বল্‌তে চাই।"

"কিন্তু এই যে তুমি বিয়ে না ক'রে এই রকমে জীবন কাটিয়ে চলেছ—এই তোমার সর্ব্বরিক্ত সন্ন্যাসীর সাজ—এ কার জন্য, তাও কি সে জানে না বা মনে ভেবেও দেখে না বল্‌তে চাও? তুমি কি পাগল?"

রমেনও একটু নিস্তব্ধ হইয়া একটু যেন ভাবিয়া লইয়া যেন একটা আশানিরাশার দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়াই উত্তর দিল, "কি জানি, তাও বল্‌তে পারি না। আমি যে মাকে বুঝিয়েছি আমার মস্ত ফাঁড়া আছে—সাধু সন্ন্যাসীতে বিয়ে কর্‌তে বারণ ক'রেছে, সেও তা শুনেছে হয়ত।"

"তবু কি আসল কথা তাঁর বুঝতে বাকী আছে? মনে তো হয় না।"

"কিন্তু তবু সে যে বিবাহিতা, হয়ত তার স্বামী বেঁচে আছে, সে কথা কি সে ভুল্‌তে পারে? আসত কথা ভুলছ কেন?"

"ভুলিনি, কিন্তু একথাটা আসল নয়, এটা মানুষের মনগড়া নকল কথা। আমি আসল কথাটাই জানতে চাই—যাতে সে যে বিবাহিতা কিম্বা তার স্বামী আছে, সব কথাই ফুঁয়ে উড়ে যেতে পারে।"

"ওঃ! তুমি যে সাহেব তা ভুলে গেছি। কিন্তু ছোট্‌কাল হতে য়ুরোপ বেড়িয়ে বেড়িয়ে তোমার যা ধর্ম্ম বলে ধারণা জন্মেছে আমাদের দেশে তাকি সম্ভব বলে মনে কর? তোমার ও নীতি সর্ব্বত্র খাটবে না হে।"

"গোটাকতক এমন বড় বড় নীতিকথা আছে যা সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বহৃদয়ের ওপর খেটে চলেছে। তাকে যে ছেঁটে খাটো করে তারই নাম দেশ কাল পাত্র। ঝুটো কাঁচা জিনিষের কথা পরে হবে, আগে আসল জিনিষটার খোঁজ চাই।"

"সে খোঁজও এদেশে সহজে পেয়ে ওঠা কিনা সন্দেহ। অব্যবহারে প্রকৃতিদত্ত বস্তুও বংশপরম্পরায় ক্রমে লোপ পেয়ে আসে, এওতো জান। স্বাধীন হৃদয়-নীতির রাজ্য বনের পশুদের মধ্যে—(আমার এ কথায় রাগ কর না ভাই)। মানুষ যতদিন মানুষ নাম নিয়েছে, ততদিন সে সংযমের বশে চ'লে চ'লে তাদের স্বভাবকেও বংশপরম্পরায় সংযমী করে তুলতে চেষ্টা পাচ্চে নাকি? যে দেশে এটা জন্মগত সংস্কারেই দাঁড়িয়েছে সে দেশে এ খুবই সম্ভব ভাই! আমার বিশ্বাস, অমলা তার বিয়ের কথা, তার স্বামীর কথা নিশ্চয়ই মনে ভেবে থাকে। তাতে—"

এইবার অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া রাজেন্দ্র বলিল, "ঐ কথা দুটো ছাড়তো, অসহ্য লাগ্‌ছে যেন। সেই বিয়ের নাম বিয়ে, না তার নাম স্বামী,—যার কথা অমলাই জানে না? দেখো সে কখনই—কি যে বল তার ঠিক্ নেই—সেই বিয়ে—না সেই স্বামী—তার জন্য সে—গাঁজাখুরী—অসঙ্গত—একেবারে অসম্ভব। আর যা—সঙ্গত, সম্ভব, তাই নিয়ে কিনা এ ছোক্‌রা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে আমার সঙ্গে তর্ক করে আমার কাজ পর্য্যন্ত আমায় ভুলিয়ে দিলে। ওঠো ওঠো—চল তোমার খুড়িমাকে দেখে আসি। আর তোমার—"

রমেন অনুপায়ভাবে ধীরে ধীরে রাজেন্দ্রের পশ্চাতানুবর্ত্তী হইল। দ্বারের নিকট গিয়া আজ আর তাহার পা উঠিল না।

"তুমি দেখে এসো, আমি যাচ্ছি" বলিয়া সে পালায় দেখিয়া রাজেন্দ্র তাহার মুঠার মধ্য হইতে একটা স্বর্ণনির্ম্মিত বস্তু কাড়িয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা যাও—।"

রোগিণীকে দেখিয়া রাজেন্দ্রও একটু আশ্বস্ত হইল—আরোগ্যের লক্ষণই বটে। তথাপি আরও দু একদিন সতর্ক থাকিবার উপদেশ দিয়া রাজেন্দ্র তখন বলিল "এখন, আমি আরও দু একদিন আস্‌ব, তাতে আপনারা কুণ্ঠিত হবেন না, ডাক্তারের এ জোরটুকু কর্‌বার অধিকার আছে।" স্ত্রীলোক কয়জনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, বোধহয় কি উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইতে-ছিল না। শেষে বৃদ্ধা দিদিমা কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন "বাবা তুমি একথা বল্‌ছ,—তুমি কি ডাক্তারের মত ব্যবহার করেছ? কোন্ কথাটা তোমার বল্‌ব? আপনার লোকেরও বেশী, তোমার মতন ছেলে—"

"তাই বুঝি, দিদিমা আপনার লোকটিকে এই মণির গলার পদকটুকু কেড়ে নিয়ে ভিজিট্ পাঠিয়েছেন? খুব আপনার লোক ব'লে মনে করেছেন তো!" বলিতে বলিতে রাজেন্দ্র বৃদ্ধার পায়ের নিকটে সেটুকু রাখিয়া দিল।

বৃদ্ধা অপ্রস্তুত হইয়া দ্বিগুণ কুণ্ঠিতভাবে বলিব, "আমি ওসব কিছু জানিনা বাবা, ওসব অমা জানে। তোমার ঋণ তোমার যত্ন একি শোধবার জিনিষ! আমাদের তার সাধ্যই বা কি—"

"যদি শোধবারই জিনিষ নয় তবে কেন শুধতে গেছেন দিদিমা, আপনি রমেনের দিদিমা যখন, আমারও তাই।" লজ্জিতা দিদিমা "এতো আমার ভাগ্যির কথা, দাদা, তুমি আমার নাতি হবে। শোধবার কথা আমাকে বল'না—আমি কিছু জানি না" বলিয়া ডাক্তারের জেরা হইতে নিজে বাঁচিলেন।

এইবার অমলার উত্তর দিবার পালা। সে একটু মুখ তুলিয়া দিদিমার কথার সূত্র ধরিয়া "এই সামান্য জিনিষে আপনার কিইবা

শোধ যাবে” এই রকম একটু কি বলিতে গিয়া দেখিল ডাক্তার তাহারই দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিতেই ডাক্তার চোখ্ নামাইল বটে, কিন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গ যে অমলার বক্তব্য শুনিতেই কাণপাতিয়া পড়িয়া আছে তাহা অমলাও বুঝিতে পারিল। কুণ্ঠা তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিলেও কর্ত্তব্যবোধে সে অসাময়িক লজ্জাকে দমন করিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিল “আমরা আপনার ঋণশোধ করতে যাইনি। কেবল একটু ওষুধের দাম ওতে যা হয়—”

“তা কি মণির জিনিষ কেড়ে নিয়েও দেবেন? জানেন শিশুদের জিনিষে জগতে কারও অধিকার নেই? আপনার ফুল যখন আমায় দিয়েছিলেন আমি তো ফিরিয়ে দিইনি, সেতো আমি তখনি নিয়েছি।”

“কিন্তু সে কতটুকু—কি সামান্য জিনিষ—তাতে—”

“তাতেই অনেক হয়েছে। এ যা পাঠিয়েছিলেন তাতে আমার ওপর একটু অবিচারই করেছেন।”

লজ্জিতা কুণ্ঠিতা অমলা বিব্রতভাবে রমেনের স্কন্ধেই তাহার লজ্জাটা চাপাইতে চাহিল—“রমেনদাদাকে দিয়েছিলাম—আপনাকে তো নয়। তিনি কেন আপনাকে জানালেন?”

“তার ওপরও অবিচার করবেন না, আমি তার কাছ থেকে কেড়েই নিয়েছি। মণির জিনিষটা মণির গলায় আবার পরিয়ে দেবেন। আরও দুদিন আপনারা আমার এ দৌরাত্ম্য সহ্য করুন, খুড়িমাকে আমি আরও একটু ভাল দেখে নিশ্চিন্ত হ’য়ে যাই। আমাকে আরও দিন দুইতিন আসতে দিতে হবে আপনাদের।”

সকলকে যেন একটা উচ্চ মহত্বে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়া ডাক্তার

নিঃশব্দে একবার মাথা হেলাইয়া চলিয়া গেল। কেবল অমলা নিজের মনের মধ্যে এক এক বার যেন বিদ্যুৎচকিতের মত চমকিয়া উঠিতেছিল, ডাক্তারের এরূপ ভাবান্তর আজ কেন লাগিল! তাহার কথাগুলা যেন আজ কেমন একটা ব্যথার মধ্য হইতেই বাহির হইয়া আসিতেছিল। সে—কি অমলা এই পদকটা পাঠাইয়াছে বলিয়াই? ডাক্তারের অসাধারণ মহত্ত্ব, যাহা সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদের স্থায় গরীবে তাঁহার সেই মহিমাকে খর্ব্ব করিবার অসঙ্গত স্পর্দ্ধা ধরিয়াছিল বলিয়াই কি? কিন্তু তাহাতে কি উজ্জ্বল মুখের কান্তি এমন নিভিয়া কালি হইয়া যায়? ভাষা কি এমন বেদনায় ভরিয়া উঠে? আর বিদায়ের একটু আগে আরও দু একবার আসিবার আবেদনের সঙ্গে সেই যে শেষ দৃষ্টিটা, এটার কথা মনে পড়িতেই অমলার অন্তরের সেই বিদ্যুৎবিকাশ যেন তাহাকে বার বার স্পর্শ করিয়াই অধীর করিয়া তুলিতে লাগিল। সে দৃষ্টি কি বিষণ্ণ! কি ম্লান!—যেন কাতরতা ভরা—কিন্তু কেন? ডাক্তার কি তাহাদের অকৃতজ্ঞ ভাবিয়াই এমন ব্যথিত হইয়া গেলেন? তাহার এই ব্যবহারে ঐ মহাপ্রাণ কি অপমান বোধ করিলেন? আঃ—এমন ভুলও তাঁহাতে সম্ভব কি? গরীব হইলেও তাহাদেরও তো একটা মনুষ্যত্ব আছে। সেটুকু বুঝিয়া ফুল দুটা তো লইয়াছেন, নিজে তাহাকে আবার নিজের ঔদার্য্যে অনেক বলিলেন, কিন্তু এটায় এমন দুঃখ বোধ করিলেন কেন? অবিচার? তাঁহার সর্ব্বজন-বিদিত মহত্ত্বকে অপমান? এও কি তাহাদের দ্বারা সম্ভব? তাঁহাকে রমেন দাদার দ্বারা অমলার একটু বুঝাইয়া দিতে হইবে যে দরিদ্রা অমলা তাঁহাকে অপমান করে নাই।

৬

ডাক্তারের আশঙ্কাই ফলিল। অমলার খুড়িমার রোগ সহসা ব্যাঘ্রবিক্রমেই ফিরিয়া আসিল। অমলারা আরও একটু দোষ করিয়া ফেলিয়াছিল। রুগ্নার মাতা কন্যাকে সুস্থ মনে করিয়া ডাক্তারকে লুকাইয়াই দুটি অন্ন পথ্য দিয়া ফেলিয়াছিলেন। অমলা বা রমেন তাহা জানিলেও ইহাতে যে কোন ক্ষতি হইবে তাহা তাহাদের মনে হয় নাই। ফলে যাহা হইবার হইল। পূর্ণ বিকার লইয়া রোগ আবার সাংঘাতিকতম ভাবে বিকাশ পাইল এবং এবারে ডাক্তারের সর্ব্ব যত্ন বিফল করিয়া দুই দিনের মধ্যেই অবস্থা চরমে দাঁড়াইল।

শুশ্রূষা-নিরতা হতাশাচ্ছন্না অমলা ডাক্তার ও রমেনের সমক্ষেই কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল "খুড়িমাকে ইচ্ছে করেই আমরা মেরে ফেল্লাম। আপনার বারে বারে নিষেধ শুনেও বুঝ্‌লাম না যে এখনো ভয় আছে। এবারে আর ভাগ্যের দোষ কি রোগের দোষ নেই, রোগ তো আপনি সারিয়ে তুলেছিলেন। এবার আমিই খুড়িমাকে মার্‌লাম।"

অবসাদগ্রস্ত রমেন ধীরে ধীরে অমলার কথায় বাধা দিল "এ ভুল কর্‌বার তোমাদের অধিকার আছে, আমার ভুলই সাংঘাতিক। আমি কেন দিদিমাকে ধমক্ দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম না। রাজেন-বাবু তো আমায়ও একথা বলে দিয়েছিলেন। এ আমারি মেরে ফেলা বৈকি!"

অমলা ইহার প্রতিবাদ না করিয়া অশ্রু মুছিতে লাগিল।

ডাক্তার এক ভাবেই রোগীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে উভয়ের কথার মধ্যে বাধা না দিয়া নিস্তব্ধ ভাবে নিজের কর্ত্তব্যই

করিয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে স-নিশ্বাসে উঠিয়া দাঁড়াইতেই রমেন ব্যগ্র ভাবে বলিল "তুমি এইবার চলে যাচ্ছ?"

ডাক্তার উত্তর না দিয়া রমেনের পানে একটা দৃষ্টিক্ষেপে তাহাকে বুঝাইয়া দিল আর তাহার থাকা নিষ্প্রয়োজন। দ্বারের দিকে ডাক্তারকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া অমলা ব্যাকুলকণ্ঠে তাহাকে ডাকিল "আপনি সত্যি চলে যাচ্চেন? আর একটু চেষ্টা দেখুন,—আর একটু থাকুন। এমন হয়েও কত লোক যে বাঁচে শোনা যায়। এখনি আপনি যাবেন না।"

ডাক্তার নিঃশব্দে দ্বার ধরিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে রমেনের পানে চাহিয়া বলিল "তুমিতো থাক্‌ছ? আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে, আমি চল্লাম।"

শোকাচ্ছন্না বৃদ্ধা এতক্ষণ উবুড় হইয়া পড়িয়াছিল এইবারে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল "তুমি আর কি করবে দাদা, হাতে করে' যারা মেরে ফেলবে দেবতায়ও তাদের রক্ষা করতে পারে না, তাই তুমিও পার্‌লে না। আর তুমি কি কর্‌বে।"

বৃদ্ধার আর্ত্তরোদনের মধ্যে ডাক্তার রমেনের মস্তক স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল "টুনি মণি তোমার মার কাছে বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি তাদের নিয়ে যাচ্ছি, তোমার মাকে এঁদের কাছে পাঠিয়ে দিই।"

"তাই দাও।"

আবার বৃদ্ধা কাঁদিয়া উঠিল "কেবল টুনি মণি নয় আমরা চারটে প্রাণী যে মা হারা হলাম। আমার এই বুড়ো বয়েস—আর ঐ হতভাগা মেয়েটা—আমাদেরই বা জগতে আর কে থাক্‌ল?"

ডাক্তার চলিয়া গেলে কিছুক্ষণ পরে রমেনের মাতা আসিয়া সেই দলে যোগ দিলেন। অবিলম্বেই মুমূর্ষুর সর্ব্ব আধি-ব্যাধির শেষ হইয়া গেল। ইহাদের আর্ত্ত-ক্রন্দনে পাড়ার লোক বুঝিল যে বিধবারও জীবনের দাম আছে, এবং তাহারও মৃত্যু আছে।

কিছুক্ষণ পরে শ্মশান যাত্রার উদ্যোগ করিতে রমেন বাহির হইয়া গেল এবং অবিলম্বেই ফিরিয়া মাতাকে জানাইল যে সমস্ত প্রস্তুত। মাতা একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন "এরই মধ্যে সব ঠিক হয়ে গেল? আগেই জোগাড় করে রেখেছিলি কি?"

"রাজেন বাবু সব ঠিক্ ক'রে রেখেছেন।"

শব-বাহিরা যখন চলিয়া যায় বৃদ্ধা আর্ত্তকণ্ঠে বলিল "ওরে রমেন, মণিকে সঙ্গে নিয়ে যা। তার তো পাঁচ বছর বেরিয়ে গেছে, তার হাতের আগুণে তার মাকে বঞ্চিত করিস্‌নে।"

"ডাক্তার তাকে নিয়ে এগিয়ে চলে গেছেন।"

রমেন রোরুদ্যমানা টুনিকে নিজের মাতার ক্রোড়ের নিকট দিয়া অগ্রসর হইয়া যায়—মাতা বলিলেন, "ওরে সে যে দুধের বালক—কে তাকে সে কাজের পর বুকে করে থামিয়ে নিয়ে আস্‌বে?"

অমলা উঠিয়া বসিয়া বলিল "আমি যাই জেঠাইমা রমেন দাদার সঙ্গে!"

"তা কি হয়, তুমি তোমার দিদিমাকে টুণিকে দেখো, আমিই যাই।"

রমেন বাধা দিয়া—"কাউকে যেতে হবে না, রাজেন বাবু গেছেন তাকে নিয়ে" বলিয়া চলিয়া গেল।

মাতা স-নিশ্বাসে বলিলেন "দেবতাই বটে। সকল দিকে দৃষ্টি। হাজ্‌রাদের ছেলেটাকে কি করেই যে বাঁচিয়েছে। বেশীর ভাগই তো বাঁচালে, নেহাত যার বরাত নেই তাকে কে বাঁচাবে! আহা বৌওতো ভাল হয়েই উঠেছিল। এত যত্ন করেও না বাঁচাতে পেরে ডাক্তার ব্যাচারা ভারি মনোভঙ্গ হয়ে পড়েছে যেন, বাছার ভারি দুঃখ হয়েছে বুঝতে পার্‌লাম বেশ।"

কেহ বলিল "তা আর হবে না—কি যত্নই লোককে করেন। যার না বাঁচে সেও তো এ ডাক্তারের ত্রুটী দেখ্‌তে পায় না। সেও বোঝে যে নেহাতই বরাত নেই। আর গরীবের ওপর যেন বেশী বেশী যত্ন। পরাণের মা বুড়ীকে কি করে না বাঁচালেন! ডাক্তারের এমন যশ কোথাও আর শুনিনি।"

শুনিতে শুনিতে শোকার্ত্তা অমলা স-নিশ্বাসে একবার ভাবিল তাহারই মুর্খতার দোষে ডাক্তারের অমল শুভ্র যশে এই একটা কালির দাগ পড়িল। তাঁহার এই আট দশ দিনের অক্লান্ত চেষ্টাকে এইরূপ বোকামির দ্বারা পণ্ড করিয়া দেওয়ায় ডাক্তার তাহাদের উপর নিশ্চয় বিরক্তও হইয়া উঠিয়াছে।

যথাকালে সর্ব্ব কর্ম্ম সমাধার পর রমেনের মাতা অমলাদের বলিলেন "তোমাদের এইবার দিন দুইয়ের জন্য আমার বাড়ী যেতে হবে মা। রাজেন বাড়ীটাকে ভাল করে ধুইয়ে দেবে।"

বৃদ্ধা বাধা দিল "আমাদের আবার কি হবে বাছা, আমাদের যা হবার হোক্, আমরা তোমার বাড়ী কেন যাব এই কাল রোগের পর!"

"সে এ গ্রামের কোন্ ঘরে বা নেই? আমার যাকে নিয়ে সংসার সে-ই-ই কি ক'রে বেড়ায় রাত দিন দেখছ ত?—কার জন্য

তবে ঘর দোরের ছোঁয়াচ্ বাঁচাব? আর তোমার জন্য তো নয়, ঐ ছেলে মেয়ে ক'টাকে তো ভাল রাখার চেষ্টা করতে হবে।"

বৃদ্ধা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "ভাগ্য ছাড়া পথ নেই, যা ভাল বোঝ কর বাছা।"

অমলারা রমেনের মার বাড়ী গিয়াছে, তাহাদের বাড়ীটুকু যথারীতি ধৌত হইয়া একটা দিন শুখাইতেছে ইতিমধ্যে উন্মাদের মত রমেন রাজেন্দ্রের নিকটে গিয়া ডাকিল "এইবার আমার ওপর রাক্ষসীর 'বার' পড়েছে, এস ভাই এইবার আমার ভাগ্যের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে।"

সাতঙ্কে রাজেন্দ্র রমেনের প্রতি চাহিয়া রহিল মাত্র, একটা প্রশ্ন করিতেও পারিল না। রমেনই তাহাকে বুঝাইয়া দিল "বুঝতে পারছ না—আমার মার ব্যারাম হয়েছে।"

আবার জীবন যুদ্ধ চলিল। ডাক্তার অবিলম্বেই বুঝিতে পারিল এ যুদ্ধ-টুকুরও হয়ত বেশী সময় পাওয়া যাইবে না এবং অবশেষে বুঝি এ যুদ্ধেও পরাজয় অনিবার্য্য। পরের বিপদে এতদিন দিনরাত খাটিয়া রমেনের নিজের বেলায় এইবার তাহার ঘাড়্ ভাঙিয়া পড়িল। মাতার সেবা কিম্বা ডাক্তারের সাহায্য কিছুই সে করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। প্রথম হইতেই ঘোর হতাশায় অবসন্ন হইয়া সে শুইয়া পড়িয়া রহিল। রাজেন্দ্র কোন মতেই তাহাকে প্রবোধ দিয়া উঠিতে পারিল না।

রুগ্নার অবিরত শুশ্রূষা এবং ডাক্তারের সাহায্য করিতে একমাত্র অমলাই তাহার সঙ্গী রহিল। বৃদ্ধা দিদিমা ও নাতি নাতনি দুইটীকে কাছে টানিয়া লইয়া কেবল অশ্রুমোচন করিতেছিলেন, কেন তাঁহাদের মত অলক্ষণাকে রমেনের মা নিজের বাড়ীতে টানিয়া

আনিয়া এই বিপদ ঘটাইলেন। বৃদ্ধা লজ্জায় দুঃখে রমেন বা ডাক্তার কাহারো সম্মুখে আসিতে পারিতেছিল না।

দ্বিপ্রহরে স্নানাহারের জন্য রাজেন্দ্র রমেনকে টানিয়া তুলিতে গেল রমেন উঠিল না উপরন্তু তিরস্কার করিয়া উঠিল "আমার মা চলে যাচ্চে, আমি এখন তোমার বাড়ী খেতে যাব?"

"আমার সঙ্গে না যাও বাড়ীতেই উঠে সেটুকু সার।"

"সে হবে যখন হয়, তুমি তোমার যা করবার করে এস।"

রাজেন্দ্র অমলার পানে চাহিয়া বলিল "এর কি উপায় হয়? বাড়ীতে এ ব্যবস্থা কি করতে পারবেন? আপনার একদণ্ডও রোগীর কাছ থেকে তো নড়া হবে না, তাহলে রমেন টুণি মণি এদের খাওয়া—"

"দিদিমাকে দিয়ে এক বগ্‌নো "ভাতে ভাত" এদের জন্য নামিয়ে দেওয়াই।"

"তাই করুন। আমি সে সময়টুকু মার কাছে থাকি, আপনি উঠে এইটুকুর ব্যবস্থা করে আসুন।"

অমলা উঠিয়া গেল এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল "আপনিও এইবার যান।"

"যাই, রমেন স্নানটাও তো করে নিতে হবে—ঘাটে চল।"

"বাড়ীর কূয়ার জলেই স্নান করব আজ,—তুমি যাও।"

"আপনি আর একটু বসুন" বলিয়া অমলা ডাক্তারকে অনুরোধ করিয়া আবার একবার উঠিয়া গেল এবং তখনি ফিরিয়া আসিয়া বলিল "কূয়ার জলেই স্নান সেরে নাও তবে।"

"জল ঠিক হয়ে গেছে, আর দেরী কেন রমেন ওঠো।"

ঘোর বিরক্তির সঙ্গে রমেন রাজেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলিল,

"তোমরা আমায় নিয়ে এরকম কর্‌ছ কেন? যে সময়টা আমার দিকে দিয়ে অপব্যয় কর্‌ছ সে সময়টা রোগীর দিকে দাও। আমি কি রোগী?"

"তারও বেশী,—তুমি শোকী—তুমি আর্ত্ত। ওঠো ভাই।"

"না।"

রাজেন্দ্র নিরুপায়ভাবে অমলার পানে চাহিল। এই মহৎ হৃদয় বলিষ্ঠ যুবকেরও আজ অসংযত বালকের মত দশা দেখিয়া ডাক্তারের চোখে বুঝি জল আসিয়া পড়িতেছিল। অমলা রমেনের দিকে অগ্রসর হইয়া যোড় হাতে তাহার পানে চাহিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আমাদের জন্যও অন্ততঃ এটুকু কর,—তুমিও আর সাজা দিও না।"

নিঃশব্দে আর বাক্যব্যয় মাত্র না করিয়া রমেন উঠিয়া গেল। চোখের জল মুছিয়া অমলা ডাক্তারের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দিয়া বলিল "এইবার আপনিও যান।"

"যাই, আপনি রমেনকে একটু সাহস দেন, নৈলে ওকে নিয়ে ভারি মুস্কিল হবে দেখছি। কি যে করবে ও, আমি তো ভেবে পাই না।"

অমলা সক্ষোভে বলিল "আমাকে সাহস দিতে বল্‌ছেন? কাদের জন্য ওঁর এরকম বিপদ ঘটল? আমাদের এ বাড়ী না আন্‌লে জ্যাঠাইমার এ ব্যারাম কখনই হত না।"

ডাক্তার শান্ত গম্ভীর মুখে বলিল "এরকম অন্ধ-বিশ্বাসে নিজের অন্তরকে অনর্থক বিষাদগ্রস্ত করবেন না। আপনার খুড়িমার সম্বন্ধেও আপনার এই রকম ক্ষোভ আছে জানি, কিন্তু জান্‌বেন তাঁর রোগের এ রকম আশঙ্কা বরাবরই ছিল, ও অত্যাচারটুকুর

উপলক্ষ্য না পেলেও আবার তা ঘুরত বলেই আমার বিশ্বাস। আর এক্ষেত্রেও নিজেদের দায়ী মনে করে কষ্ট পাবেন না। এ রোগের বীজ এ গ্রামের জলে স্থলে সর্ব্ব বস্তুতে সর্ব্ব ঘরেই প্রায় ছড়িয়ে আছে। সময় মত সর্ব্বত্রেই প্রকাশ পাচ্ছে।"

আর একবার রোগীকে পরীক্ষা করিয়া চিন্তিতভাবেই ডাক্তার চলিয়া গেল! বলিয়া গেল "নিজেদের স্নানাহারের প্রতিও উপেক্ষা কর্‌বেন না, মনে রাখ্‌বেন নিজে ঠিক থেকে রোগের সঙ্গে এখন আপনাকে যুদ্ধ কর্‌তে হবে। রমেন ফিরে এলে তাকে বসিয়ে রেখে আপনিও উঠ্‌বেন।"

সাশ্রুনেত্রে মাথা হেঁট করিয়া অমলা মৃদুস্বরে বলিল "আচ্ছা।"

ডাক্তারের কথাগুলির মূল্য যে কতখানি তাহা সে নিজের অন্তরেই যেন অনুভব করিতেছিল। শোকের মত শান্ত বিমল বস্তুকেও যাহাতে গ্লানিতে ডুবাইয়া ধরে সেই তাহার আত্ম-অনুতাপও ডাক্তারের এই কথাগুলায় যেন ক্রমশঃ মিলাইয়া গিয়া তাহার অন্তরকে শান্তশীতল করিয়া তুলিতে লাগিল।

ডাক্তারকে শীঘ্রই আবার রোগিণীর অবস্থা বুঝিতে আসিতে হইল। আসিয়া দেখিল রমেন যেন অনেকটা আশান্বিত ভাবে মাতার নিকটে গিয়া বসিয়াছে, নিঃশব্দে অমলার সাহায্য করিতেছে। ডাক্তার একটু আনন্দের সহিতই বলিয়া উঠিল "এই যে—যাক্।" তার পরে অমলার পানে চাহিয়া বলিল, "আমি তো আপনাকে বলেই ছিলাম—আপনি একটু জোর দিলেই রমেন বল পাবে।"

ডাক্তারের এই কথায় অমলা একটু কুণ্ঠা বোধ করিলেও

বিরক্ত হইতে পারিল না, কেননা ডাক্তার যে রমেনের বড় ভাইয়েরও বেশী হইয়াছে তাহা সেও জানিত। তাহাদের পক্ষেও তিনি আত্মীয়ের অধিক উপকারী, কাজেই তাঁহার এরকম ঘনিষ্ঠ ভাবের কথা কহিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে বলিয়া তাহার মনে হইল।

রুগ্না রাজেন্দ্রের পানে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল "আবার এখনি ছুটে এসেছিস্ বাছা? আমাদের মত জীবনের জন্য কি অত করতে আছে! আমি এখন ভালই তো আছি, খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমোও গে।"

রাজেন্দ্র তাঁহার শয্যার পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল "আপনাকে দেখ্‌তেই তো কেবল বেরুইনি মা, এখনি আর দু'-চার জায়গায় যেতে হবে, আপনাকে একটু দেখে নিয়ে তবে বেরুব।" তার পরে অমলার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল "কেমন বুঝ্‌ছেন?"

ম্লান মুখে অমলা উত্তর করিল "এক ভাবই তো চল্‌ছে, নয় কি রমেন দাদা?"

রমেন এতক্ষণ মাথা নীচু করিয়া নিঃশব্দে বসিয়াছিল। এইবার মৃদুস্বরে বলিল "আমার চেয়ে তুমিই সেটা ভাল বল্‌তে পার্‌বে।"

ডাক্তার তখন রুগ্নাকে দুই চারিটা প্রশ্ন করিতে করিতে তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল দেখিয়া রমেন মৃদুস্বরে অমলাকে বলিল "এই সময়টা তুমি একটু উঠ্‌বে কি?"

অমলা নিঃশব্দে তাহাকে বুঝাইয়া দিল "একটু পরে।"

ডাক্তার ক্ষণপরে ভাল করিয়া যেন খানিকটা স্থায়ীভাবে বসার মত করিয়া বসিয়া রমেনকে বলিল "বড় রৌদ্র, ঘণ্টাখানেক

পরেই বেরুব, এইখানেই একটু জিরিয়ে যাই মাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে—কেমন ?”

রমেন তাহার পানে চাহিয়া এতক্ষণে কথা কহিল “কিন্তু এবাড়ীর বিছানায় তোমার শোওয়া তো উচিত হবে না, নৈলে—”

রাজেন্দ্র বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল “কি আশ্চর্য্য ! ঘোড়ারা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও ঘুমোয় না ?” তাহার পরে অমলার দিকে ফিরিয়া বলিল “টুনি মণি, দিদিমা এঁদের খাওয়া হয়েছে ?”

অমলা ঘাড় নাড়িল।

“কিন্তু আপনি তো স্নানও করেন নি দেখ্‌ছি।”

অমলা উত্তর দিল না। রুগ্না এইবার সচকিতে অমলার পানে চাহিয়া বলিলেন “তাই কি ? আঃ আমার কপাল! তা যে বুঝ্‌তেও পারিনি। রমেন তুই কেন ওঠাস্‌নি জোর করে ?” রমেন নিঃশব্দে রহিল। রুগ্না নিজেই আবার বলিলেন “তার কি উপায়ই ছিল, কেবলই যে দরকার হচ্চে, বেলা—”

ডাক্তার তাঁহার বক্তব্যকে অগ্রসর করিয়া দিল “তিনটা বাজে।”

অমলা আর একথাকে বাড়িতে না দিয়া নীরবে উঠিয়া গেল। তাহার আধ ঘণ্টা আন্দাজ অনুপস্থিতির মধ্যেই রমেনের মাতা অস্থির হইয়া উঠিলেন, পুত্রের শুশ্রূষা এবং রাজেন্দ্রের যত্নে কিছুতেই তাঁহার সে চাঞ্চল্য নিবারণ হইতেছে না দেখিয়া অগত্যা রাজেন্দ্র অমলাকে ডাকিল “আপনি আসুন। আমাদেরই ভুল, আপনাকে স্নানাহারগুলো বাদই দিতে হবে দেখ্‌ছি। মা বড় ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছেন, আমরা আছি বলে একটুও দেরী করবেন না, শীঘ্র আসুন।”

অমলা শীঘ্রই আসিল। তাহাকে নিকটে পাইয়াই উচ্ছ্বসিত আবেগে রোগিণী তাহার হাত ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে প্রায় কাঁদিয়া উঠিলেন "মা গো, তোর হাতেই ভগবান আমার শেষ সময়ের সব পাওনা যখন গচ্ছিত রেখেছেন তখন কেন সে সব সু-ব্যবস্থায় পেতে দিলেন না আমায়? কেন তোকে আমি পেলাম না মা? তাহলে যে আজ আমার কোন ভাবনা থাক্‌ত না। আজ যে আমি বড় নিশ্চিন্তিতে—বড় সুখে চোখ্ বুজ্‌তাম।"

রুগ্নার এই আর্ত্তনাদে পরিচর্য্যাকারীরা ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। রাজেন্দ্র—"স্থির হোন, স্থির হোন, অত জোরে না" বলিয়া তাঁহাকে বাধা দিতে গিয়া তাঁহার উত্তেজনা দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিল—"তোরাই স্থির হ' বাছা, আমায় দুটো কথা কইতে দে। এর পর যদি আর কথা না-ই কইতে পারি, তখন কি গোঁ গোঁ কর্‌তে কর্‌তে মরব? যা আমার মনে আস্‌ছে এখন বল্‌তে দে।"

"না জ্যাঠাইমা, তোমার অসুখ বেড়ে যাবে, চুপ কর তুমি, তোমার—"

অমলার এই কাতরোক্তিতেও বাধা দিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "অসুখে আমার ভয় কি বল দেখি? আজ যে আমার কত সুখের মৃত্যু হত যদি রমেনকে ঘরবাসী করে রেখে যেতে পার্‌তাম; তোমার হাতে তাকে দিয়ে যেতে পার্‌তাম! এখন তার কি হবে, কে তাকে দেখবে—"

ডাক্তার এইবার ডাক্তারোচিত পদ লইয়া গম্ভীর স্বরে বলিল "আপনি যদি সুস্থির না হন, না চুপ করেন, তাহা হইলে এখনি ওঁকে এ ঘর থেকে উঠে যেতে হবে। আর একটি কথাও যদি ক'ন, এখনি ওঁকে উঠতে হবে—জেনে রাখুন।"

রোগিণী অগত্যা চুপ্ করিলেন কিন্তু তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া উচ্ছ্বাসিত অশ্রুস্রোত বহিয়া বহিয়া পড়িতে লাগিল। রমেন ও অমলা নিঃশব্দে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল এবং ডাক্তারও নীরবে তাঁহার এই উচ্ছ্বাস নিবৃত্তির অপেক্ষা করিতে লাগিল, একবার নাড়িটা পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন হইতেছে।

কিছুক্ষণ পরে দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের পরিবর্ত্তন করিয়া যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্য শুশ্রূষারও যাহা প্রয়োজন তাহার ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আমি তা'হলে এখন ঘুরে আসি খানিক। আপনি ওসব এখন আর বেশী ভাববেন না, আপনার এমন কিছু হয়নি যে ওসব ভাবতে হবে। সেরে উঠে—"

রুগ্না মৃদুস্বরে বলিলেন "ওসব ভাবনা যে আমার জপমালা, তুমি তো সব জান না বাবা! আজ আমার রমেন কি এমনি সন্নিসি হয়ে থাকৃত? সে যে কি দুঃখে—"

রমেন এইবার অস্থির হইয়া উঠিয়া মাতার মুখে নিজের হাত-খানা প্রায় চাপা দিয়াই ফেলিল, "মা চুপ কর—চুপ কর, অমন যদি কর্‌বে—তুমি ভাল হয়ে উঠ্‌বে মা—কেন অমন বক্‌ছ"—বলিতে বলিতে রমেন প্রায় কাঁদিয়াই ফেলিল। মাতা তখন গলদশ্রু রুদ্ধকণ্ঠ পুত্রকে প্রায় বুকের কাছে টানিয়া লইয়াই বলিলেন "না বাবা না, আর বক্‌ব না—এই চুপ কর্‌ছি।"

ডাক্তার বাহিরে আসিয়া টুনি মণি ও দিদিমার সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়া চলিয়া যাইতেছিল এমন সময়ে অমলাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইল। অমলা ম্লান মুখে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ডাক্তারের পানে চাহিয়া বলিল "জ্যাঠাইমাকে এবেলা কি ভাল বোধ হচ্ছে আপনার?"

"ভাল? না, ভাল এমন কিছু তো বুঝছি না।"

"মন্দ?"

ডাক্তার প্রথমটা উত্তর দিল না, তাহার পরে মৃদু স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল "দেখুন যারা রোগীর সেবার ভার নেন তাঁদের এসব এত খুঁটিয়ে জান্‌বার দরকার করে না। কর্‌লে হয়ত রোগীর সেবার পক্ষে কিছু ক্রটীই হয়ে যায়। একটা উৎসাহ না থাক্‌লে কোন কাজই সুচারু রকমে ঘটে ওঠে না। সে উৎসাহ সর্ব্বদা ধরে রাখার চেষ্টা করাই উচিৎ। ভাল মন্দর চিন্তাটা ডাক্তারের ওপর দিয়ে—"

অমলা প্রায় কান্নার সঙ্গেই বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল "আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি জ্যাঠাইমার বিকার হয়েছে, আর উনি বাঁচ্‌বেন না।"

ডাক্তার একটুখানি অনিমেষ চোখে অমলার পানে চাহিয়া লইয়া একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল "বেশী কথা কইছেন বটে কিন্তু এখনো সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়নি, জ্ঞানেরও কোন বৈলক্ষণ হয়নি।"

"হয়েছে বৈকি, ওঁর স্বভাব তো আপনি বেশী জানেন না, আমরা বেশ বুঝ্‌ছি, ওঁর মাথার ঠিক্ নেই।"

"তাই যদি হয়, বিকারও তো কেটে থাকে, এতে এখনি অত নিরাশ্বাস হবেন না। রোগীর কাছে যান্, এখনি উনি আপনাকে না দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌বেন।"

অমলা চোখ্ মুছিতে মুছিতে সেইদিকে গেল, ডাক্তারও বিমনাভাবে নিজ কর্ত্তব্যে চলিল।

দিন দুই মাত্র ডাক্তার প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ও

অন্য কর্তব্য "নামে মাত্র" রক্ষা করিয়া রমেনের মাতাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ব্যারাম হওয়ার পরে চারিদিনের দিন প্রভাতে রমেনের মাতা প্রাণত্যাগ করিলেন।

শোকে জড়প্রায় রমেনের দ্বারা পুত্রকৃত্য সমস্ত সম্পাদন করাইয়া লইয়া ডাক্তার তাহাকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিল "আজ থেকে আমিও ডাক্তারী ছেড়ে দিলাম রমেন, এ নিষ্ফল চেষ্টা আর কর্‌ব না। তোমার কাছেই আমায় দিন কয়েক জায়গা দাও ভাই, ডাক্তারি ভড়ংয়ের মধ্যে আর না; তারপরে নিজের বুজরুকির পাট্‌ তুলে নিয়ে—"

রমেন ধীরে ধীরে তাহার পানে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল "এ গ্রাম থেকে চলে যাবে? আমার জন্য গ্রামের এত বড় ক্ষতি এ কি কেউ কর্‌তে দিতে পারে? চল তোমার কাছেই আমি থাকি কিছুদিন। মা-হারা এ বাড়ী আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না। ওঁরাও আমার জন্য বিব্রত হয়ে নিজেদের বাড়ী যেতে পাচ্চেন না— আমায় তুমিই নিয়ে চল তোমার কাছে।"

"তাই চল—কিন্তু ডাক্তারি কর্‌তে আর অনুরোধ কর না— আমার শপথ।"

সমবেদনার স্নিগ্ধ প্রলেপে জগতের তীব্রতম ব্যথারও বোধ হয় কিছু শমতা হয়, রমেনও ক্ষণেকের জন্য তাহা যেন অনুভব করিল।

৭

মাতার মৃত্যুর পরে কয়েক দিন কাটিয়া গেল তথাপি রমেনের সেই শোকাচ্ছন্ন জড়তা তাহাকে এক ভাবেই অভিভূত করিয়া রাখিল। কোন কথাতেই সে সায় দেয় না, উৎসাহ

প্রকাশ করে না, নিজের গৃহেও যাইতে চাহে না। রাজেন্দ্রের গৃহের এক কোণে এক ভাবেই প্রায় পড়িয়া থাকে, কখনও বা একলা জানালার সম্মুখে বসিয়া বাহিরের পানে অন্যমনস্ক-ভাবে চাহিয়া চাহিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। কি করিয়া তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিবে ডাক্তার তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

রাজেন্দ্র নিজের প্রতিজ্ঞা রাখিতে পারে নাই, আবার তাহাকে তাহার নিজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইয়াছে। নিজের স্বভাব কিম্বা লোকের কাতরতা কিসে যে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। রমেনের মাতা ও অমলার খুড়িমাকে বাঁচাইতে না পারিলেও গ্রামে তাহার সুযশের অভাব ছিল না, হৃদয় তাহার কোমল ও পরোপকারী, শপথ করিলেও সে ব্যক্তি কখনো এক্ষেত্রে চুপ করিয়া থাকিতে পারে না।

সেদিন 'কল্' হইতে ফিরিয়া আসিয়া ডাক্তার বলিল "ওহে তোমাদের চাটুয্যেদের ছেলেটিও দেখ্‌ছি বাঁচে না।"

রমেন উদাসীনভাবেই গবাক্ষ-পথে বাহিরের পানে চাহিয়া বলিল "যতীশ?"

—"হ্যাঁ! এ হতভাগা ব্যারাম কি এ গ্রাম থেকে যাবে না? মা যাওয়ার পর থেকে কিছু দিন যেন থেমে গিয়েছিল, ভাবলাম তিনিই বুঝি শেষ আহুতি। ছেলেটি বাপ মায়ের একটি ছেলে, পূর্ণ যুবা—জানত?"

রমেন একভাবেই থাকিয়া উত্তর দিল "আমার ছোট বেলার বন্ধু সে, একসঙ্গে কত খেলা করেছি, মাছ ধরেছি।"

"তবে? এখনো একেবারে চুপ্ করে আছ যে? দেখ্‌তে যাবে না তাকে?"

"গিয়ে কি হবে?"

"কি হবে? যে রমেন গ্রামের চাঁড়াল মুচির ঘরেও রোগীর সেবার জন্য গিয়েছে, তুমি কি সে রমেন নও? আজ বন্ধুর জীবন-সংশয়-অবস্থার খবরেও তোমার মুখে এই কথা?"

রমেনের কোন চাঞ্চল্যের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। মৃদু স্বরে কেবল বলিল "হ্যাঁ।" রাজেন্দ্র ক্ষণেক তাহার পানে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "এ তোমায় আমি হ'তে দেব না, ওঠো তুমি।" রমেন তথাপি নড়ে না দেখিয়া রাজেন্দ্র তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। এইবার রাজেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে রমেনের হাত ছাড়িয়া দিয়া আবার নিজস্থানে বসিয়া পড়িল। রমেনের মুখ ও দৃষ্টি দেখিয়া সে বুঝিল, এখনো এ চেষ্টা নিরর্থক।

একটু পরে রাজেন্দ্র বলিল "একবার মণি টুনিদেরও আর খবর নিলে না, কেমন আছে তারা!" রমেন ধীরে ধীরে উত্তর দিল "ভালই আছে নিশ্চয়, নৈলে তোমার ডাক্ পড়ত।"

"কে বল্‌তে পারে? আমার ক্ষমতাটা তারা ভাল করেই দেখেছে তো।"

রমেন আর কোন প্রতিবাদ করিল না। উভয়েই নিঃশব্দে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সহসা ডাক্তারের সানন্দ সম্ভাষণ রমেনের কাণে গেল। "এই যে, তোমরা ভাল আছ তো? কি খবর?" রমেন ফিরিয়া দেখিল বালিকা টুনি ভাইটির হাত ধরিয়া উপস্থিত হইয়াছে। রমেনের পানে চাহিয়া তাহারা এ প্রশ্নের উত্তর দিল "দিদি রমেন দাদাকে ডেকেছে।" কিছুক্ষণ

নিঃশব্দে থাকিয়া রমেন বলিল "কেন?" রাজেন্দ্রও এতক্ষণ নীরবেই ছিল, এইবার একটু যেন বেগের সহিত বলিয়া উঠিল "কি আশ্চর্য্য! ওদের সে প্রশ্ন করার চেয়ে জেনেই এস না কেন! ওরা ছেলে-মানুষ কি জানে।" টুনি ডাক্তারের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে বলিল "দিদি আপনাকেও বলতে বলে দিয়েছেন। জ্যাঠাইমার—রমেন দাদার মার শ্রাদ্ধের আর বেশী দিন দেরী নেই।"

ডাক্তার লাফাইয়া উঠিল "ওঃ তাইতো, রমেন আর একদণ্ডও দেরী নয়, এখনি যাও। আঃ—সঙ্গের গুণ দেখ! তুমি শুদ্ধ সাহেব ব'নে যাবার জোগাড় কর্‌ছ যে। বাড়ী যাও।"

"তুমিও চল, নৈলে আমি বাড়ী ঢুকতেই পারব না।"

"চল" বলিয়া রাজেন্দ্র উঠিল। চারিজনে রমেনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে রাজেন্দ্র দেখিল রমেনের অনুপস্থিতিতে এই পনেরো কুড়ি দিনে বাড়ীর যে অবস্থা হইবার কথা সেরূপ কিছুই হয় নাই। অঙ্গনখানি তেমনি পরিষ্কার নিকানো পোঁছানো। রমেনের মাতা থাকিতে এই গ্রাম্য গৃহস্থের অঙ্গনের যে দিব্য শ্রী ছিল এখনো তাহা সেই ভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজেন্দ্র তীক্ষ্ণ চক্ষে চাহিয়া দেখিল মার তুলসী মঞ্চের কোটরে ঘৃতের প্রদীপটিও যেন গত রাত্রের সাক্ষ্য দান করিতেছে। ধান্যের শস্যের গোলাগুলির দ্বারও সদ্য মার্জ্জন পূতঃ।

টুনি মণির দিদিমাতা ধীরে ধীরে আসিয়া বলিলেন "আরতো এমন করে তোমার থাকা চল্‌বে না দাদা, মার কাজের যে দশ বারো দিন মাত্র বাকি। পাড়া গাঁয়ের কাজ, এখন থেকে জোগাড় না কর্‌লে"—রমেন উত্তর দিল না।

রাজেন্দ্র অগ্রসর হইয়া বলিল "ওর অবস্থা দেখতেই ত পাচ্চেন। আপনারাই তো সব দেখ্‌ছেন শুন্‌ছেন, এ ভারও আপনাদের। বলুন কি কি ব্যবস্থা হবে, কি কর্‌বো এখন আমরা ?"

"তোমরা যোগ্য ছেলে, তোমরা কি জান না, আমার কি বুদ্ধি আছে ? অমাকে বরং জিজ্ঞাসা করো, সেই—"

"কৈ তিনি তো আসেন নি ? আপনাদের বাড়ীই যাব কি আমরা ?"

"তার কি মরবার অবসর আছে, এ বাড়ীতে সকালে বিকালে এসে একবার একবার পরিষ্কার করে রেখে যায় মাত্র। আমারও যে মহা শুভদিন এল বলে দাদা।" বৃদ্ধা চোখ মুছিতে লাগিল।

রাজেন্দ্র অপ্রস্তুতভাবে বলিল "তাইতো, তবে এখন আপনারা কি করে রমেনের সাহায্য কর্‌বেন ?"

"আমাদের আবার কাজ ? ভট্‌চাযিকে ডাকিয়ে এনে তিল-কাঞ্চনে মণিকে শুদ্ধ করিয়ে নেওয়া মাত্র। তবে অমা একা তাই তার বেশী অবসর নেই। আমার তো কোন ক্ষমতাই নেই। এই কাজের জন্য সে যে আমায় রেখে যাবে এ কে জান্‌তো ! কোথায় আজ আমার একটি মেয়ে সে, আমারই শ্রাদ্ধের জোগাড় কর্‌বে, না আজ আমি—" বৃদ্ধা অতি কষ্টে তাহার শোকোচ্ছ্বাস সম্বরণ করিতে লাগিল।

রাজেন্দ্র মৃদু স্বরে বলিল "চলুন—তাঁর সঙ্গে একবার পরামর্শ করে আসি। রমেন এসো।" বাহিরের দাওয়ার এক পাশে বসিয়া পড়িয়া রমেন বলিল "তুমিই জেনে এসো।"

*    *    *    *

অমলার সম্মুখে কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়াইয়া রাজেন্দ্র যখন বলিল "আপনার অবসর নেই—" তখন বাধা দিয়া অমলা উত্তর দিল "যথেষ্ট অবসর আছে, সেজন্য আপনারা একটুও ব্যস্ত হবেন না। তবে আর দিন নেই, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডেকে ফর্দ্দ করে নেন্, শ্রাদ্ধের কি কত লাগ্‌বে। আর যতগুলি ব্রাহ্মণ ভোজন হবে ও অন্যান্য লোক খাবে তার ফর্দ্দ করে জিনিষ পত্রের আন্দাজ করে আনান্। এ আন্দাজ, পাড়ার মুরুব্বিদের ডাকান্, তাঁরাই সব ঠিক্ করে দেবেন।"

দিদিমা বলিলেন "রমেন কি মায়ের বৃষোৎসর্গ করতে পার্‌বে? পারলে ভাল হ'ত—তার যে মা ছিল—"

"রমেনের কাছে আপনারা চলুন একবার, আপনি পার্‌বেন কি যেতে? আপনাদের—" কুণ্ঠিত মুখে রাজেন্দ্র অমলার পানে চাহিতেই, অমলা বলিল "আমাদের সে সামান্য কাজের জন্য ভাবনার বা ব্যস্ত হবার কিছুই নেই। দিদিমা তুমি ওঁর সঙ্গে যাও, আমিও এখনি যাচ্ছি।"

বাহির হইতে ডাক্ আসিল "ডাক্তার বাবু শীগ্‌গির আসুন। দু-বাড়ী খুঁজে তবে আপনাকে পেলাম, দেরী কর্‌বেন না।"

"যাই" বলিয়া ডাক্তার অমলার দিকে ফিরিয়া বলিল "আমি কখন্ ফির্‌ব তার ঠিক্ নেই। আপনাদের জন্য তার ব্যস্ত হবার দরকার না থাকলেও রমেনের জন্য আপনাকে হতে হবে। ও-বাড়ী যান্, সব ব্যবস্থা করুন গে, রমেনকে দিয়ে যথাকর্ত্তব্য করান্ গে। আপনাদেরই এ কাজের সম্পূর্ণ ভার নিতে হবে। আমার দ্বারা রমেনের কোন সাহায্যের আশা বোধ হয় নেই।"

রমেনের মাতার শ্রাদ্ধের দিন-ছয়-সাত পূর্ব্বেই অমলার খুড়িমার তিল-কাঞ্চনের শ্রাদ্ধটুকু চুকিয়া গেল। মাতার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের বিপুল সম্ভার ক্রয় করিয়া রমেন তখন সহর হইতে ফিরিতে পারে নাই। ডাক্তারও চাটুয্যেদের ছেলেটির জীবনের আশা পাইয়া সেখান হইতে বড় একটা নড়িতে পারে নাই। রমেনের সাহায্যে যখন সে আসিয়া লাগিল, তখন তাহার অন্তরটা অনেকদিন পরে একটু লঘু হইয়া উঠিয়াছে। রমেনের বাল্য সঙ্গীটিকে সে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিয়াছে।

শ্রাদ্ধ চুকিয়া গেল। গ্রামের লোক বলাবলি করিতে লাগিল "ছোক্‌রা কর্‌ল কিহে? সর্ব্বস্ব পণ ক'রে মায়ের বৃষোৎসর্গ কর্‌লে! নিজেও না হল সংসারী, ছন্নছাড়া হ'য়ে দিন কাটায়। এইবার মাটা ম'রে আরও লক্ষীছাড়া হয়ে পড়্‌ল। যে খরচটা কর্‌লে এতে জমীজমা সম্পত্তি যা আছে সবই যাবে বোধ হচ্চে। মিত্তির বংশটা এবার উচ্ছন্ন দিলে দেখ্‌ছি ছেলেটা।"

সকলের উপদেশ ও তিরস্কারের জ্বালায় রমেন নিজ গৃহ-কোটরেই আশ্রয় লইল। রাজেন্দ্রের বহু অনুরোধেও তাহাকে কোন কার্য্যে বাহির করিতে পারিল না। অমলার দিদিমা দুই চারি দিন তাহার খাওয়া দাওয়ার তত্ত্বাবধানে গিয়াছিল, তাঁহাকেও মিষ্টমুখে বিদায় করিয়া দিল। তাঁহাদের অত ছুটা-ছুটির প্রয়োজন নাই, সে নিজেই নিজের সব ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

দিদিমা বেচারী রমেনের একথায় মনে মনে খুসী ছাড়া অখুসী হইলেন না। তিনি একে বৃদ্ধ মানুষ, বাতব্যাধিতে

অশক্ত, তাহাতে শোকার্ত্তমনা, পরের জন্য এত হাঙ্গাম আর তিনি পছন্দ করিতেছিলেন না। দিনকতক কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিয়াই তিনি তাঁহাদের সাধ্যমত রমেনের উপকারের প্রত্যুপকার করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছিলেন। তিনি বুড়া মানুষ, কতদিন আর এসব পারেন? আর অমলা না সধবা না বিধবা—তাহার যে বয়স ও অবস্থা তাহাতে রমেনের সহিত বেশী ঘনিষ্ঠতা রাখিলে দুর্নামের ভয় আছে। রমেন যে নিজ হইতেই তাঁহাদের এই কঠিন কর্ত্তব্য হইতে মুক্তি দিল, ইহাতে বৃদ্ধা খুসীই হইয়া গেলেন এবং অমলাকেও সমস্ত বুঝাইয়া বলিয়া নীরব করিয়া দিলেন।

গ্রামে ক্রমে শান্তি আসিল, মহামারী ধীরে ধীরে নিজের মৃত্যু-পাণ্ডু অঞ্চল সম্বরণ করিয়া সে দিক্ হইতে প্রস্থান করিল। একদিন রাজেন্দ্র রমেনকে বলিল "এইবার তোমাদের গ্রাম হ'তে দোকান পাট্ তুলে ফেল্‌তে হবে। আমার বন্ধু তো দয়া করে এইবার গ্রাম ছাড়লেন, আমিও এখন পথ দেখি।"

রাজেন্দ্রের এ রহস্যে রমেন হাসিল না, গম্ভীর মুখে একটু যেন ভাবিয়া বলিল "হ্যাঁ, এরকম প্র্যাক্‌টীসের রুচি আর কতকাল টিক্‌তে পারে! যা টিক্‌ল' সেজন্য এ গ্রামের শত ধন্যবাদ নাও। কিন্তু শুধু ডাক্তার ব'লে নয় হে, তুমি এ গ্রামের সুখ দুঃখে এমনি জড়িয়ে উঠেছ যে একথা শোন্‌বা মাত্র সকলে কি যে কর্‌বে আমি তাই ভাব্‌ছি।"

ডাক্তারও গম্ভীর মুখে বলিল "হ্যাঁ অনেকের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িয়েছি বটে—ব্যতীত শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রকুমার মিত্র, যিনি এ গ্রামে আমার সব চেয়ে বন্ধু—সব চেয়ে আপনার।"

রমেন রাজেন্দ্রের পানে একটু অনিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখ দ্বিগুণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। শেষে দৃষ্টি মাটীর দিকে নামাইয়া মৃদু স্বরে বলিল "আমার আর সুখ দুঃখ বলে কি আছে যে এ গঞ্জনাটা দিচ্ছ ভাই?"

"যতদিন তুমি নিজে আছ ততদিন তোমার সুখ দুঃখ না থাকুক এদের অতীত কোন না কোন অবস্থা আছেই আছে। বিক্ষেপহীন সে অবস্থাটার কথাও তো কোন দিন তুমি আমায় বোঝাও নি ভাই। চিরদিনই নিজেকে আমার কাছেও ঢেকে বেড়াচ্ছ।"

রমেনের প্যাংশুবর্ণ মুখ একটু যেন রঞ্জিত হইয়া উঠিল "ঢাক্‌বার বা খুল্‌বার আমার যে আর কিছুই নেই তা যে তোমায় বলে বোঝাতে হবে এ আমি ভাব্‌তে পারিনি।"

ডাক্তার গম্ভীর মুখে বলিল "রমেন, মানুষের মন যা চায় তা ছাড়া তার মনুষ্যত্ব বলে কি কিছুই নেই? সুখের আশায় নিরাশ হয়েছ বলে মানুষ নাম কেন ছাড়্‌ছ? এত দিনও তো তুমি এই রমেনই ছিলে, কিন্তু মানুষ ছিলে! আবার তাই হতে চেষ্টা কর, ছাখ সুখ না পাও শান্তি দুর্লভ হবেনা। আত্মস্থ থাকাই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব।"

রমেন যে প্রতিবাদ করিল না নিঃশব্দে রহিল, ইহাতে রাজেন্দ্র সুখী হইল না। উত্তেজনা হীন এই ঔদাস্যই যে সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক অবস্থা তাহা সে বুঝিল। রাজেন্দ্র উঠিয়া পড়িয়া বলিল "চল টুনি মণিদের একটু খোঁজ নিয়ে আসি। দিদিমাকে আমার যাবার কথাটাও বলে আসি।"

"চল।"

উভয়ে অমলাদের জীর্ণতর গৃহপ্রাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইতেই বুঝিল এ গৃহে আবার একটা কি চলিতেছে। ভীত কণ্ঠে রাজেন্দ্র "টুনি" বলিয়া ডাকিতেই অমলা বাহির হইয়া আসিল। তাহার মলিন বেশে মলিন মুখে এমন একটা চিন্তার ছায়া ছিল যাহা দেখিয়া রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসু ভাবে শুধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল মাত্র। প্রশ্ন করিতে সাহসে কুলাইল না।

অমলা ক্লিষ্ট হাস্যের সহিত বলিল "এসেছেন! আপনাদের ডাক্‌তে পাঠাব ভাব্‌ছিলাম। আপনার সামান্য ঋণ শোধ করারও যে অহঙ্কার একদিন দেখিয়েছিলাম ভগবান তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার দিন আবার এনে দিয়েছেন। দিদিমাকে দেখ্‌বেন আসুন।"

"দিদিমা! তাঁর কি হয়েছে?"

"ক'দিন প্রবল জ্বর গেল, আজ দেখ্‌ছি তিনি তাঁর শরীরের বাঁদিকটা একেবারে নাড়্‌তে পাচ্ছেন না।"

বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া রাজেন্দ্র বুঝিল বৃদ্ধার অশক্ত দেহে পক্ষাঘাতের আক্রমণ পৌঁছিয়াছে। এখন হইতে বিশেষ ভাবে চিকিৎসার প্রয়োজন, তবে যদি এই অবশ দেহের শক্তি ফিরাইতে পারা যায়। বৃদ্ধার জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই, জ্বরও তখন আর নাই।

অমলা জিজ্ঞাসু ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে দেখিয়া রাজেন্দ্র বলিল "একেবারে নিরাশ হবেন্ না, সাধ্যমত যত্ন ও চিকিৎসা ক'রে তো দেখা যাক্—পরে"—এইবার ডাক্তার একটু সক্ষোভ হাস্যের সহিত বলিল "পরে না হয়

আপনাদের প্রত্যেক বিপদেই যেমন কিছুই করতে পারিনি তেমনি ভাবেই ফিরে যাব। তবুও কিছুনা কিছু করতে হবে তো ?"

বৃদ্ধা কাতরোক্তি করিয়া বলিল "দেখো দাদা যদি পঙ্গু হ'য়ে পড়ে না থাকি তবেই, ওষুধ দাও। নৈলে শুধু শুধু বেঁচে উঠে যেন মরার অধিক হ'য়ে না থাকি, এমন ওষুধ যেন আমায় দিওনা দাদা—দোহাই।"

ডাক্তার স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল "যদি না বাঁচ্‌বেন তো এঁদের দেখ্‌বে কে বলুন তো ? সে কথাটা ভাব্‌ছেন না ?"

"ভাব্‌ছি দাদা—ভেবে যে কুল পাচ্চিনা। তবু যেন এই জন্ম-হতভাগা মেয়েটার গলায় বোঝা হয়ে না থাকি। তিনটী অপোগণ্ড নিয়ে কি দশা হবে ওর! নিজের নাতি নাত্‌নির চেয়ে ওর ভাবনাই আমার যে এখন বেশী হয়েছে।"

বৃদ্ধা অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র বুঝিল তাঁহার যে পক্ষাঘাত হইয়াছে তাহা কেহ না বলিলেও বৃদ্ধার বুঝিতে বাকি নাই। রাজেন্দ্র তাঁহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়া রমেনকে বলিল "প্রথমে কিছুদিন ওষুধ দিয়ে দেখি, শেষে ব্যাটারীরও দরকার হবে বোধ হচ্চে। তোমার নিয়মিত ভাবে দেখা শোনা করতে হবে কিন্তু, নৈলে একা আমার সাধ্যে কুলুবেনা তা ব'লে রাখ্‌ছি।"

রমেন মাথা নীচু করিল। বৃদ্ধা বলিল "তা আর তোমার বল্‌তে হবেনা দাদা, চিরদিন ওর মা আমাদের সব আপদ্ বিপদে বুকদিয়ে করেছে ওর স্বভাব তো দেখছই। মা গিয়ে বড় শোকার্ত্ত হয়েছে তাই দুদিন আর খোঁজ খবর নিতে

পারেনা। নৈলে সব বিপদে ওইতো আমাদের ভরসা। আজ ওযে আমাদের”—বলিতে বলিতে বৃদ্ধা নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

“কি কুক্ষনেই কাশী গিয়েছিলাম। আমিই যে সকল অনিষ্টের মূল ওদের। শেষে সেই অমলা আর সেই রমেনই এ সংসারের অন্ধের নড়ী হল, কেবল তাদের যা সর্ব্বনাশ কর্‌বার তা আমরা করে দিলাম। না বুঝে এক কাজ করে ফেলে আর তা ফেরাবার পথ রইল না।”

নত মস্তক রমেন ও অমলার পানে একবার চাহিয়া দেখিয়া রাজেন্দ্র একটু সুদৃঢ় স্বরে বলিল, “আচ্ছা আপনি একটু সুস্থ হোন্ আগে, তারপরে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার ও কিছু কথা আছে। যাক্ এখন আমরা উঠি, চল রমেন্ ওষুধ আন্‌বে।” তারপরে সহসা অমলার পানে চাহিয়া ডাক্তার বলিয়া উঠিল “কিন্তু দিদিমার চিকিৎসা কর্‌তে প্রত্যহই আমায় আস্‌তে হবে, হয়ত দু তিন বারও আনা গোনা হ’য়ে যেতে পারে। সেটুকু আপনাকে কিন্তু সহ্য কর্‌তে হবে। রমেনের হাতে কিছু একটা পাঠিয়ে দিয়ে হঠাৎ একদিন আমায় আস্‌তে বারণ করে পাঠাতে পাবেন না। আমার কাজ হয়ে গেলে আমি আপনিই চলে যাব, সেজন্য আপনাকে একটুও ব্যস্ত হতে হবে না।” সহসা ডাক্তারের এইরূপ তীক্ষ্ণ বাক্যে সকলেই একটু বিস্মিত ও লজ্জিত ভাবে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। অমলার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। বৃদ্ধা কেবল ক্ষুব্ধ রুদ্ধ কণ্ঠে “এও কি একটা কথা দাদা, তুমি—তোমায় আস্‌তে বারণ?—অমলা

ছেলে মানুষ নানান বিপদে যদি কোনদিন কিছু করে থাকে—তা কি—ওর ও মাথার ঠিক্ নেই দাদা”—ইত্যাদি বলিতে ছিলেন, ডাক্তার বাধা দিল “দিদিমা আপনি ঠাণ্ডা হয়ে শুয়ে থাকুন। মণি টুণিকে কাছে নিয়ে গল্প সল্প করুন। ওষুধ খেতে দুষ্টুমি করবেন না—বুঝেছেন? আপনাকে বাঁচাতেই হবে তা, যে অবস্থায়ই হোক্। জ্বরের সময় আমায় যদি একবার ডাক্‌তেন, তাহলে—যাক্ এখন আমি আসি।”

ডাক্তার ও রমেন চলিয়া গেলে লজ্জাস্তব্ধ কুন্ঠিতা অমলা ডাক্তারের এই তীক্ষ্ণ স্বর ও ততোধিক তীক্ষ্ণ কথা গুলার সঙ্গে ডাক্তারের কার্য্যের কোন মিল না পাইয়া যেন হতবুদ্ধির মত বসিয়া রহিল। সত্যই সে একদিন এ মহাত্মাকে অপমান করিয়াছিল বটে কিন্তু সেটুকু যে তাহাদের আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য। ডাক্তারের মত বিবেচক লোকের কাছে কি সেটুকু ক্ষমার্হ নয়? ক্ষমাও তো তিনি তখন করিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার নিজ কর্ত্তব্যের তো একদিনও ত্রুটী করেন নাই। তবে আজ এই পুনঃ পুনঃ বিপদগ্রস্থা অমলাকে সেকথা আবার তাঁহার মনে করাইয়া দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিল? তিনিও কি প্রতিশোধ লইলেন? মানুষে এটুকুর লোভ ছাড়িতে পারে না। অপমানটা তিনি মনে রাখিয়াছিলেন নিশ্চয়। সেদিনের ত্রুটী স্বীকার টুকু সে যে করিবে মনে করিয়া লজ্জার কুণ্ঠায় এ পর্য্যন্ত পারিয়া উঠে নাই। ডাক্তার যখন তাহা ভোলেন নাই তখন অমলার তাহা না পারাটা অন্যায় হইয়া গিয়াছে। ডাক্তারের সে দিনের কথায় তাহাকে অমলার ব্যবহারে একটু দুঃখিত বলিয়াই যেন ভ্রম হইয়াছিল। আর আজ এ যেন অন্য একটা কি! পূর্ব্ব অপমান

স্মরণ করিয়া এটুকু যেন বিরক্তিরই নামান্তর এবং সে অপমান কারিণী যে অমলাই মাত্র একা, তাহাও ডাক্তার বুঝিয়া রাখিয়াছেন। তাহাই অমলার উদ্দেশে তাঁহার এ তীক্ষ্ণ ভাব টুকু তিনি আজ জানাইয়া গেলেন। ভাবিতে ভাবিতে অমলা দ্বিগুণ বিবর্ণা হইয়া উঠিল।

৮

কয়েকদিন ঔষধের দ্বারাই দিদিমার চিকিৎসা চলিল কিন্তু তাহাতে তেমন ফল পাওয়া গেল না। তখন রাজেন্দ্র ব্যাটারীর সাহায্যে তাঁহার অবশ অঙ্গকে সচল করিবার শেষ চেষ্টায় লাগিয়া পড়িল।

সেদিন ডাক্তারের কাজ চলিতেছে, রমেন ও তাহার সাহায্যের জন্যে পার্শ্বে আছে। দিদিমার মূল ব্যাধি উপশম না হইলেও অন্যান্য বিষয়ে তিনি অনেকটা সুস্থতা লাভ করিয়াছিলেন। তিন-জনেই মাঝে মাঝে একটু একটু গল্প চালাইতে ছিলেন। রমেন বলিল "জানেন দিদিমা, সেদিন তো ডাক্তার এ গ্রাম থেকে চলে যাব বলে তল্পী তল্পা বাঁধার উদ্যোগ কর্‌ছিল। আপনাদের সঙ্গে দেখা করে যাবার জন্যে এসেই তো আপনার কাছে এখন কিছু দিনের জন্যে আট্‌কা পড়ে গেল। নৈলে এতদিন উনি এ অকৃতজ্ঞ গ্রামকে কদলী প্রদর্শন কর্‌তেন।" ডাক্তার রমেনের কথায় উচ্চহাস্য করিয়া দিদিমাকেই যেন সাক্ষ্য মানিয়া উত্তর দিল "বলুন তো দিদিমা একে অকৃতজ্ঞতা বলে না? এই যে আপনাকে কিছুতেই বিছানা থেকে তুল্‌তে পার্‌ছি না এ আপনার স্রেফ দুষ্টুমি নয় কি? নিজের অক্ষমতা বলে একে আমি কিছুতেই মান্‌ব না

বুঝ্লেন? আমাকে গ্রাম ছাড়াবারই এসব ফন্দি নয় কি আপনাদের? কদলী প্রদর্শন না ক'রে উপায় কি বলুন দেখি?"

দুই বন্ধুর এই হাস্য পরিহাসে দিদিমা একটু হাসিলেন বটে কিন্তু সেটুকু যেন অনিচ্ছার ভদ্রতা রক্ষা। কেননা তখনি তিনি উদ্বিগ্ন মুখে বলিলেন, "হ্যাঁ দাদা একি সত্যি? তুমি এ গাঁ ছেড়ে যেতে চাচ্ছ?" ডাক্তার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রমেন বলিল "শুন্‌লেনই তো, আপনারা রোগ সরাবার নামটি করেন না—সেই রাগে উনি চলে যেতে চান্।"

"কিন্তু দাদা সে কি তোমার ত্রুটী? এ গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই যে তোমার চিকিৎসায় বেঁচেছে। নিতান্ত যার আয়ু নেই তুমি তার কি করবে ভাই? অন্য যদি কোন কারণ থাকে সে কথা আলাদা, তোমার মত বিদ্বান্ ছেলে এ রকম গাঁয়ে কত কাল কাটাতে পারে সেকথা আমরাও বুঝি। কিন্তু দাদা এ গাঁকে অকৃতজ্ঞ বলো না, তুমি চলে যাবে শুন্‌লে সবাই বোধ হয় মাটীতে বসে পড়্‌বে।"

ডাক্তার অপ্রস্তুত ভাবে বলিয়া উঠিল "আচ্ছা আপনি ভাল হ'য়ে উঠুন দেখি তবেই না একথা মান্‌তে পারি? নইলে শুধু শুধু—" রাজেন্দ্রের কুণ্ঠাকে বাধা দিয়া বৃদ্ধা বলিলেন "এটুকু যে ভগবানের হাত দাদা, তোমার মত বিজ্ঞ ছেলেকে তাও কি বোঝাতে হবে? তুমি চলে যাবে এ কথা মনে কর্‌তেও যে ভয় লাগ্‌ছে ভাই। মনে হচ্চে যেন বিপদের বন্ধু জগতে আর কেউ আমাদের থাক্‌বে না।"

রাজেন্দ্র এবার নত মস্তকে একটু যেন গাঢ় স্বরে বলিল "কিন্তু আমি আপনাদের কোনই উপকারে লাগিনি।" বলিতে বলিতে

মাথা তুলিয়া চেষ্টাকৃত হাসির সহিত সে ভাবটা তখনি বদ্‌লাইয়া ফেলিয়া ডাক্তার সহজ প্রফুল্ল মুখে বলিল "ভাবছেন কেন দিদিমা, তার এখনও দেরী আছে। আর আমি চ'লে গেলেও আপনাদের চির দিনের বন্ধু আপনার এই নাতিটি তো থাক্‌বে। জানেন আপনাদের রমেন ও এখন একটি ক্ষুদ্র ডাক্তার হয়ে উঠেছে ?

দিদিমা সনিশ্বাসে উত্তর দিলেন "রমেন—হ্যাঁ, কিন্তু চিরদিন এমন করে তার কাছে দাবী কর্‌বার আমাদের কি অধিকার আছে ? থাকৃত যদি আজ—"

ডাক্তার সকলের অলক্ষ্যে চাহিয়া দেখিল অমলার পাণ্ডুবর্ণ মুখ যেন কি একটা ভাবে আরক্ত হইয়া উঠিতেছে। সে নিঃশব্দে উঠিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেলে দিদিমাও এইটুকু বলিতে বলিতে সহসা যেন চমক্ খাইয়া থামিয়া গেলেন।

তিনজনের মধ্যেই সেদিন আর অন্তকথা কিছু আসিল না। আপন আপন চিন্তায় তিনজনেই বোধহয় অন্তমনা হইয়া পড়িয়াছিল। নিজকার্য্য সমাপনান্তে ডাক্তার ও রমেন যখন বিদায় লইল গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা অমলার সহিত তখন তাহাদের সাক্ষাৎ হইল না। টুনিকে দিদিমার কাছে বসাইয়া উভয়ে চলিয়া গেল।

রমেন নিজের গৃহের দ্বারে দাঁড়াইয়া রাজেন্দ্রকে বিদায় দিবার জন্য ফিরিয়া চাহিল কিন্তু দেখিল রাজেন্দ্র ও তাহার সহিত দ্বারে উঠিয়া বলিতেছে "দাঁড়ালে কেন ভিতরে চল।"

"চল" বলিয়া রমেন অগ্রসর হইল। অঙ্গনে ঢুকিয়া চারিদিক চাহিয়া রাজেন্দ্র বলিল "সত্যিই লক্ষ্মীছাড়া হ'য়ে পড়েছ এতদিনে ? এমন ক'রে কতদিন চল্‌বে !"

রমেন উত্তর না দিয়া দাওয়ায় উঠিয়া পড়িল। চিরদিন একভাবে স্থিত—সম্প্রতি ধূলাচ্ছন্ন খাটিয়া খানায় একেবারে দেহটা বিছাইয়া দিয়া বন্ধুর উদ্দেশে কেবল বলিল "বস"।

"কোথায় ? তোমার ঘাড়ে না মাথার উপরে ?"

"যেখানে খুসী, ইচ্ছা কর্‌লে ঐ জলচৌকীটার ওপরও বস্‌তে পার।"

জলচৌকীতে না বসিয়া রাজেন্দ্র রমেনের সেই খাটিয়ারই একপার্শ্বে রমেনের ঘাড়ের নিকটেই সত্য সত্য বসিয়া পড়িয়া নিজের স্বগত প্রশ্নকে এইবার রমেনের উপর নিক্ষেপ করিল—

"এমন ক'রে কতদিন চল্‌বে ?"

"যতদিন চলে।"

"এর নামই অচল। একটা কিছু করতেই হবে।"

"কি কর্‌তে চাও ?"

"গৃহলক্ষ্মীকে এই ঘরে প্রতিষ্ঠা করতে।"

"এ ঘরের গৃহলক্ষ্মী ? এ জগতে তিনি আছেন নাকি ? তাঁর যে বিসর্জ্জন হ'য়ে গেছে ভাই।"

রমেন দুইহাতে মুখ ঢাকিল। ডাক্তার গম্ভীর মুখে কপালে দুইহাত ঠেকাইয়া বলিল—"মা স্বর্গে গেছেন, পুরাতনের সেইই চিরন্তন বিশ্রাম স্থান। আমরা পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নবীনকে চিরদিনই বরণ ক'রে নিয়ে আস্‌ছি। এ ঘরেরও যিনি নবীনালক্ষ্মী হবেন তাঁকে—"

"তিনিও এজগতের কোথাও নেই।"

"আছেন, তাঁকে আমি দেখেছি। এই গৃহ তাঁর কর চরণস্পর্শে বহুবার অলঙ্কৃত হ'য়েছে।" রমেন চম্‌কাইয়া উঠিল।

তখনি আবার দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "আবার—সেই পরিহাস?—"

রাজেন্দ্র শান্ত কোমল হস্তে তাহার হস্তস্পর্শ করিয়া বলিল "চোখ খোল, আমার দিকে চাও। আর দেরী করা ঠিক্ হচ্চেনা—শোন, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

একটু পরে রমেন চোখ্ খুলিল। মুখের বিবর্ণতা যেন বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া বন্ধুর পানে ফিরিয়া বলিল "কি কথা?"

"স্থিরভাবে শোন। বুঝতে পার্‌ছ বোধহয়—কার কথা?"

"বল শুন্‌ছি, কিন্তু নিজের ধারণার মতেই সব কথা চালিও না এই মিনতি। জগতের সকলের অন্তরের ভাবই যে তুমি বুঝ্‌তে পার, সবই তোমার আন্দাজ মত ঠিক্‌ঠাক চল্‌ছে, এ অহঙ্কারটা একটু কমিয়ে তবে কোন মন্তব্য প্রকাশ ক'র, বুঝলে?"

"তাই কর্‌ছি না হয়, কিন্তু দিদিমার কথায় ওঁরও ভাবটা বিরক্তি ছাড়া অন্য কিছুও তো হতে পারে।"

"দোহাই ভাই, আবার বল্‌ছি নিজের আন্দাজ করা রোগ ছাড়। আর কেনই বা এসব আলোচনা আমাদের, কেন তুমি মনে রাখছনা যে সে বিবাহিতা?"

"না আমি তা মনে রাখ্‌তে চাইনা। অমলাকে কিছুতেই আমি বিবাহিতা বলে মান্‌ব না।"

"তুমি না মান তাতে তার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, সে নিজে জানে সে হয় সধবা নয় বিধবা।"

"বেশ, বিধবাই যদি হয়, এ রকম বিধবাকে বিবাহ করার সাহস কি তোমার নেই?"

রমেন ম্লান হাসিয়া বলিল "আমার কথা কেন এর মধ্যে টেনে আন্‌ছ ? সে রাজী হবে কি ?"

"যদি আমার আন্দাজ সত্য হয়, যদি সে তোমায়—আর যদি তার সে স্বামী বেঁচে নাই এটা ঠিক্ বুঝ্‌তে পারে—নিশ্চয়ই রাজী হবে।"

"তোমার পাশ্চাত্য জ্ঞান এইখানেই তলিয়ে যাচ্চে। সে যখন নিজেকে বিবাহিতা জেনেছে তখন সধবা বা বিধবা সে যাই হোক্ কথনই আর বিয়েয় রাজী হবে না।"

রাজেন্দ্র খাটিয়ার বাজুর উপরে প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিল "বোঝাও আমায়—কি দোষ ?"

রমেন হাসিয়া বলিল "হাতে লাগবে। আবার বল্‌ছি তোমার আমার কথা ছেড়ে দাও। তাকে কে বোঝাবে ?"

"আমি।"

"তুমি ?" তারপরে বিস্ময় দমন করিয়া সবিষাদে রমেন বলিল "একাজ কর্‌তে যেওনা ভাই, ভালমন্দর কথা তোমার আমার মধ্যেই থাকুক। দেশগত মজ্জাগত সংস্কারকে তোমার চেয়েও চতুর্গুণ বলশালী লোকে কোন দেশ থেকেই কখনো তোলাতে পারেনি। মাঝে হতে তুমি আমি দুজনেই তার কাছে নীচু হয়ে যাব। সে হয়ত ভাব্‌বে আমিই না জানি কি বলেছি তোমায়, আমারই এ চেষ্টা। না ভাই এ আমি সহ্য করতে পার্‌বনা।"

"সে যদি তোমায় ভালবাসে আর যাই হোক্ তোমার ওপর কথনই রাগ করবে না।" আবার রমেন উপুড় হইয়া দুহাতে কাণ ঢাকিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল "আমি তা জানিনা—একেবারে জানি না। ও কথা আমায় বলো না—সহ্য কর্‌তে পারি না যে।"

রাজেন্দ্র নিঃশব্দে রমেনের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল, তারপরে মৃদুস্বরে বলিল "সত্যই কি তুমি কিছু জাননা? তোমার কি আন্তরিকই বিশ্বাস সে তোমার—"

একটু পরে, কম্পিতকণ্ঠে রমেন উত্তর দিল "আমার তাই মনে হয়। নৈলে—"

"কখনো কোন প্রমাণ পাওনি এই বলছ? কি আশ্চর্য্য! এটুকুও যে এরকম সংযত পবিত্র চরিত্রের মেয়ের পক্ষে খুবই সম্ভব। নিজের অন্তরের কথা তুমিও যেমন নিজের অন্তরকে এতদিন জান্‌তে দিতে না বল, সে হয়ত ততোধিক ভাবে—"

"জানিনা, আমি কিছু জানিনা ভাই।"

"তার মন থেকে তার স্বামী-বর্ত্তমানের আশঙ্কাটা আগে সরিয়ে দিতে হবে। তবেই যদি—"

"কি প্রমাণে তা সরাবে? কি করে জান্‌লে তুমি যে সে বিধবা?"

"কি আশ্চর্য্য! এরও কি প্রমাণের দরকার আছে? এই দীর্ঘ বারো তেরো বৎসরে তাহলে সে স্ত্রীর খোঁজ কর্‌ত না?"

"এতেই মাত্র বিধবা প্রমাণ হয় না। শুনেছ তো তার বিয়ের জটিল ব্যাপারের কথা। অমলার মত সেও হয়ত জানেনা কে তার স্ত্রী, কোথায় আছে—মরেছে না বেঁচে আছে।"

"কি আশ্চর্য্য তবুও সে স্বামী, আর অমলা স্ত্রী?"

"তুমি না মান্‌লে সমাজ দেশ আর অমলাও হয়ত তাকে মান্‌বে।"

"মান্‌তে আমি দেবনা। আমি বুঝাব তাকে যে তার বিয়েই হয়নি—সে কুমারী।"

"তোমার মতে তো? সে কথা সে মান্‌বে কেন? আর ধর্ম্ম, সমাজ?"

"রমেন তুমি মুখে বল্‌ছ তার অমতই তোমার বাধা কিন্তু তোমার মনের বাধাও যে তার চেয়ে কিছু কম আছে তা বলে তো আমার মনে হচ্চে না।"

"স্বীকারই করছি। সত্যই যদি তার বিয়ে হয়ে থাকে—তার স্বামী বেঁচে নেই একথা কে বল্‌তে পারে? আমার পক্ষে এইই প্রচণ্ড বাধা। আর সে যদি বিধবাই হয়ে থাকে, তাও তার সংস্কারের বিরুদ্ধে, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাকে নিজের সুখের জন্য গ্লানির মধ্যে টেনে আন্‌তে আমার প্রবৃত্তি হয় না। এতে আমার নিজের জীবন যতই 'নয়ছয়' ও 'ছন্নছাড়া' হ'য়ে থাকনা কেন, তাকে আমি তার সম্মানের আসন থেকে নামাতে চাইনে।"

"আর সেও যদি তোমায় এই রকমই ভালবাসে? কিসের জন্য দুজনার জীবনই এমন ছন্নছাড়া করবে তোমরা? আমি এ জেনে শুনে হতে দিলে আমার পাপ হবে। ধর দিদিমা যদি মরে যায়—ঐ দুটি শিশু নিয়ে কি হবে তার? লোকনিন্দার ভয়ে তোমার আশ্রয় নিতে পারবে না। একে অসহায়া তায় অতুলনীয়া সুন্দরী, এ অবস্থায় তার ওপরে সব রকম দুর্গতিই ঘনিয়ে আস্‌তে পারে। তুমি আছ বটে, কিন্তু বল্‌ছি তো, তুমি ঘনিষ্ঠতা করলে জেনো দুর্নাম অনিবার্য্য। তার ফলে হয়ত বেচারা প্রাণও হারাতে পারে। সংসারে এ রকম অনেক ঘটে থাকে। এ সময়ে যদি তার স্বামী সেজে হঠাৎ অন্য কেউ এসে দাঁড়ায় তাকেই কি সমাজ পুরো বিশ্বাস করবে, না

অমলাই তাকে স্বামী বলে প্রাণ দিয়ে নিতে পারবে?” হয়ত তাতে তার যন্ত্রণা বেড়েই যাবে, তার চেয়ে তার নামে যে মিথ্যা বিয়ের ধোঁয়া সকলের মনে আছে, তাকে সরিয়ে দিয়ে যদি তোমরা ছুটিতে—”

রমেন উঠিয়া বসিয়া উন্মত্তের মত বলিয়া উঠিল “কি করে? এ মিথ্যে ধোঁয়া কে সরাতে পারে বল? আমার অন্তরের একটি কথা তবে শোন; আমার মন বলে অমলার বিয়েই হয়নি, কিন্তু তার কোন প্রমাণ আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। কাশীতে অমলার বাপের পিসির কাছে গিয়েছিলাম, সে এই দিদিমাকে যা বলেছে তার বেশী বলতে পারলে না। কেবল জোর দিয়ে বলে যে বিয়ে হয়েছিল, এইমাত্র! এলাহাবাদে যে জায়গায় অমলার বাপ আগে বাস করত সেখান পর্য্যন্ত খোঁজে খোঁজে গিয়েছিলাম। প্রতিবাসীরা কেবল বলে যে সে মেয়ে নিয়ে একবার কোন্ দেশে চলে যায়। তারপরে হঠাৎ এসে তল্পী তল্পা তুলে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়। মেয়ের বিয়ে হয় কি না হয় তা কেউ জানে না। এ বিয়ের প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছুই না পেয়ে আমার অন্তর একে' নিজের অজ্ঞাতে অপ্রমাণ্য বলেই যে ধরে রাখে, এ আজ স্বীকার করছি তোমার কাছে।”

রাজেন্দ্র নীরবে সমস্ত শুনিয়া শেষে বলিল “তাহ'লে অমলার অন্তরও কি এই অপ্রমাণ্য বিষয়কে এত মেনে চলে তুমি মনে কর?”

“আমি বলেছিত সে আমি জানি না।”

“কিন্তু এইই তোমার আগে জানতে হবে। তারপরে আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব অমলা বিবাহিতা কিম্বা অবিবাহিতা।”

"কি করে বুঝাবে? বিধাতা ভিন্ন একথা বোঝাবার উপায় কারও বুঝি জগতে নেই।"

"তবে আমি এক্ষেত্রে বিধাতাই জেনে রাখ। কেননা আমার বিধানেই তোমরা চলবে।"

রমেন স্তব্ধনেত্রে রাজেন্দ্রের পানে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া ক্ষীণস্বরে বলিতে লাগিল "তুমি আমায় যা জান্‌তে বল্‌ছ সে বিষয়ে আমি এতটুকুও অগ্রসর হতে পারব না জেনো যদি না আমি নিজের মনের কাছে অকুণ্ঠিত হতে পারি। বল তুমি আমাদের কি বিধান করবে? বল আমার মন যা বলে তাকি সত্যি, সত্যি কি অমলা কুমারী? তোমার ভাবে কেন যে আজ আমার মনে হচ্চে এ রহস্যের চাবী তোমারই হাতে আছে, তা জানিনা! সত্যই বুঝি তুমি বিধাতা। সত্যি কি তুমি অমলার জীবনের কথা কিছু জান? সংশয়ে রেখনা, স্পষ্ট কথা বল ভাই,—জান?"

"জানি।"

রমেন্দ্র একমুহূর্ত্ত যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পরে ধীরে জড়িতস্বরে বলিল "কিন্তু হঠাৎ যেন ভয়ও আস্‌ছে কি জানি কি শুনব বলে? থাক্, এযে অসম্ভব কথাই। তুমি আমায় পাগল পেয়ে যা খুসী বোঝাচ্ছ হয়ত। তুমি কি করে জানবে? নিশ্চয় তোমার মনগড়া বিশ্বাসের ওপরই জোর দিয়ে তুমি যাহোক্ একটা বোঝাতে যাচ্চ আমায়। আমার মনের ধারণা জেনে নিয়ে সুবিধাই হ'ল তোমার।"

"রমেন কতকগুলো এলোমেলো কি বক্‌ছ। শোন। তুমি খুঁজবার পথই যে খুঁজে পাওনি! অমলার পিতা হরিশ

বোসের প্রয়াগের পাণ্ডার কেন খোঁজ করনি তার প্রতিবাসীর কাছ থেকে? সে পাণ্ডার কাছে সেই যে বড়লোক, যার দৌহিত্রের সঙ্গে অমলার বিয়ের সম্বন্ধ হয়, তাঁর পাণ্ডার নাম কেন জেনে নাওনি? তাহলে যে তাদের খাতায় সে বড় লোকের নাম ধাম ঠিকানা সব পেতে? তারপরে সেই দেশে গিয়ে আদত খবর জানায় যে কিছুমাত্র বেগ পেতে হত না। নাহয় দৌহিত্রের দেশ খুঁজতে আরও একটু কষ্ট পেতে—তবু কিছুনা কিছু সত্য খবর জান্‌তে পার্‌তেই।"

দ্বিগুণ স্তব্ধ রমেনের আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছিল না। বহুক্ষণ পরে সে কষ্টে উচ্চারণ করিল।—"এখন আর উপায় আছে কি? এখনো যাব কি, পাব কি অমলার বাবার পাণ্ডাকে খুঁজে?"

"না, সে এখন মরে গেছে। ব্যাপার আরও জটিল হয়ে গেছে, আর তুমি সে জট ছাড়াতে পার্‌বে না।"

"কিন্তু তুমি কি ক'রে জান্‌লে সে পাণ্ডা মরেছে? তুমি তবে তাকে জেনেছ? অমলার কথাও জান তাহলে তুমি সত্যিই?"

"হাঁ।"

রমেন বহুক্ষণেও আর কথা কহিতে পারে না দেখিয়া রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে আশ্বস্তকরার ভঙ্গীতে আঘাত করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল "তোমার মিথ্যা বাধা মনে রেখনা —জেনো অমলার বিয়ে হয়নি। যদিও হলেও সে বিয়েকে আমি বিয়ে বলে মনে করি না—তবু তুমি জেনে নিশ্চিত হও তার বিয়ে হয়নি। ঠিক্ হয়েও পাত্রের বাপের অমতে সব ভেঙে

যায়। অমলার বাপ অপমানিত হয়ে মেয়ে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যায়—বৃন্দাবনে বুঝি—না ? তারপরে সবতো জান তোমরা।"

রাজেন্দ্র নীরব হইল। কিছুক্ষণ পরে সহসা একটু হাসিয়া রমেনকে ঝাঁকানি দিয়া বলিল "এইবার অমলার মনের কথা জান্‌তে আরতো তোমার বাধা নেই। তোমার নিজের কথাও যদি সে জানেনা বলেই তোমার বিশ্বাস থাকে, তাও বোঝাতে পার্‌বে—বুঝ্‌লে ?"

রমেন দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া সজোরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল "না না এর আমি কিছুই পারব না। যা করবার তুমিই কর।"

রাজেন্দ্র জোরের সহিত হাসিয়া উঠিল "বোঝা যাবে একথা পরে। তোমার কিছুই চেষ্টা করে করতে হবে না। আপনি যা হবার হবে, এবং আমার যা জ্ঞাতব্য তাও আশা করি শীগ্‌গিরই জান্‌তে পারব।"

৯

রাজেন্দ্রের এ আশা কিন্তু সফল হইবার কোন গতিক সে দেখিতে পাইল না। রমেন দিনান্তে একবার কিম্বা দুইবার তাহার সঙ্গেই অমলার দিদিমাকে দেখিতে যাইত মাত্র ; পূর্ব্বের অপেক্ষাও সে যেন সন্ত্রস্ত সংযত হইয়া পড়িল। অমলার সঙ্গে সে চোখো-চোখি করিয়া পর্য্যন্ত একটা কথা কহিত না। দেখিয়া শুনিয়া রাজেন্দ্র একদিন তাহাকে পরিহাস করিয়া বলিল "শুনেছি এ ব্যাপারে লোকে দূতীর শরণ নেয়, তুমি কি শেষে আমাকেই দূত বানিয়ে দ্বিতীয় মেঘদূত কাব্য গড়িয়ে তুল্‌বে ?" রমেন বিষণ্ণ ভাবে একটু হাসিল, পূর্ব্বের মত আর এক কথায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল না। মৃদুকণ্ঠে বলিল "কিন্তু এ কাযে

এগিয়ে তোমার ভগ্নদূত আখ্যা নিতে হবে হয়ত, দেখো'। সে তোমার নরকের যমদূত বলে না মনে করে তাও ভাবছি।"

"দেখা যাবে। কিন্তু বড় সঙ্গীন্ কেস্ হে! জাননাত এরকম ঐতিহাসিক কার্য্য কোন দেশের ইতিহাসেও আছে কি না সন্দেহ।"

"ঠাট্টা ছাড়, সে যে কুমারী এই টুকুই তাকে জানিয়ে দাও, অন্য কথা ছেড়ে দাও।"

"অর্থাৎ পরের ভার তোমার—না? বেশ তাই সই। আর এ ছাড়া আমি একটা অপরিচিত তৃতীয় ব্যক্তি অন্য কোন্ কথা কইবার অধিকারই বা রাখি! এইটুকুই বল্‌তে ভয় লাগছে।"

"কিন্তু তুমিই যখন এর সাক্ষী তখন তোমার এ অধিকার আছে।"

"মানি, কিন্তু সে শেষের কথা। প্রথমে এ সংবাদটা তুমি দিলেই ঠিক্ হ'ত।"

রমেন তাহা কিন্তু কোন রকমেই ঘাড়ে লইতে রাজী হইলনা। অগত্যা রাজেন্দ্র বলিল "আচ্ছা দিদিমাকে শুনিয়েই কথাটা আরম্ভ কর্‌ব তবে। তাতে কিন্তু একটু লোক জানাজানির ভয় আছে। আসল কথাটা না জেনে এ গোলযোগ তোলার—"

"লোক জানাজানিরই যে বিশেষ দরকার ভাই। এর আর আগে পরে কি?"

রাজেন্দ্র চিন্তিত ভাবে চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিল না। শেষে বলিল "যা কর্‌বার একে একে তবে আমিই কর্‌ব। তুমি ও অমলা ছাড়া আর কোথাও এ বিষয়ের এখন যেন উচ্চ বাচ্য করনা।"

"এবিষয়ে সর্ব্বত্রই আমি অপারগ বলে জেনে রেখো। আরম্ভ ও শেষ সবই তোমায় একা কর্‌তে হবে জেনো।"

"জেনে সুখী হলাম। বেশ, এখন দুদিন আমার সঙ্গে যেওনা ওবাড়ী। দুজনকে পাছে ষড়যন্ত্রকারী বলে বদ্‌নাম দেন্ অমলা।"

রমেন ম্লান মুখে বলিল "তোমার কথায় যদি সে বিশ্বাস না করে, এতেই কি ভাব্‌বে বল্‌তে পারি না। দেখো ভাই, মাঝে হতে আমার মুখ দেখাবার পথটাও যেন তাদের কাছে বন্ধ করে দিও না। সে লজ্জা আমি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না।"

"নাওহে ছোক্‌রা, থেমে যাও। লজ্জা দূরে থাক্ চতুর্গুণ নির্লজ্জই না হয়ে পড়েছ শেষে দেখ্‌তে হয়। উঠ্‌লাম, আমায় আজ গ্রামান্তরে যেতে হবে এখনি।"

দিন দুই পরে, সেদিনও রমেনকে রাজেন্দ্রর সহিত না দেখিয়া অমলার দিদিমা প্রশ্ন করিল "রমেন যে এলনা আজও? ভাল আছে তো?"

"আছে।"

"নিজের ক্ষেত খামার দেখ্‌ছে বুঝি? আহা দেখুক দেখুক, একটু সংসারে মন দেক্। বিয়ে থা-ও কর্‌লেনা, কি যে হবে ছেলেটার তাই ভাবি।" রাজেন্দ্র গম্ভীর মুখে বলিল "আত্মীয় স্বজনের পক্ষে সত্যই এটা ভাবনার কথা।"

"আহা কে আর তার আত্মীয় স্বজন আছে দাদা—এক তুমি ছাড়া। তুমি এ গাঁ থেকে চলে গেলে ওরই সব চেয়ে বন্ধু বল্‌তে ভাই বল্‌তে সব যাবে। ওকে যে তুমি কি ভালবাস, তাতো আমরা দেখছি।"

"আমি ক দিনের বন্ধু দিদিমা ?" ওর চিরদিনের সব সুখ দুঃখের আপনারাই অংশী।"

"আমরা ? হা পোড়া কপাল আমাদের—দেখতেই তো পাচ্চ দাদা আমরাই বরং ওর ভার। কোন্ আপদ বিপদে ওর দরকার আমাদের না হচ্চে ? এই যে তোমায় এমন ক'রে পেয়েছি, এও ওরই বন্ধু বলেই তো।—"

ব্যাটারা প্রয়োগের শক্তি সঞ্চালনের মধ্যে দিদিমার ঘুম আসিত, —সেদিনও ঘুম আসায় তাঁহার কথা জড়াইয়া আসিতেছিল। রাজেন্দ্র তাঁহার কথার সূত্র ধরিয়া বলিল "আপনাদের হাত থেকে সে আঘাতও পেয়েছে অনেকটা—নয় কি ?" দিদিমা হাই তুলিয়া জড়তার সহিত বলিলেন "থাক ওকথা দাদা—অমলা রাগ করবে।"

রাজেন্দ্র থমকিয়া গেল। চিন্তিত মুখে বসিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিল দিদিমা ঘুমাইয়া পড়িলেন। অমলা আসিয়া নিত্যকার মত দিদিমার উপকার হইতেছে কি না মৃদুস্বরে তাহার একটু আধটু আলোচনা করিয়াই সহসা আজ প্রশ্ন করিল "আপনি কি সত্যই শীগ্গীর এগ্রাম থেকে যাচ্চেন ?"

আজ অমলার এই অযাচিত অপ্রাসঙ্গিক কথায় রাজেন্দ্র মনে মনে একটু বিস্মিত হইয়া সসম্ভ্রমে উত্তর দিল "সেই রকমই তো মনে করছি।—"

কুন্ঠিতভাবে অমলা ধীরে ধীরে বলিল "দিদিমার অসুখের জন্যই আট্‌কে পড়েছেন, সেদিন রমেন দাদা বল্লেন শুন্‌লাম।"

"ওটা অবশ্য রমেন বাড়িয়ে বলেছে, তবে হ্যাঁ—শীগ্গীর যাব এইবার।"

"আপনি যে সেদিন দিদিমাকে বলেছিলেন, দেরী আছে!"

"দেরী? না, বোধ হচ্চে আর বেশী দেরি করার দরকার হবে না।"

"দিদিমা কি তার মধ্যে একটু ভাল হয়ে উঠবেন না?"

রাজেন্দ্র নত মস্তকে একটু নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া অমলার পানে চাহিয়া বলিল "যদি দিদিমাকে আমার সাধ্যমত সারিয়ে দিয়ে আমায় যেতে বলেন তাতে আমি সুখীই হব, যে আমি আপনাদের এটুকু দরকারেও লেগেছি। কিন্তু তা আপনি আমায় বলবেন কি?"

অমলা যেন আজ একথার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। নতনেত্রে মৃদুস্বরে বলিল "আমি জানি, আপনি আমায় অকৃতজ্ঞ ভাবেন। আমার ব্যবহারে খুড়িমার ব্যারামের সময় একদিন অপমান বোধ করে—"

"আমি কোন দিনই আপনার কোন ব্যবহারে অপমানিত হইনি।"

"ভুলে গেছেন বোধ হয়। সেদিনও আপনি আপনার বারে বারে আসা যেন আমারা সহ্য করি, বিরক্ত না হই, এইকথা বলেছিলেন। আর দিদিমার অসুখ দেখেও সেদিন সেই কথা বলেছেন। আমি বুঝেছি আমার অকৃতজ্ঞতাকে মনে করেই আপনি বলেছিলেন।"

"ভুলিনি। আপনাকেই দুদিন একথাটা বলেছি তা স্বীকার করি, কিন্তু আপনি যা বল্লেন সেজন্য নয়। মাত্র আপনার অনুমতিই চেয়েছিলাম।—"

"কিন্তু কেন? আমাদের বিপদে সর্ব্বপ্রকারে আমাদেরই

রক্ষা করবার জন্য এসে আমার—যা বল্‌ছেন আপনি,—অনুমতি—এতে কি প্রমাণ হয়না যে আমায় আপনি কত বড় অকৃতজ্ঞ ভেবেছেন ?” বলিতে বলিতে অমলার কণ্ঠ সহসা রোধ হইয়া গেল।

রাজেন্দ্র একটু যেন ম্লান হইয়া ধীরে ধীরে উত্তর দিল “না, আমি তা ভাবিনি। বারে বারে আপনাদের মধ্যে আস্‌তে এক্ষেত্রে আপনার সম্মতির একটু দরকার বোধ হয়েছিল আমার, এইমাত্র এর কারণ।”

অমলা এ কৈফিয়তে যেন সন্তুষ্ট না হইয়া রুদ্ধকণ্ঠেই বলিতে লাগিল “এখনি আপনি বল্লেন আমি বল্লে তবে আপনি বুঝবেন যে আপনি আমাদের দরকারে লেগেছেন। যে আপনি খুড়িমার ব্যারাম থেকে এ পর্য্যন্ত আমাদের যা করেছেন তা বল্‌বারই আমাদের সাধ্য নেই! এখনো দিদিমার জন্য আপনি বোধ হয় নিজের ক্ষতি করে থাকতে পর্য্যন্ত রাজী হলেন। সেই আপনাকে আমি আমাদের দরকারে লেগেছেন বলেও স্বীকার করতে চাই না, এতটা অন্ধ অজ্ঞানত্ব কোন মানুষে সম্ভব কি ? পশুতেও বোধ হয় দুর্ল্লভ।”

রাজেন্দ্র ক্ষণিক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া অমলাকে আত্মসম্বরণের অবকাশ দিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল “আমার ক্ষতি হবে ভাববেন না। দিদিমাকে একটু সুস্থ ক’রে রেখে যেতে অনায়াসেই আমি পারব।”

“কিন্তু আপনি এখনো আমায় অকৃতজ্ঞ ভাবছেন। তবুও বল্‌ছি, নিজ হতে আপনি যে মহত্ত্ব দেখাচ্ছেন এর ওপর কি কারও জোর করার অধিকার থাকতে পারে ? যিনি দেবতা

হন তিনি আপনার স্বভাবেই হন্। সাধারণে তাঁকে অন্য মানুষের মত দেখে এত বড় দাবী যদি না করতে পেরে ওঠে সে কি তাঁকে অপমান করা হয়?"

"আপনি আমার একদিনও অপমান করেন নি। তবে—স্বীকার কর্ছি, হয়ত একটু আধটু কষ্ট বোধ ক'রে থাকতে পারি, তার কারণ এ নয় যে আপনি আমায় অসম্মান করেছেন। আপনাদের সঙ্গে যতটাই ঘনিষ্ঠতা হোক আমি আপনাদের যে আত্মীয় নই একথা আপনিও ভোলেন নি, আমিও মনে রেখেছিলাম। তাই আপনার কানের ফুল দুটি আপনি দেওয়া মাত্রই আমি সম্মানের সঙ্গেই নিয়েছি। তবে মণির গলার জিনিষটা নষ্ট করতে আপত্তি —নিতান্ত পর হলেও মানুষ মাত্রেই বোধহয় করতে পারে। আশাকরি সেটা ফেরৎ দেওয়ায় আপনিও আমার মহত্ব দেখানোর অহঙ্কার ভাবেন নি। অনাত্মীয় ব্যক্তির সব বিষয়েই একটা সঙ্কোচ আসা স্বাভাবিক বলেই জানবেন! পরের উপরে জগতে কোন দাবীই তো দাঁড়াতে পারেনা, এ কে না জানে! তাই কোন পক্ষেরই জোর সাজে না।"

অমলা ডাক্তারের এভাবের কথার কোন অর্থ বা সদুত্তর না পাইয়া অপ্রস্তুত ভাবে কেবল বলিল "আপনি পর হলেও কোন্ আত্মীয় আজ আপনার চেয়ে আমাদের বেশী বন্ধু? আপনি—"

ডাক্তার এইবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেইরূপ একটু ম্লান হাস্যের সহিত বলিল "রমেনের বন্ধু যে আপনাদেরও বন্ধু হবে এতো বেশী কথা নয়। আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার সম্বন্ধে এই কৃতজ্ঞ ভাবটাও যদি সরিয়ে ফেলেন্—বন্ধু জেনেই যদি

অকুণ্ঠিত হন—তাহলেই আমার সবচেয়ে বেশী আনন্দ বোধ হবে জান্‌বেন। আমার দাবী এর চেয়ে আর আমি একচুলও বড় কর্‌তে চাচ্চিনা। দিদিমার অনেকটা উপকার হয়েছে বলেই যেন মনে হচ্চে। আজ তবে আমি আসি।" নিত্যকার মত অমলার দিকে একবার মাথা হেলাইয়া ডাক্তার চলিয়া গেল। সেদিন আর রমেনের সঙ্গে দেখা করিতে তাহার বাড়ী ঢুকিল না।

পরদিনও রমেনকে না দেখিয়া দিদিমাবুড়ী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন! সে সাংসারিক কার্য্যে একটু ব্যস্ত আছে, রাজেন্দ্রের মুখে একথা শুনিয়াও তিনি আশ্বস্ত হইলেন না। অমলাকে পুনঃ পুনঃ তাহার খোঁজ নিতে অনুরোধ করায় অমলা "আচ্ছা টুনি-মণিকে তার কাছে পাঠাচ্ছি" বলিয়া উঠিয়া গেলে রাজেন্দ্র সহসা বৃদ্ধাকে বলিল "রমেনও যে শীগ্‌গীর চাক্‌রী বাকরীর জন্য সহরে যাবে দিদিমা, নৈলে তার মাতৃশ্রাদ্ধে যে দেনা হয়েছে তাতো শোধ যাবে না। আর পুরুষ মানুষের এমন ভাবে নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ঘরে বসে থাকাটাও তো উচিত নয়। তখন আপনাদের বড় মুস্কিলে পড়তে হবে দেখ্‌ছি। এইতো আপনার অবস্থা, এবয়সে আপনি আর কতটা ভাল হ'তেই বা পারবেন! বড়জোর নিজের নড়া চড়া টুকু যদি বশে আসে। বাঁচবেনও যে কতদিন তাও বলা যায় না। তখন এদের কি হবে! একটা অভিভাবক বলে কেউ যদি না থাকে—"

বৃদ্ধা এই অপ্রত্যাশিত সংবাদে বাক্যহীনই হইয়া পড়িয়াছিলেন—এইবার প্রায় কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন "সেইজন্যই বুঝি রমেন ব্যস্ত রয়েছে? তাহ'লে ছেলে মেয়ে দুটো নিয়ে অমলা অকূল সমুদ্রেই পড়বে আর কি! এত দুঃখের জীবনেও এইজন্যে

মরার ইচ্ছে তেমন আসে না, যে তাহলে ওদের একটা অভিভাবক বলে কেউ থাকবেনা। কিন্তু আমিতো একটা সং খাড়া করা মাত্র আছি। রমেনের ভরসাই চারপোয়া করি। সে যদি আর গাঁয়ে না থাকে—"

"কিন্তু ভেবে দেখুন আপনি অবর্ত্তমানে রমেন কি এঁদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতাই রাখতে পারবে? লোক নিন্দের ভয় নেই কি তাতে?"

উচ্ছ্বসিত অশ্রু মুছিয়া বৃদ্ধা বলিলেন "খুবই আছে, কিযে বাছাদের উপায় হবে জানিনা! ধর্ম্মের কর্ম্ম স্থাথ দাদা,—আমিই কাশী হ'তে এক উড়ো খবর নিয়ে এসে রমেন আর অমার বিয়ে বন্ধ করি। তাই বোধ হয় সে কাযের ফলভোগ আমিই করতে থাকলাম। আজ যদি অমলা একটা গোটা মানুষ হয়ে থাকতো। ও যে মেয়ে, আজ চার-পাঁচ বছরে ওকে যেমন করে বুঝলাম, টুনিমণি দূরের কথা নিজের জন্যই কি আমার তাহলে ভাবতে হ'ত? আমিই ওর সর্ব্বনাশ করেছি, অথচ মায়ের বাড়া সেবা আমার করে। কি করে আমায় ভাল করবে তার জন্যে প্রাণপণ যত্ন দেখ্‌ছ ত! সময় সময় ওর কাছে মুখ খুল্‌তেও আমার লজ্জা হয়, আর রমেনের কাছেতো তার চেয়ে শতগুণ লজ্জা পাবার কথা। ছেলেটা আর বিয়ে পর্য্যন্ত কর্‌লে না।"

দিদিমা চোখ্ মুছিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে বলিল "কিন্তু সে উড়ো খবরের বিষয়ে যদি কেউ ভাল করে খোঁজ কর্‌তে পার্‌তেন হয়ত তাতে কিছু গলদ্‌ও বেরিয়ে পড়তো। শুধুমাত্র অমলার বাপের পিসি নিজের আন্দাজের ওপরই ঝোঁক দিয়ে ছিলেন, কোনও প্রমাণ তো দেখাতে পারেন নি। এখনো

এবিষয়ে যদি তেমন করে সন্ধান নিতে পারা যায় হয়ত ভুল ধরা পড়ে!"

"কি ভুলের কথা বলছ ভাই? অমলার বিয়ে হয়ত হয়নি এই কি বল্‌তে চাও?"

রাজেন্দ্র নত মস্তকে বলিল "হাঁ"।

বৃদ্ধা ব্যগ্র আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল "আহা ভগবান কি এমন কর্‌বেন? এখন সে কথা মাঝে মাঝে আমারও মনে হয় দাদা। আর যদি ধর ওরকম বিয়ে হয়েই থাকে ওকে কি বিয়ে বলে? যার কথা কেউ জানেনা—অমলারও যার বিন্দু বিসর্গ মনে নেই। আর এ রকম "দোপড়া" মেয়ের কথা কত জায়গায় শুন্‌তে পাওয়া যায়। সমাজেও তারা দিব্যি চলেছে অথচ এই রকম একটা কানাঘুষো তাদের নামে এক সময়ে চলেছিল। অমলার নামেও নাহয় তাই হত—কিন্তু কালে আবার তা সাম্‌লে যেত। আর আমি এসে এখানে একথা না বল্‌লে কেই বা জান্‌তে পার্‌ত। তখন একথা আমরা কেউই ভেবে দেখলাম না যে ভবিষ্যতে মেয়েটার কি গতি হবে! তার ফল ভোগ করতে আমিই রইলাম। এই আসন্ন কালে আমার চোখ্‌ ফুটল, কিন্তু এখন কি এর আর কোন উপায় আছে? এখন অমার বিয়ে হয়নি বল্লে কেউ কি বিশ্বাস করবে? আঠারো উনিশ বছর তার বয়স হল, আজ চার-পাঁচ বছর সে এই ভাবে আছে, সবাই জেনেছে সে বিয়ে-হওয়া মেয়ে। এখন একথা বল্লে কেবল কেলেঙ্কারী মাত্র সার হবে।" সনিশ্বাসে বৃদ্ধা থামিয়া গেলে রাজেন্দ্র একভাবেই বলিল "কিন্তু রীতিমত সন্ধান নেওয়া প্রমাণ্য খবরে সকলে কেন বিশ্বাস করবে না? কেলেঙ্কারীই বা কেন হবে?"

"এমন সন্ধান কে আমাদের জন্য করবে! তেমন লোকবল জনবল আমাদের কৈ!"

"যদি আপনারা সম্মত হন্ রমেনই খোঁজ নিতে চেষ্টা করবে।"

বৃদ্ধা একটু ভাবিয়া বলিলেন "রমেন যে সেই বিয়ে ভেঙে যাবার পরে একবার পশ্চিমে গিয়াছিল কিছুদিন, তা তখন কি এর কোন খোঁজ নেয়নি? আমাদের তো মনে হয় যে নিয়েছিল। কিন্তু ভাল খবর পেলে কি সে চুপ করে থাকৃত? সেই তো তার মার একরকম অমতেই অমলাকে বিয়ে করবার জেদ্ ধরে মাকে রাজী করিয়েছিল। ফিরে এসে তো কৈ সে কিছু বলেওনি, উপরন্তু কোন সন্নিসী নাকি তার কোন ফাঁড়ার কথা বলে তাকে এমনি ভয় দেখিয়েছিল যে সে তার মাকে পর্য্যন্ত বিয়ের নামটি করতে দেয় নি।"

"রমেনের সে খোঁজ ঠিক্ রকমের হয়নি। সে তখন ছেলে মানুষ, কতই বা তার বিদ্যা বুদ্ধি। এখন খোঁজ করলে বোধ হয় ফল পাওয়া যায়।"

"অমলার বাপের পিসিতো মরে গেছে, আর কার কাছে খবর পাবে?"

"রমেনও তাঁরই কাছে খোঁজ করেছিল কিন্তু তাঁর কাছে এর সঠিক খবর পাবার কথা নয়। প্রয়াগে যে সব পাণ্ডা থাকে তাদেরই কাছে খোঁজ করতে হ'ত। অমলার বাপের পাণ্ডাকে খুঁজে বার্ করতে হবে, তারই কাছে অনেক খবর পাওয়া যেতে পারে।"

ঘোরতর নৈরাশ্যের সহিত রাজেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া বৃদ্ধা বলিলেন "কে অমার বাপের পাণ্ডা এতকাল পরে কি

ক'রে তার খোঁজ হবে? ধর যদি সে মরেই গিয়ে থাকে! না দাদা এ আর বুঝি সম্ভব নয়। উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আর তো এখন লোকে মানবেনা। তুমি রমেনের যেমন বন্ধু আমাদেরও যে তেমনি। বিনা প্রমাণে আমাদের এ লজ্জায় ফেলো না।"

"উপযুক্ত প্রমাণই দেওয়া যাবে। কেবল আপনাদের সম্মতি মাত্র জান্‌তে চাই।"

বৃদ্ধা আনন্দে সহসা যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। "আমাদের সম্মতি? সেকি আর জিজ্ঞাসার কথা?—কিন্তু এত অসম্ভব কি সম্ভব হবে ভাই? যদি হয় সে তোমারই ক্ষমতায়। তুমিই তাহলে এ স্বপনের অতীত ব্যাপারকেও সত্যি করে দেবে। কিন্তু দাদা মন্দটাই আগে ধরে রাখতে হয়, সন্ধান নিতে গিয়ে যদি তেমন সুবিধে না হয়ে উঠে একথা আগে থাকতে বাড়িয়ে কাজ নেই। মিছেমিছি একটা "লোক হাসা-হাসি" না হয়।

রাজেন্দ্র গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "আপনারা যদি সম্মত থাকেন—এত লোক হাস্যের ভয় করলে চলবে না। প্রমাণ দেখালেও নিন্দুকের জিভ্‌কে কি কেউ দমন করতে পারে? সেটুকু সাহস আপনাদের ধরতে হবে। যাক্ এখন দু'চার দিন রটনা না হয় নাই করা গেল, কিন্তু আপনারা প্রস্তুত হ'লেই আমাদের প্রস্তুত জানবেন। এর আর দেরী করার দরকার দেখছি না।"

বৃদ্ধা সবিস্ময়ে রাজেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া বলিল "তোমার কথায় মনে হচ্চে সন্ধান প্রমাণ সব তোমার ঠিক করা হয়ে গেছে। তুমি তবে সব খোঁজ নিয়ে এ কথা পেড়েছ?"

"হ্যাঁ।"

"সত্যিই কি তবে অমার বিয়ে হয়নি? আমি কি মিছেই তাকে এমনি করে এত কাল ধরে সন্ন্যাসিনী সাজিয়ে রেখেছি? ওর বাপ কি সত্যিই বিয়ে দেয়নি? এত ব্যাপার সবই মিথ্যে তবে?" রাজেন্দ্র ধীর ভাবে উত্তর দিল "যতটা সত্যি তাতে এবিষয়ে কোন বাধাই হ'তে পারে না। আপনি এই সমাজের মধ্যে এই অশিক্ষিত জীবনে এতকাল কাটিয়ে বৃদ্ধকালে এসে পৌঁছে এই বদ্ধমূল সংস্কারকে ঠেলে যে সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন—জানবেন তার মূল্য আছে। অমলা কুমারী, তার এ বিয়ের কিছুমাত্র বাধা নেই। তবে আপনার নাতিনী এখন সাবালিকা হয়েছেন, তাঁকে ও এখন এসব ভাল করে জানানোর দরকার। আপনি তা জানিয়ে আমায় বলবেন, আমি তখন আমারি প্রমাণ দেখিয়ে সমাজকে নিশ্চয়ই নিরুত্তর করতে পারব। এখন তবে আমি যাই।" বৃদ্ধার অস্ফুট আশীর্ব্বাদোচ্চারণের মধ্যে রাজেন্দ্র নত শিরে বাহিরে আসিয়া দেখিল অমলা দাওয়ার একটা খুঁটি ধরিয়া নির্ব্বাক নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া আছে। সেই ভাবহীন পাণ্ডুরাভাযুক্ত শুভ্র মুখের পানে চাহিয়া রাজেন্দ্রও কয়েক মুহূর্ত্ত যেন স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তারপর সহসা চকিত ভাবে দৃষ্টি নত করিয়া অমলার উদ্দেশে প্রত্যেক দিনের মত মাথাটা সম্মুখে একবার একটু হেলাইয়া রাজেন্দ্র যেন অন্য দিনের অপেক্ষা দ্রুত পদে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

রমেন সেদিনও রাজেন্দ্রের সঙ্গে অমলার দিদিমাকে দেখিতে যাইতে পারিল না। বলিল, "তুমি যে কাণ্ড বাধালে, আমায় তোমার আগেই এ গ্রাম ছেড়ে পালাতে হবে। যাবার আগে

তাঁকে একদিন দেখে যাব, তার আগে আর মুখ দেখাতে পারব না।”

“সেই ভাল। তুমি তাহলে ততক্ষণ তল্পী বাঁধ, আমি নিজের কাজ করে আসি।”

“ঠাট্টা নয়, অমলা কি না জানি মনে করছে ভেবে কাল থেকে এগ্রামে থাক্‌তেও আমার বিষম লজ্জা বোধ হচ্চে। সত্যিই আমি অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য কোথাও যেতে চাই,—ছেড়ে দাও আমায়।”

“আচ্ছা আজ ফিরে এসে এর উত্তর দেব। তখন যেতে চাও—বারণ কর্‌ব না।”

রাজেন্দ্র যথানিয়মে অমলার দিদিমার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া সেদিন প্রতি মুহূর্ত্তে আশা করিতে লাগিল যে এইবার তিনি নিজ হইতেই সে কথা তুলিবেন। কিন্তু বুড়ী তাহার দিক দিয়াও গেল না। ব্যাটারি প্রয়োগের পর যখন তিনি প্রতিদিনের মত ঘুমাইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন তখন আর রাজেন্দ্রের ধৈর্য্য রক্ষা অসম্ভব হইল। সে তখন নিজ হইতেই প্রশ্ন করিল “আপনাদের খবর কি দিদিমা?”

দিদিমা সচকিতে চোখ খুলিয়া হস্তের ইঙ্গিতে রাজেন্দ্রকে সঙ্কেত করিয়া চুপি চুপি বলিলেন “চুপ কর দাদা, ওসব কথায় আর কাজ নেই। কাল অমি বড় রাগ করেছে। আমার সঙ্গে অনেক ঝগড়া করে না খেয়ে এক কাণ্ড বাধাবার জোগাড়। বলে ওসব কথা আর বেশী কইলে সে জলে ডুবে মর্‌বে। একেই বলে “যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর! আমারই কৃত কর্ম্মের শাস্তি ভাই, তাকে কি বল্‌ব! এ ধারণা তার মনে আমিই তো ঢুকিয়ে দিয়েছি।”

রাজেন্দ্র একটু নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিল "তিনি কি প্রমাণ না দেখে বিশ্বাস করতে পারছেন না ?"

"সে ও সব কথা নাকি কাণেও শুন্‌বেনা। প্রমাণ—অপ্রমানের কথা তো দূরেই থাক্। সে যেমন আছে তেমনি থাক্‌বে, কারও কথা সে শুন্‌তে চায় না।"

"আপনার জীবনের অনিশ্চয়তার কথা—ভবিষ্যতের কথা—সব কথা তাঁকে বুঝিয়েছিলেন ?"

"আমি আর কি বোঝাব, সে কি আমার চেয়ে ও বেশী বোঝেনা ? তবু এত দিন পরে আবার এই কাণ্ডের জন্য লোকে আড়ালে যা হাসি ঠাট্টা কর্‌বে—মুখে প্রমাণ বলে মেনে নিয়েও অন্তরে যা হাস্‌বে তা সে সইতে পারবে না।"

"এই জন্য ? কি আশ্চর্য্য ! এমন একটা অন্যায় কাজ হয়ে রয়েছে, এক জন তৃতীয় ব্যক্তি মাঝে থেকে যদি তার একটা উপায় হয়, তাতে লোকলজ্জার কি আছে ? এতো রমেন উদ্যোগী হয়ে কর্‌ছে না, যদিও তা করলেও কোন দোষের কথা হয় না, কেননা এ যে রমেনেরই নিজের কাজ। যাক্, এখন অন্য একব্যক্তি সব জান্‌তে পেরে যদি—"

"তুমি যে রমেনের বন্ধু দাদা, লোকে বলবে এ রমেনরই কাজ। প্রমাণে হয়ত বিশ্বাসই করবেনা। কেবল লোক লজ্জাই সার হবে।"

"আমি কি বলিনি লোকের যাতে বিশ্বাস হয় তেমন প্রমাণ দেবার ভার আমার রইল ? তাঁকে লোকসমাজে লজ্জা না পেতে হলেই তো হল ! আমার উপর কি আপনারা এটুকু নির্ভর ও কর্‌তে পারেন না ! তাঁকে ডাকুন—একথা আমি তাকে বুঝিয়ে বলি।"

বৃদ্ধা অমলাকে আহ্বান করিতে লাগিল—কিন্তু সে আসিল না। পুনঃ পুনঃ ডাকাডাকি করিয়া ক্লান্তা দিদিমা তখন বলিলেন "মিছে চেষ্টা ভাই, যা ওদের বরাতে আছে হবে, তুমি আর হয়রাণ হয়োনা।"

রাজেন্দ্র নিজ কর্ত্তব্য সমাপনান্তে বাহিরে আসিয়া আজ আর অমলাকে দেখিতে পাইল না।

রমেন সমস্ত শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। রাজেন্দ্র প্রশ্ন করিল "এখন কি কর্‌বে, তল্পী বাঁধাই কি স্থির?"

"নিশ্চয়। এর পরও কি থাকৃতে বল? কি করে, আর মুখ দেখাব? অথচ গ্রামে থাকলে তা অনিবার্য্য।"

"তুমি গ্রাম থেকে চলে গেলেই ভেবেছ কি আর তোমায় ধরে আন্‌তে পারব না? আমি কি আমার সঙ্কল্প এত সহজেই ছাড়ব মনে কর্‌ছ! এইবার আমি নিজেই তাঁর বিরুদ্ধে ওয়ার ডিক্লেয়ার কর্‌ব।"

—রমেন হাত জোড় করিল "রক্ষাকর ভাই আমার আর সর্ব্বনাশ করনা। এই যা হল যথেষ্ট। কালই আমি যাচ্ছি।"

"দিদিমার সঙ্গে দেখা করে যাবে না?"

"না, আর তাও পারবনা।"

কিন্তু পরদিন সকালেই যখন টুনি মণি আসিয়া "দিদিমা ডাকৃছে রমেনদা চল, তোমায় এখনি যেতে হবে" বলিয়া দুই জনে দুই হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল তখন আর কোন আপত্তিই টিকিলনা। ধীরে ধীরে গিয়া তাহাকে দিদিমার নিকট বসিতে হইল। দিদিমা যেন কোন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবে বলিলেন "এমন সময়ে চাকরীর চেষ্টায় বেরুচ্ছ কেন ভাই, এযে ফসলের সময়। নিজের

'ক্ষেতখামার' তদারক করে ঘরে তুল্‌লে যাহবে, তোমার চাকরীর ঝকমারীতে তাকি এখনি পাবে দাদা? এমন ভুল কর্‌ছ কেন?

রমেন কুণ্ঠিত ভাবে বলিল "দেনা গুলো শোধ—"

"তাকি নিজের ক্ষেত ভরা ফসল বর্‌বাদ দিয়ে চাকরী বলে ছুটলে হবে? এখন যে বেরুবার সময় নয় তা ভুলছ কেন? আমাদেরও তুমি ভিন্ন কে দেখে শুনে দেবে! আমার তো এবার একপা বেরিয়ে একটা কথা কইবার উপায় ভগবান রাখেন নি, তুমি না দেখ্‌লে যে আমরা মারা যাব ভাই।"

রমেনের চোখে জল ভরিয়া আসিল। কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া গাঢ়স্বরে বলিল "আমায় যে এখনো এ কথা বল্‌বেন আপনারা, এ আমি ভাবিনি।"

"কেন কি হয়েছে? কি করেছ তুমি? এমন ছেলে মানুষও তো দেখিনি, চোখে জল কেন দাদা—ছি! তোমরা যে আমাদের ভাবনাতেই এ সব—"দিদিমার কথা আর অগ্রসর হইতে পাইলনা। তাঁহার পথ্যের বাটী হস্তে অমলা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া অম্লান প্রসন্ন মুখে ঠিক্ আগের মতই অকুণ্ঠিত ভাবে বলিল "রমেন দাদা, দিদিমার অনেকটা উপকার হয়েছে দেখছ? বাঁদিকটা বেশ নাড়তে চাড়তে পারছেন, পাশ ফির্‌তে পার্‌ছেন।"

রমেন নিজের মুখ খানাকে লুকাইবার জন্য দিদিমার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার দিকেই চাহিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল "হাঁ ডাক্তার তো আশা করেছে একটু আধটু চলৎশক্তিও ফিরে পেতে পারেন।" দিদিমা কৃতজ্ঞ গদগদ কণ্ঠে বলিল "এ বয়সে এরোগের হাত থেকে কি কেউ নিস্তার পায়? যা হচ্ছে সবই তোমার ডাক্তারের গুণে। তাইতো দাদা তোমাদের এ গ্রাম

থেকে যাওয়া শুনে বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্চে যে এ অনাথা গুলোর তাহলে কি হবে ?"

অমলা একেবারে রমেনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "তুমি আবার কোথায় যাবে ? তোমার সম্পত্তি বাড়ী ঘর কে দেখবে তাহলে ? ওসব মতলব ছেড়ে দাও, বিদেশে কিসের জন্য যাবে শুনি ?" রমেনের বাক্যস্ফূর্ত্তী হইল না। বয়োবৃদ্ধির পর অমলা এমন করিয়া কখনো তাহার সহিত কথা কহে নাই। আজ তাহার একি ভাব—উভয়ের মধ্যের এই কুণ্ঠাকে সরাইবার জন্যই তাহার নিজের উপর আজ এই বল প্রয়োগ, কিম্বা এব্যাপারটাকে যে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে নাই ইহা তাহারই লক্ষণ ?

একথাটা মনে হইতেই রমেনের বুকের ভিতরটা কে যেন মুঠায় করিয়া, চাপিয়া ধরিতে লাগিল। সত্যিই কি অমলা এ বিষয়ে এতটাই উদাসীন ? আর কিছু না হোক্ তাহার একটু ভাবান্তর একটু বিভিন্নতা কিম্বা মুখচোখে কোন একটু চিন্তার আভাস এটুকুও কি এ ক্ষেত্রে এতই অসঙ্গত ? সেই চার পাঁচ বৎসর আগের কথা তাহার কি একটুও মনে নাই ? আর কিছু না-হোক, সে দিনের কথা মনে পড়িয়া একটু কষ্টও কি হয় নাই ? রমেনের জীবনের সে বজ্রাঘাত—তাহার গুরুত্ব অনুভব করিয়াও কি অমলা কোন দিন একটু ব্যথা বোধ করে নাই ? তা যদি করিত—আজিকার এ ঘটনায় তাহার সেদিনের কথা মনে পড়িয়া মুখটা কি একটু ম্লানও হইত না ? আর শুধুই কি কেবল সে দিনের কথা ? রমেনের এই দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের অতিবাহিত জীবন, ইহার বিষয়েও কি অমলা কখনো কোন দিন একটা কথাও ভাবে নাই ? তা যদি ভাবিত তাহা হইলে কি সে এ

ঘটনার পর এমন হাসি মুখে তাহার সহিত কথা কহিতে পারিত?

রমেনকে নিরুত্তর দেখিয়া অমলা আবার বলিল "উত্তর দিচ্চনা যে? তোমার যাওয়া হবে না, বুঝলে?"

এইবার প্রায় রুদ্ধ স্বরে রমেন উত্তর দিল "যেতেই হবে।"

"কেন? ধার কর্জ্জ শোধ ও সব কথা ছেড়ে দাও সত্যি কথা বল।" দিদিমা অমলার জেরায় ব্যস্ত হইয়া রমেনকে নিষ্কৃতি দিবার চেষ্টায় বলিয়া উঠিলেন "কি যে বলিস, ধার কর্জ্জ কি পুরুষ মানুষের পক্ষে কম ভাবনার জিনিষ"! "দিদিমা তুমি চুপকর। পুরুষ মানুষের পক্ষে তা একেবারেই নয়। রমেন দা কখনই সে জন্যে চলে যাচ্চে না এ আমি নিশ্চয় বললাম। নয় কি রমেন দা? সত্যি বল?" রমেন নত মুখেই ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিল। তখন অমলা একটু থামিয়া লইয়া যেন নিজের লজ্জা টুকু সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল "কিন্তু তোমার গ্রাম ছেড়ে যাবার কোনই কারণ হয়নি, এ জেনে রাখ।"

এইবার রমেন তাহার নত দৃষ্টি অমলার মুখের উপর তুলিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে চেষ্টার সঙ্গে বলিল "হয়েছে, আমি মুখ দেখাতে পারবনা—"

অমলা রমেনের দৃষ্টি পাতের সঙ্গে সঙ্গেই নিজের দৃষ্টি নামাইয়া ফেলিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"কেন পারবেনা? তোমার কোন দোষ নেই আমরা জানি,—"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া একটু থামিয়া রমেন বলিল "দোষ আছে বৈকি। অন্যের উপর মিথ্যা দোষারোপ ঠিক কি? তার স্বার্থ? এ একা আমারই সব—আমি তাই যেতে চাই—"

অমলা আর কথা কহিতে পারিল না। নীরবে এবাটী ও বাটীতে

তোলাপাড়া করিয়া দিদিমার দুধটুকু জুড়াইয়া দিতে লাগিল। রমেন ও ক্ষণিক নীরবে থাকিয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইতেই অমলা তাহার দিকে দৃষ্টি তুলিয়া বলিল "যাই হোক, তার জন্যে তোমার গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে না।" রমেন দিদিমার উপস্থিত ভুলিয়া গিয়া একেবারে হাতযোড় করিয়া বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল "আমায় মাপ করো, এরপর আর এখানে আমি কিছুতেই থাকতে পারবোনা—এ আমি পারবনা—" অমলা মাথা নামাইল। দিদিমা বেগের সহিত বলিয়া উঠিলেন "কেন পারবে না ভাই, তোমার কিসের লজ্জা ? যার জন্যে তুমি নিজের সোনার জীবনটা এমন করে বইয়ে দিলে,যে দুঃখে তুমি বিবাগী হয়েই থাকলে, আজ তাকে কুমারী জেনেও—" অমলা সজোরে দিদিমাকে ধমক্ দিয়া উঠিল "কি যাতা বক্‌ছ দিদিমা, চুপ কর বল্‌ছি।" তারপর রমেনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া শান্ত মৃদুস্বরে বলিল "কিন্তু যে প্রমাণে তোমরা একথা মনে কর্‌ছ আমি তা মানতে পারছিনা। লোক লজ্জার কথা পরে। আমার বিশ্বাস যা রটেছিল তাতে সত্য আছে।" রমেন উত্তর দিতে পারিতেছে না দেখিয়া বকুনি খাইয়াও দিদিমা আবার মৃদু মৃদু বলিলেন "রাজেন বলছিল উপযুক্ত প্রমাণ তার হাতে আছে—"

"সে প্রমাণ আমি মানিনা।" দিদিমা আর কথা কহিলেন না, কষ্টের সঙ্গেও অন্য দিকে পাশ ফিরাইয়া শুইলেন। রমেন ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল "এও আমি রাজেন কে বলেছিলাম।"

"কি বলেছিলে ?"

"সহস্র প্রমাণেও তোমার দিকের বাধা কেউ নাড়াতে

পারবেনা।" অমলা উত্তর দিল না। কিসের একটা গুপ্ত আঘাতে আজ রমেনকে তাহার স্বভাবের বহির্ভূত ভাবে অধীর চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। তাহার চিরদিনের লজ্জার কুণ্ঠা ও সংযম সব যেন আজ এক হইয়া একটা যন্ত্রণাদায়ক বেগের আকারে বাহিরে আসিবার জন্য এমন ঠেলা ঠেলি করিতে লাগিল যে সে বেগকে আজ রুদ্ধ করিবার আর রমেনের শক্তি রহিল না। রমেন বলিয়া ফেলিল "জগতের এই সব বাধার প্রতিকূলে ও যুদ্ধ কর্‌বার জন্য যে জিনিষ বল ধরে উঠে দাঁড়ায় তার সঙ্গে যদি তোমার পরিচয় থাক্‌তো তাহলে অমলা তুমি আজ এসংবাদে নিশ্চয় এত বিরক্তি বোধ করতে না। অন্ততঃ এটির ভিতরে সত্যই কোন ভুল আছে কি না সেটুকু জানতেও কৌতুহল বোধ করতে। আমি জানি—জানি,—"

"যদি জান তবে কেন এ নিয়ে আর আলোচনা কর্‌ছ? এ তুচ্ছ কথা ছেড়ে দাও।" "তোমার কাছে তুচ্ছহতে পারে অমলা, কিন্তু অন্যের এটা জীবন মরণেরই ব্যাপার। সেই চার পাঁচ বছরের আগের কথা—সে দিনের কথা যদি আজ তোমার একটুও মনে থাকৃত—" অমলা এইবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটু বেগের সহিতই বলিল "চার পাঁচ বছর আগের কথা চার পাঁচ বছর আগেই চুকে গেছে। এখন আবার সে কথা কি জন্যে টেনে আনছ? তুমি কি ভুলে যাচ্চ এই গরীব কটী প্রাণীর তুমি সমস্ত আত্মীয়ের চেয়েও বড়, তাদের এখন এক মাত্র অভিভাবক? হতভাগা তাদের এক জন হতভাগ্য ভাই!"

অমলা আর দাঁড়াইল না। "দুধ টুকু একেবারে জুড়িয়ে গেছে দিদিমা, আর একটু গরম করে আনি।" বলিয়া দুধের বাটীটা

তুলিয়া লইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। আর বাক্যহীন স্তব্ধ রমেন নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মনে মনে বোধ হয় ধরণীকে দ্বিধা বিভক্ত হইতেই অনুরোধ করিতেছিল; যাহা এতদিন অস্পষ্টভাবে সন্দেহের আকারেই তাহার অন্তরের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল কোন দুর্ব্বুদ্ধিতে কোন সাহসে সে আজ তাহাকে এমন করিয়া সুস্পষ্ট জানিয়া লইতে গেল! অমলা হয়ত তাহাকে এভাবে ভালবাসেনা একে তাহারও শতবার মনে হইয়াছে তবুও এই জানা কথা জানিবার এ লজ্জা এ বেদনার অন্ত কোথায়! কি করিয়া আবার সে অমলাকে মুখ দেখাইবে। কিন্তু যে বেদনার জালে তাহার জীবন এমন ওত প্রোত ভাবে গ্রথিত সে বন্ধন এখন সর্ব্বদেহে মনে দুঃসহ বলিয়া অনুভব করিলেও আর যে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া পলাইয়া যাইবারও রমেনের উপায় রহিল না। রাজেন্দ্রের অত্যাচারে অন্তরের যে বেদনাটা লইয়া কিছু দিন হইতে তাহাদের মধ্যে আলোচনা চলিয়াছিল সেই তাহার গুহাবাসী তপঃক্লিষ্ট সংযমী প্রেমকে আজ অমলার সমক্ষেই ধূলায় লিপ্ত হইতে হইল বটে কিন্তু অমলার হস্ত নিক্ষিপ্ত সে ধূলি মুষ্ঠি যেন বিভূতিরই নামান্তর। অমলা যেন তাহাকে অপমান করে নাই। সসম্মানে যেন তাহাকে প্রণাম করিয়া নিজে দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল অনাথ তাহাদের সেই—ই এক মাত্র আশ্রয় স্থল, সর্ব্বোত্তম আত্মীয়! অমলার এই নির্ভরত্বকে ঠেলিয়া রমেন এখন নিজের লজ্জাও বেদনার বোঝা লইয়া কি করিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইবে! এ অবস্থা যতই দুঃসহ হউক সেই অমলারই আদেশে এবং এই নির্ভরতা বলেই বুঝি রমেনকে তবুও ইহা সহিতেই হইবে।

১০

রমেন ব্যথিত ভাবে প্রশ্ন করিল, 'সত্যিই কি তুমি শীগ্‌গির এ গ্রাম থেকে চলে যাবে ?'

রাজেন্দ্র হাসিয়া উত্তর দিল, "কথাটাকে তোমার মিথ্যে বলে মনে হ'ল কেন ?'

'কি জানি কেন, চলে যাবার মত উদ্যোগও করছ আস্তে আস্তে, তাও বুঝতে পার্‌ছি। তবু কেন যে মনে হয় যেতে পারবে না,—আমাদের ফেলে চলে যাবে না,—এ বুঝ্‌তে পারি না।'

রাজেন্দ্র ম্লান মুখ, কাতর দৃষ্টি বন্ধুর হাতখানা ধরিয়া একটা উদ্দাম স্নেহের সহিত সজোরে নাড়িয়া দিল,—তার পর বলিল, 'এখনো দেরী আছে হে! যে হু'চারটে বড় রকম রোগী হাতে আছে এদের সাম্‌লে তুলি—কিম্বা সেরে ফেলি—পরে সে কথা।'

'যাই হোক্ সে কথা একদিন না একদিন সত্য হবে ত ? এটুকুর অপেক্ষায় কত দেরীই বা লাগবে ?'

'আঃ রমেন তুমি যে জগতে সকলকে চিরস্থায়ীই কর্‌তে চাও দেখ্‌ছি। তোমাদের দেশের একজন তত্ত্বজ্ঞানী রাজা লিখে গেছেন, 'তুমি কার কে তোমার * * * নানা পক্ষী এক বৃক্ষে নিশীথে বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে তারা দশ দিকে ধায়! * * তেমতি জানিবে সব অমাত্য বন্ধু বান্ধব, সময়ে পালাবে তারা কে করে বারণ।'—বুঝ্‌লে ? আমাদের

কবি মাইকেল সাহেবও বলেছেন, 'চির স্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে।'

রমেন ম্লানভাবেই একটু হাসিয়া বলিল, 'আমি ত কোন তত্ত্ব-কথা জান্‌তে চাইনি যে তাই আমাদের তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির ও তোমাদের কবির ছড়া শুনিয়ে দিলে। এ আমার তোমার ভাগ করাটুকুও বেশ উপভোগ্য! কিন্তু সে আলোচনারও আমার এখন সময় নেই। আমি কেবল জান্‌তে চাই—'

'কে বল্লে সময় নেই? আমার এখন তো 'সাঙ্গ হয়েছে রণ।' রোগী ক'টকে আজকের মত দেখা শোনা হয়ে গেছে। এখন কেদারায় ঠ্যাং ছড়িয়ে দুটো সাহিত্যালোচনা করবার অবকাশ যদি না প্রাব তা হলে তো জীবনই বৃথা। নিঃশব্দে টিপটি ছুঁড়ে যে পাশ কাটাবে তা হচ্চে না। আমি যে ঐ দুটি পূজনীয় ও মাননীয় ব্যক্তিকে 'তোমার' 'আমার' বলে ভাগ করে দিলাম, এতে আমার কোন্‌খানটায় ভুল হল দেখাও আগে। পরে অন্য কথা কইতে দেব।'

রমেন হাসিয়া অনিচ্ছার সহিতও প্রশ্ন করিল 'মাইকেল তোমার হলেন কিসে? অর্থাৎ পশ্চিমের?'

'নামে, কর্ম্মে, জীবনে, সব বিষয়েই। কেবল কাব্যে মাত্র তোমাদের, এই না?'

'কি আশ্চর্য্য! কবির কাব্য ছাড়া স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কে মানে? সেইই তাঁর কর্ম্ম, সেইই তাঁর জীবন। ব্যবহারিক জীবনে তিনি সাহেবই হোন্ আর যে নামই নেন্! তিনি আমাদের বাংলার মধুসূদন, তিনি মেঘনাদ, ব্রজাঙ্গনা, বীরাঙ্গনার কবি,—এইমাত্র তাঁর পরিচয়। তোমাদের পশ্চিমের তিনি কেউই নন্।'

বলিতে বলিতে রমেন একটু রাগিয়া উঠিয়াছিল,—সহসা চাহিয়া দেখিল, তাহার রাগ দেখিয়া রাজেন্দ্র টিপি টিপি হাসিতেছে। তখন অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া রমেন বলিল, 'আমি কি জানি না আমায় রাগাবার জন্যই তোমার এ সব বাক্‌চাতুরী! কিন্তু যখন কথা তুলেছ তখন তোমায় আমি এক কথায় ছাড়ছি না। এই যে আমি আর তুমি, এর প্রভেদটাই বা কোন্‌খানে দেখিয়ে দাও দেখি। তুমি না বারো তেরো বছর বয়স থেকে বাপের সঙ্গে য়ুরোপে ঘুরে বেড়িয়েছ! উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছ—আমেরিকায় গিয়ে বড় ডাক্তার হয়েছ! তবু কেন এই আমাদের মত অশিক্ষিতদের সঙ্গে মিশে এই বাংলার সেবা করতে এসেছ? কোন্‌খানে এই সুখ সম্পদহীন রোগক্লিষ্ট অনাহার-জীর্ণ দুর্ভাগা দেশের সঙ্গে তোমার যোগ আছে মনে কর? কই এত সৌভাগ্যের মধ্যে বর্দ্ধিত হয়েও তো এর রক্তের টান্‌কে ছাড়িয়ে যেতে পার নি! যে দেশকে নিজের ব'লে সর্ব্বদা ব্যঙ্গ কর—সে দেশ যে তোমার নয়,—তুমি যে আমাদেরই—একি আজও আমার জান্‌তে বাকী আছে! এত অসম মিল হলেও তোমায় যে লোকে আমার বন্ধু বলে! কোন্‌খানে আমি তোমার বন্ধু? বিদ্যায়, না জ্ঞানে, না চরিত্রে, না অবস্থায়—কোথায়? এই এক বাংলার নাড়ীতে, বাংলার রক্তেই নয় কি?'

রাজেন্দ্র উত্তেজনারক্ত রমেনের পীঠ মৃদু মৃদু চাপড়াইতে চাপড়াইতে শান্ত গম্ভীর মুখে বলিল, "থাম থাম, হে ছোক্‌রা! আর নয়, আমার ঘাট্‌ হয়েছে! কিন্তু তবুও বল্‌ছি যতখানি যা আমায় দিলে এর উপযুক্তও আমি নই। আমি শুধু দেশ

সেবা করতেই ফিরিনি। রক্তের টানের সঙ্গে সঙ্গে নিজের সুখ স্বস্তির টান্‌ও আমায় বারো বৎসর পরে দেশে ফিরিয়ে এনেছে।"

"এই দেশেই যে তোমার সুখ স্বস্তি আছে এ তোমায় বল্‌লে কে? যে সৌভাগ্যশালী দেশের অধিবাসী তুমি হয়েছিলে, জীবনকে যে ভাবে শিক্ষা দীক্ষার উচ্চ সোপানে তুল্‌তে অবকাশ পেয়েছিলে, এতে এ দেশের সঙ্গে এ যোগ অনুভব করবার কি এমন কারণ ছিল? তোমার বাপ তোমায় অর্থ ও তো বড় কম দিয়ে যান্‌নি। অনায়াসেই কি তুমি জন্মভূমির এ বন্ধন ছিঁড়তে পার্‌তে না?"

'অনায়াসের কথা ছেড়ে দাও, আয়াসের সঙ্গেও তা পারবার উপায় হ'ল না। জন্মভূমি সেই বারো তেরো বছরের মধ্যেই আমায় এমনি বাঁধনে বেঁধে ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তবু জন্মভূমি হ'লেও এর এই তপোবনের ধাত আমার সইছে না, এ নিশ্চয়। সে দেশের রক্ত আমার রক্তে অনেকখানি মিশে গেছে জেনো। এই নাহক্ শুখিয়ে মরা,—মিথ্যার পেছনে এক একটী জীবনের অপঘাত,—পাছে নিজের ঘাড়েও এর কোন দায়িত্ব, কোন পাপ পৌঁছে যায় এ ভয় বরাবরই আমার মনে ছিল। তাই আমায় ফিরে আস্‌তে হয়েছে। কিন্তু তোমাদের মধ্যে এসে রূপান্তরিত তপস্যা দেখে আরও চম্‌কে গেলাম।'

'আবার ভাই! মাপ্ কর—আর না! আর আমায় অসংযত করে তুল না, দোহাই তোমার। আমায় অমলার বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার পাত্রও অন্ততঃ থাক্‌তে দাও। কিন্তু তুমি নিজের কথা কি বলছিলে? তোমার ওপরেও কিসের দায়িত্ব,

আর কিজন্য তুমি দেশে ফিরেছ? কোন জীবনের অপঘাত-মৃত্যুর ভয় ছিল তোমার এসব কি বলেছিল? নিজের কথা কখনো যদি ভাল করে একটু গল্প করলে।'

'বলছি সে কথা পরে, আগে প্রথম কথাটা শোন। অমলার কাছে নিজের শ্রদ্ধা বিশ্বাসের জায়গাটি অটুট রাখ্‌বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে কিন্তু আমার জায়গাটি যে কোথায় দাঁড়াল তাকি একবার ও ভাব্‌ছ না স্বার্থপর? আর কিছুরি দাবী না রাখলেও এই শ্রদ্ধা জিনিষটি যে মানুষ মাত্রেরই মানুষের কাছে দাবী করবার বস্তু। যে কথাটি আমি তুলেছি এর ন্যায্য কারণগুলি তাঁর কাছে দাখিল করে না দিলে—তপস্বী তোমাদের কাছে মাঝে হ'তে আমি চিরদিন কি হয়ে থাকব তা একটু ভাব দেখি।'

রমেন সলজ্জে বন্ধুর হাত ধরিয়া বলিল, 'তোমাদের ব'ল না, আমার কাছে কৈফিয়তের কি আছে তোমার! তবে অমলার কাছে? কি ন্যায্য কারণ দেখাবে শুনি! বন্ধুর জন্যে বন্ধুকৃত্য এতো প্রমাণ হয়েই গেছে। তুমি যে সাহেব দেশের লোক, একে অধর্ম্ম ব'লে মনে করো না, সেই জোরেই এ কাজ করতে গেছ, এও তারা বুঝেছে। কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এ দেশের লোকের মুখ বন্ধ করবার প্রমাণও তোমার হাতে আছে সেইটা যে কি, কি কি প্রমাণে তুমি অমলার বিয়ে হয়নি আন্দাজ করেছ, কোন্ সূত্রে অমলার বাপের পাওয়ার সঙ্গে তোমার জানা শোনা হয়, তাকে জান্‌বার আগে তার জীবনের রহস্য কি করে জানতে পার—সেইগুলো আমার এখনো যে শোনা হয়নি। সে দিনের সে খবরে, তুমি জান, এই কথাটুকু

আমার কান প্রাণ এমনি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল যে এসব প্রশ্ন করারও আমার এ পর্য্যন্ত অবসরই হয়নি। আজ ওবিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে—'

'তুমি নিশ্চিন্ত হয়েছ কিন্তু আমি এখনো হইনি; সেটুকু হয়ে নিয়ে বসে বসে তোমার সঙ্গে এ গল্প করব। তোমার পকেট এডিসনের ডিস্পেনসরী রৈল, যত খুসী ডাক্তারি আর কম্পাউণ্ডারি চালাও, আমার দরকারী কাজ একটা সেরে আসি। কাল ভোরে ন'পাড়া যেতে হবে—ফিরতে বেলা হবে কি যাবে তা বলা যায় না'—

'এই এক মজার লোক! আধখানা ক'রে কথা কওয়ার এমন বদ্ অভ্যাস, একি তোমার পাশ্চাত্য সভ্যতারই অঙ্গ? কবে যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে দু'দণ্ড গল্প করবে তা জানি না। এদানি যদি পনেরো মিনিটও তোমায় স্থিরভাবে পাই!'

রাজেন্দ্র হাসিয়া বিদায় লইল। সন্ধ্যার একটু পরে অমলা যখন মণি টুনিকে নিকটে লইয়া তাহাদের ঘুম পাড়াইবার রসায়ন স্বরূপ বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর গল্প বলিতেছিল, তখন সহসা প্রদীপের ক্ষীণালোকে চাহিয়া দেখিল ডাক্তার আসিয়া দাওয়ায় দাঁড়াইয়াছে। অমলা বিস্মিত হইয়া চাহিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার সে দৃষ্টির উত্তর দিল 'টুনি মণি—তোমরা এমন মন দিয়ে গল্প শুন্‌ছ যে আমার ডাক্‌ও শুন্‌তে পেলেনা?'

অমলা মৃদুস্বরে বলিল, 'টুনি ঘুমিয়েছে, শুন্‌তে পাইনি বটে আমরা।'

'কাল সকালে একটু দূরে যেতে হবে, ফিরতে কত দেরী হবে বলা যায় না। দিদিমাকে—'

'কিন্তু দিদিমা যে ঘুমুচ্ছেন'।

'ঘুমুচ্ছেন? এখন কি ওঁর ঘুম ভাঙ্‌বার সম্ভাবনা নেই?'

'আছে, আর একটু পরেই হয়ত জাগ্‌বেন—তখন দুধ দেব।'

'আমি ততক্ষণ একটু বসছি তবে' বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ডাক্তার একটা মোড়া টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িল। অমলা কি করিয়া উঠিয়া পড়িবে ভাবিতেছে, ইতিমধ্যে ডাক্তার বলিল, 'মণির গল্প শোনা হয়ে গেছে বোধ হয়? এইবার আমার একটা গল্প শুন্‌তে হবে আপনাকে, উঠ্‌লে চল্‌বে না। যে কথাটা আমি দিদিমার কাছে সেদিন বলেছিলাম তার প্রমাণ ও কৈফিয়ত এখনো আপনারা আমার কাছে নেননি'।

অমলা একটু চুপ্‌ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'আমাদের তার দরকার নেই বলেই নেওয়া হয়নি'।

'কিন্তু আমার দেবার দরকার আছে, নৈলে যে আমি অন্ততঃ আপনাদের বিশ্বাসের কাছে নিতান্ত পশু ব'নে যাই। এটা নিশ্চয়ই জানেন যে এ ধারণাটা জগতের কারও পক্ষেই শান্তিদায়ক নয়।'

'আমরা যদি বলি যে, আপনাকে আমরা তা ভাবিনি, তাতেও কি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বেন না?'

'না'।

'তবে বলুন। কিন্তু রমেনদাদাও কি ইচ্ছা করেন আবার এই কথাগুলার চর্চ্চা হয়?'

'রমেন জানেও না যে একথা আমি আপনাকে আবার বল্‌তে এসেছি। একটা কথা বিশ্বাস করুন, রমেন প্রথম থেকেই এ

বিষয়ে সকলের কাছেই চর্চ্চা কর্‌তে পুনঃ পুনঃ নিষেধ ক'রে এসেছে। আমিই তার কারণ শুনিনি।'

'কেন শোনেন্ নি? শোনা আপনার উচিত ছিল!'

'আমার ধারণা ও বিশ্বাস আমাকে এ আমার উচিত নয় বলেই বুঝিয়েছে। কেবলমাত্র আমি বন্ধুর জন্যই একথা তুলেছি ভাব্‌বেন না। অনেক কারণই আছে, যাতে আমার একথা আপনাদের বুঝিয়ে না দেওয়া পাপ বলে মনে হয়েছিল।'

'আপনি কাকে পাপ কাকে পুণ্য বলেন তা অবশ্য আমরা জানি না, কিন্তু আপনার অনেক কারণের মধ্যে এই একটা আমারও আন্দাজ কর্‌তে পারি যে আমাদের অভিভাবকহীন নিরাশ্রয় দেখেও এই কথাটা আপনার মনে এসেছে। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না যে পাড়াগাঁয়ের গরীবের ঘরের মেয়েরা আমার মত অবস্থায় পড়্‌লে সচ্ছন্দে নিজেদের ভার নিজেরা মাথায় ক'রে নিতে পারে। তারা দিনপাত কর্‌তে জানে,—ভগবানে দেশের ও দশের ওপর তাদের নির্ভর আছে। তাদের জন্য আপনি অতব্যস্ত হবেন্ না।'

অমলার সসম্মান অথচ সতেজ কথাগুলিতে রাজেন্দ্রকে ক্ষণেক স্তব্ধ করিয়া রাখিল। কিন্তু একটু পরেই সে ভাবটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া রাজেন্দ্র উত্তর দিল, 'যখন আমার পাপ পুণ্যের কথা কর্ত্তব্যের কথা আপনি জানেন না, তখন আমার এ কথার আপনার ক্ষুণ্ণ হবার কিছু নেই। আপনার উপযুক্ত কথাই আপনি বলেছেন, কিন্তু আমিও আমার আরব্ধ কাজটুকু শেষ ক'রে যেতে চাই। যখন আমার আত্মপ্রত্যয় আপনাকে কুমারী বলেই জানে, তখন সেটুকুও আপনাকে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে আমি

বাধ্য।° তারপরে আপনারা যা ইচ্ছা করবেন, তার ওপরে আর কারও কথা চল্‌বেনা।'

'আচ্ছা আপনিই বা এটা জানাতে কিসে নিজেকে এত বাধ্য মনে করলেন? জগতে এত লোক থাকতে আপনারই হাতেই বা এ ভার কে দিল? বল্‌ছেন রমেনদাদা দেননি, আমিও দিইনি, তবে কিসের জন্য আপনি এই পাপ পুণ্যের কথা তুলছেন?'

রাজেন্দ্র আবার একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, 'আমি যখন জানি এবং মানি, তখন নিজেকে এ বিষয়ে বাধ্য বলেই আমার ধারণা।'

আপনি নিজের ধারণা নিয়েই কি জগত চালাতে চান?'

'না, কিন্তু এটুকু স্বীকার করছি যে, আপনাদের চালাতে চাই। কেন না রমেন আমার ছোট ভাইয়ের মত বন্ধু, আর আপনাদেরও আমি বন্ধু বলে গণ্য হবার দাবী রাখি।'

অমলা একটু অধোমুখে থাকিয়া মৃদুস্বরে বলিল, 'কিন্তু এ ক্ষেত্রেও এ দাবী চল্‌তে পারে কি?'

'পারে বলেই প্রস্তাব করেছি জানবেন। কিন্তু আপনি যে শুন্‌তেই রাজী হচ্ছেন না।'

'আচ্ছা, প্রথমে আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেন, আপনি এ কথা কি ক'রে জান্‌লেন?'

'যেমন ক'রে লোকে জানে। খোঁজ নিয়ে।'

'কার কাছে খোঁজ পেয়েছেন? আমার বাবার পাত্তার কাছে? কে তিনি? তাঁর নাম কি?'

'প্রয়াগের একজন ধ্বজাধারী পাণ্ডা—নাম শিউশরণ; দারাগঞ্জে তাঁর বাড়ী।'

'এখনো তিনি বেঁচে আছেন?'

'না' কিছুদিন হ'ল মারা গেছেন?'

'তিনি কি ক'রে জান্‌লেন যে—এ কথা সত্য কিম্বা মিথ্যা?"

'তিনি কেন জান্‌বেন না? সেই যে বড় লোক—যিনি দৌহিত্রের সঙ্গে আপনার বাবাকে কন্যাদানে সম্মত করেন, যাঁর সঙ্গে তাঁদের দেশে বিবাহ দিতে গিয়ে পাত্রের পিতার সঙ্গে বচসা হয়ে আপনার বাবা কন্যা নিয়ে ফিরে আসেন; সেই জমিদারের পাণ্ডাও ঐ শিউশরণ, কাজেই তিনি সবই জানতেন।'

'এসব আপনি তাঁর নিজের মুখে শুনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'তিনি কত দিন মারা গেছেন?'

'প্রায় বছরখানেকই হবে।'

'আপনি তাহ'লে এ গ্রামে আসার আগেই এ খবর জানেন বলুন? রমেন দাদার মার মুখে শুনেছি, কাকা মারা যাবার সময় আপান এ গ্রামে এসেছেন। এ ছয় মাস আপনি যে স্থানান্তরে গিয়েছেন এ তো শুনি নি। আমাদের চিন্‌বার আগেই আপনি এ খবর তা হ'লে জান্‌তেন?'

সহসা একটু যেন চমক খাইয়া যেন অগত্যার অসাচ্ছন্দ্যের মধ্যে পড়িয়া রমেন্দ্র উত্তর দিল, হ্যাঁ।'

'কিন্তু এটা কি আশ্চর্য্যের কথা নয় যে আমাদের না চিনে ও আমাদের এমন কথা যে কোথাও কেউ জানে না তা আপনিই কেবল জান্‌লেন। সেদিন যখন দিদিমার কাছে আপনি এ কথা

জোর দিয়ে বল্‌ছিলেন তখনি আমার মনে হয়েছে আপনি যে জান্‌বেন বলছেন ওটা মিথ্যে, আপনি জানেন। কিন্তু এ যে কি করে সম্ভব হ'ল তাই-ই আমি ভেবে পাচ্চি না।'

রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'সেই পাণ্ডা' আমাদেরও পাণ্ডা। তাঁর কাছে এই রহস্যময় গল্পটা আমার শোনা ছিল। আপনার বাপের নাম—তারপরে তিনি যে সেই ক্ষোভে কন্যা নিয়ে নিরুদ্দেশ হ'য়ে কোথায় চলে যান্—এটুকুও শুনি। বাঙালাদের ব্যবহারের নিন্দা করতে করতে তিনি খুব মজ্‌গুল্ ভাবেই এ গল্পটা আমাদের কাছে করেন। তারপরে দৈবক্রমে এ গ্রামে এসে পড়ে রমেন কে জেনে সেই গল্পের সূত্র ধরতে পেলাম। এতে এমন অসম্ভব আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

"আপনি তা হ'লে এলাহাবাদের লোক? সেইখান থেকে দৈবক্রমে এই এত দূরে, বাংলার এই ঘোর পাড়াগাঁয়ে এসে পড়লেন! এ যদি দৈবের কথা হয় তো সে দৈবের চেয়ে আশ্চর্য্য জগতে কিছুই নেই।'

'দৈব এই রকমই আশ্চর্য্য জানবেন। আমি এলাহাবাদের লোক নই। বছর খানেক আগে মাত্র আমি ভারতবর্ষেই এসেছি। আমার জাত নেই, আমি সাহেবদের দেশেই মানুষ তা জানেন ত? একটা দরকারে এলাহাবাদে গিয়ে এ গল্পটা অল্পদিনই শুনেছিলাম, তাই খুব ভাল করেই মনে ছিল নৈলে আপনার বাবার নামটী ভুলে গেলে আর কিছুই ধরতে পারতাম না।'

"এই-ই যে আপনি কি করে ধর্‌লেন আমায় আর একটু বুঝিয়ে দেন। এ গল্পে মনোযোগ দেবার মত এমন কি

পেয়েছিলেন আপনি? থাক্‌ত, যদি শুন্‌তেন যে বিয়ে হয়েও তারপরে বড়মানুষ কুটুম্বদের অপমানে আমার বাবা মেয়ে নিয়ে অভিমান ক'রে পালিয়ে এসেছিলেন। আপনি যেটুকু পর্য্যন্ত বল্‌ছেন ওটুকুও তো মনে রাখার মত গল্পই নয়। এমনও যদি আপনার জানা থাক্‌ত যে সেই মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে বলে রটনা হয়েছে অথচ সে কুমারী হয়েও এইভাবে আছে, তা হলেও বা আপনার এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌তে পারি।

'আমার কথা আপনি তা হলে কতকটাও অন্ততঃ বিশ্বাস কর্‌ছেন? কোন্ পর্য্যন্ত বিশ্বাস কর্‌ছেন জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি? আপনি তো এটা মনে কর্‌ছেন না যে আমি কিছুই জানি না—সমস্তই আমার মিথ্যা রচনা। বন্ধু রমেনের ভগ্ন অন্তর জুড়ে দিতে আমার এ সব আগাগোড়া কার্‌সাজি মাত্র?'

'না, কিছু আপনি নিশ্চয়ই জানেন এ আমিও বুঝেছি, কিন্তু সবটা জানেন কি না এইটাই সন্দেহ হচ্চে। আর নয় ত সবই জানেন, কিন্তু কিছু 'রেখে ঢেকে' বল্‌ছেন। সব বলতে চান্ না।'

'কোথায় আপনার সন্দেহ হচ্চে বলুন, আমি খণ্ডন ক'রে দিতে পারি কি না চেষ্টা ক'রে দেখি।'

'আপনি একটা কথা মাত্র সত্য ক'রে বলুন—তা হ'লেই আর কিছু বলবার দরকার হবে না। কিন্তু আমার এ বিশ্বাসের মূল্য আপনি রাখ্‌বেন, সত্য বল্‌বেন। বলুন আপনি যা আমাদের বোঝাতে চান্ এ কি সত্য?'

'হ্যাঁ, আমার ধারণায় বিদ্যা বুদ্ধিতে আমার স্থির বিশ্বাস যে আপনি কুমারী। রমেন ভিন্ন জগতে আপনার—'

'এত কথা আপনি কেন বলছেন ? হয়ত আপনার ধারণা আর আমাদের ধারণা এক নয়। বলুন আমি আমার ধর্ম্মের কাছে, সমাজের কাছে, সকলের কাছেই কি তাই ? রমেন দাদার কথা আপনি বারে বারে বল্‌ছেন, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু যখন জানা গেল আমার একজন স্বামী আছেন, তখন তিনি আমার ভাইয়ের মতই দুঃখে দুর্দ্দিনে আমাদের সাহায্য করে থাকেন। তাঁর নাম আপনি এভাবে আমার কাছে কর্‌বেন না। কেবল সত্য করে বলুন যিনি আছেন বলে আমার এই পাচ বৎসরের ধারণা, তিনি আছেন কি না ? এখন যদি তিনি বেঁচেও না থাকেন একদিন ছিলেন কি না।—এই মাত্র আমি জান্‌তে চাই, আর কিছু না।'

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া অমলা আবার বলিল, 'আমার সন্দেহটাও আপনাকে তবে আমি বলে নিই। দিদিমার কাছে যেদিন আপনি একথা বলছিলেন আমার সেইদিন থেকেই সন্দেহ, হয়েছে আপনি তাঁকে জানেন। আপনি হয়ত তাঁরই কোন আত্মজন। সব জেনে শুনেই আপনি এ গ্রামে এসেছেন। এত কথা তাঁদেরই আত্মজন ভিন্ন অন্য কারও জানার সম্ভাবনা কখনই নেই। তা যদি থাক্‌ত' আমার বাবার পিসি, রমেন দাদা এরা নিশ্চয়ই তত্ত্ব পেত। বাবা যা লুকিয়ে রেখে গেছেন তা তাঁরা ভিন্ন কেউ খুলতে পারে না। বলুন আপনি, আমার এ সন্দেহ কি মিথ্যা ?'

অমলার অচঞ্চল কুণ্ঠাশূন্য অমলিন দৃষ্টির আলোকের নিকট দৃষ্টি নত করিয়া রাজেন্দ্র তখন ধীরে ধীরে উত্তর দিল, 'আপনার কাছে যখন আর অস্বীকার করার উপায়ই নেই তখন স্বীকার কর্‌ছি, হ্যাঁ আমি সেই গর্ব্বিত বংশেরই একজন বটে। আপনাদের

ওপর যা অন্যায় হ'য়ে গেছে তারই সংশোধনের জন্য আপনার সন্ধানেই আমি এ গ্রামে এসেছি, এ কথা সত্য। যার সঙ্গে আপনার অন্তরে বাহ্যে কোন সম্বন্ধই কোন দিন স্থাপন হয়নি তারই উদ্দেশ্যে আপনার ওপর সমাজের এ অন্যায় অত্যাচার—

'কিন্তু তাই বা আপনারা কি করে জান্‌লেন? একজন গরীব আপনাদের বংশে মেয়ে দেবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গিয়েছিল, তারপর অপমানিত হয়ে যদি ফিরে থাকে এ আর এমন কি কথা!—সে মেয়েকেও সে গরীব কুমারী বলেই সকলকে জানিয়েছিল। তারপরে আবার তার কপালে এমন বিড়ম্বনা ঘটেছে—আপনাদের বংশে তার বিয়ে না হ'য়েও সে সেই মিথ্যা সম্বন্ধেই জড়িয়ে আছে এ আপনারা কি করে জান্‌লেন? আপনাদের বংশে যথার্থ জড়িত না থাক্‌লে তার খোঁজে এত খোঁজ নিয়ে আপনি এই গ্রামে এসেছেন, এও কি আমায় বিশ্বাস কর্‌তে বলেন?'

রাজেন্দ্র নিঃশব্দে কেবল অমলার পানে চাহিয়া রহিল মাত্র, কোন উত্তর দিতে পারিল না। অমলাও একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নতনেত্রে মৃদুস্বরে বলিল 'আমি আবারও বল্‌ছি আপনি জানেন অথচ বলছেন না।'

'স্বীকার তো করেছি, আমি সেই বংশেরই একজন।'

'আপনাদের সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ না থাক্‌লে কখনই আপনি এ খোঁজ কর্‌তে বেরোন্‌নি। কিন্তু এমন অবস্থায় তা আমি জান্‌তে পার্‌লাম যে লজ্জা কর্‌বারও আমার অবকাশ নেই। প্রণাম কর্‌তে পারি কি আপনাকে?'

রাজেন্দ্র বাধা দিয়া প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, 'একি কর্‌ছ অমলা—আপনি এ কি কর্‌ছেন? কোন্ সম্বন্ধকে আপনি এমন করে

স্বীকার করছেন তা কি বুঝতে পারছেন? যাকে আপনি কখনো জানেন না, চেনেন না, অতি ছোটতে অজ্ঞানে বলির পশুর মত সমাজের হাড়িকাঠে আপনার বাবা যদি আপনাকে সেখানে উৎসর্গ করেই থাকেন সে সম্বন্ধও কি আপনার স্বীকার করবার? তারা আপনার কেউ নয়—কিছু নয়। আর যাকে আপনার অন্তর জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে স্নেহ ভালবাসা আদান প্রদানের দিনে স্বীকার করেছে তাকেই আপনি নিজের মনের কাছেও অস্বীকার করে এ আপনি কি করছেন?'

"আমি তাঁকেই মাত্র স্বীকার করেছি যিনি আমার স্বামী। যিনি তিনি না হ'তে পেরেছেন তিনি আমার আত্মীয় হতে পারেন কিন্তু তার বেশী আর কিছু নন। আপনারা আমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার না করুন ক্ষতি নেই, আপনার পরিচয় আমি চাই না। কেবল এইটুকু জেনে রাখুন তিনি আমার সর্ব্বপ্রকারেই স্বাকারের। আশা করি এর পর আর আমায় ও সব কথা বলবেন না। যদি বলেন, আর আমি আপনার সামনে বেরুব না। আপনার পরিচয় সকলকে দিয়ে আমি আপনার অসম্মান করব এ ভয়ও করবেন না। রাত হয়ে যাচ্ছে আপনি তাহলে আসুন, এত রাত্রে কি দিদিমাকে আর ব্যাটারী দেবেন?'

রাজেন্দ্র স্তব্ধনেত্রে অমলার পানে চাহিয়া চাহিয়া বলিল 'তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকারে আমার অসম্মান অমল! না, বরং সম্মান। কিন্তু কি পরিচয় আমি দিতে পারি আজ তোমার কাছে?'

'যা সত্য। অসম্মান বোধ যদি না করছেন তবে কেন এতদিন তা লুকিয়ে রেখেছেন? কেনই বা এ সব কাণ্ড করলেন? আমায় এত লজ্জা দিলেন—"

"কেন করলাম তা আজ আর তোমায় বুঝুতে পারিবনা। যা পুরুষ হ'য়েও রমেন ধরতে পারলে না, একদিনও সন্দেহ করলেনা, তা যে এমন করে—এ আমি স্বপ্নেও আশঙ্কা করিনি।

এ লজ্জা তোমার নয় অমলা এ লজ্জা আমারই একা। এ ভয় আমার একেবারেই ছিল না, আমায় তোমরা একেবারেই চিনবেনা জানি বলেই ইচ্ছা করেছিলাম যদি তোমরা পরস্পরকে চাও তাহলে আমিই তোমাদের যুক্ত করে দেব। আমার পরিচয়েও আজ আমার যে কতটা লজ্জা—'

'পরিচয়ে আপনার লজ্জা! ভয়!. কেন? আপনি--কে?' অমলার শুষ্করুদ্ধ কণ্ঠ হইতে তাহার অজ্ঞাতেই প্রায় শব্দ কয়টা বাহির হইয়া গেল। তারপরে নিঃশব্দে পরস্পর কেবল উভয়ের পানে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিতে থাকিতেই অমলার ক্রোড়ের উপর রক্ষিত মণির মাথাটী গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল এবং অমলা সহসা দেওয়াল ধরিয়া উঠিয়া টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। তাহার পরে ধপ্ করিয়া একটী শব্দ হইল, কে যেন সমস্ত দেহ ছাড়িয়া দিয়া সবেগে শুইয়া পড়িল কিম্বা পড়িয়াই গেল। মাথাটা কোমল উপাধানচ্যুত হওয়ায় মণিও বাহিরে জাগিয়া উঠিয়া 'দিদি দিদি' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। টুনিও জাগিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ধরিল 'ও দিদি তুমি কোথায় গেলে? ও দিদি!' ঘরের ভিতরে দিদিমা বুড়ী 'অমা—অমন করে শুলি কেন? ওরে অমা ওঠনা!' বলিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। কাহাকেও ভূতের ভয় দেখাইয়া যেমন করিয়া লোকে নিঃশব্দে পলায়, তেমনি করিয়া রাজেন্দ্র অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া পলাইয়া গেল।

১১

তুইদিন পরে রাজেন্দ্র-ডাক্তারের আবাসের সম্মুখের অঙ্গন যখন তাহার ঘোড়ার পায়ের শব্দে এবং হ্রেষারবে সচকিত হইয়া উঠিল তখন তুইদিন পরে গৃহাগত প্রভুর পরিচর্য্যার জন্য ব্যস্ত-সমস্ত ডাক্তারের পরিচারক ব্যগ্রভাবে বাহিরে আসিয়া দেখিল রমেনবাবু তাহার অগ্রেই সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরিয়া প্রভুর হাতের চাবুক টানিয়া লইয়াছেন। প্রভু ঘোড়া হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িলেন এবং সহিসের হাতে ঘোড়া ও চাবুকের ভার দিয়া উভয়ে কথা কহিতে কহিতে ঘরের দিকে চলিলেন দেখিয়া ভৃত্যপ্রবর তখন তাড়াতাড়ি সহিসের হস্তত্যক্ত ঔষধের ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া উভয়ের পশ্চাধ্বাবন করিল।

তাহার সাহায্যে ধড়া চূড়া ত্যাগ করিতে করিতে রাজেন্দ্র তুই এক কথায় তাহার ও গৃহের কুশল জানিয়া লইয়া রমেনের পানে চাহিয়া বলিল "তারপরে ? গ্রামের কি খবর ?"

"এদিক্ সব ভালই, কিন্তু নিজের খবর আগে দাও দেখি। নপাড়া তো মোটে ক্রোশ তিনেকের পাল্লা—সেখানে গিয়ে গোটা গোটা তুদিন কেটে গেল, এর অর্থ কি ?"

"অর্থমনর্থং—অর্থই অনর্থের মূল জানতো! ওখান থেকে গোবিন্দপুরের একটা বড় রকম ডাক পাওয়া গেল। মোটারকমের পাওনা, কাজেই আরও ক্রোশ কতক গমনাগমনের পাল্লাতেই পড়া গিয়েছিল।"

"গোবিন্দপুর ? আঃ—খাঁটি সাত ক্রোশ এখান থেকে।

এই বিশ্রী সময়ে মাঠে মাঠে চষা জমির আল্ ভেঙে নালা ডিঙিয়ে টপকে এই ঘোড়দৌড় ? তারপর স্নান আহারের অনিয়ম—”

“পথের কথা যা বল্ছ বরং নিজেদের দেশ ব’লে অনেকটা রেখে ঢেকেই বল্ছ, কিন্তু স্নানাহার ?—না মশায় শত্রুতেও তোমাদের এই সব গ্রামের সে অপবাদ দিতে পার্‌বে না। জামাই আদরেই এ দুদিন কাটান গেছে। নৈলে অন্ততঃ কাল সন্ধ্যায় এসে পৌছুতে পার্‌তাম। তোমাদের এদিকে বড় ডাক্তার কি ইন্‌স্পেক্টর যার বাড়ী স্নানাহার করে তিনি নিজেকে রাজসম্মানিত বলেই যে মনে করেন। রোগীর কথা তলায় পড়ে রইল, কাল পাঁঠা পোলাওয়ের ধূম কি !”

“আর সেই পাঁঠা পোলাওয়ের লোভেই বুঝি দিন রাতটা কাটিয়ে এসেছে বোঝাতে চাও আমায় ? রোগীটি কেমন ? আর ছুটতে হবেনাত ফিষ্টের লোভে ?”

“দিন দুই বাদে আর একবার হয়ত ডাক্ পড়তেও পারে, তবে সাম্‌লে গেছে বলেই মনে করি। যাক্ দিদিমা কেমন ? জুনিয়র ডাক্তার সাহেব এ দুদিন—”

“একেবারে ভেড়াকান্ত ব’নে গেছেন। অমাবস্যার পাল্লায় আবার তাঁর জ্বর দেখা দিয়েছে। সর্ব্বাঙ্গে বাতের ব্যথা বিষম আউরে উঠেছে। তবে বাঁ দিক্‌টাতেও সে ব্যথা তিনি অনুভব কর্‌ছেন।”

“পক্ষাঘাতের পক্ষে এটা শুভলক্ষণই বলতে হবে। হয়ত এ আগন্তুক রোগটা তাঁর এ বয়সে যতটা সারাতে পারা সম্ভব ততটা সেরে যাবে, কিন্তু অন্যান্য অবস্থায় বেশীদিন যে বাঁচবেন এমন মনে হয় না। যাক্—কি ব্যবস্থা কি করেছ ?”

"রাতের ও জরের যা করা চলে মোটামুটি ভাবে তাই, আর ব্যাটারী বন্ধ রেখেছি।"

"ভালই। এইবার স্নানাহার সেরে নিদ্রার উদ্যোগ দেখি। পরের বাড়ীতে আহারটা একরকম চল্‌লেও নিদ্রাটি ভাল চলেনা হে। দু রাত্রিকে পুষিয়ে নিতে হবে।"

"নাও তাই, বিকেলে ওঁকে দেখ্‌তে যেও একবার। আমারও কিছু কথা আছে।"

"সব কাল, আজ আর কিছুনা।"

পরদিন অনেকটা বেলা হওয়ার পরে রমেন একটু ব্যস্তভাবে আসিয়া বলিল "এখনো যাওনি ?"

রাজেন্দ্র আলস্য ত্যাগ করিয়া বলিল "এইতো সবে শয্যাশ্রয় ত্যাগ কর্‌লাম। চাটি পান না কর্‌লে চরণদ্বয় একেবারে অচল, শরীরটি ততোধিক।" হাতমুখ ধুইয়া মাত্র চায়ের পেয়ালায় তাহাকে চুমুক দিতে দেখিয়া রমেন বলিল "ওকি—কিছু খেলেনা ?"

"খিদে একেবারে নেই, দুখানা বিস্কুটও খেতে ইচ্ছে হচ্চেনা।"

"পরশুদিনের পাঁঠা পোলাওয়ের জের নাকি ?"

"হ'তে পারে। সর্ব্বাঙ্গে এমন ব্যথা বোধ হচ্চে, দাওত হে একটু কুইনাইন আর ষ্টিমুল্যাণ্ট ফোঁটাকতক।"

রমেন উঠিয়া যথা নির্দ্দিষ্ট কাজ করিতে করিতে বলিল "ঘোড়-সওয়ারের অশেষ দুর্গতি। চোদ্দ পনেরো ক্রোশ চলা—একটু আধটু ব্যথা বোধ হবে বৈকি।"

"চল এইবার বেরুনো যাক্। দিদিমাকে দেখে রায়দের ওখানে একবার যেতে হবে, ডেকে গেছে।"

অমলার দিদিমার জ্বর তখনো ত্যাগ হয় নাই। মালিশ ও ফোমেণ্টেশনের পর তিনি হাতে পায়ে ফ্লানেল জড়ানো অবস্থায় শুইয়াছিলেন। ডাক্তারকে দেখিয়া একটু দুঃখের সহিত হাসিয়া বলিলেন "এ ভাঙা ছাত আর কত মেরামত ক'রে খাড়া রাখ্‌বে দাদা তোমরা? রমেনকে এত বল্‌ছি ওরে আর ওষুধ দিতে হবেনা, তা শুন্‌ছেনা। তোমারও হাতে ধরে বল্‌ছি আরনা, নিজেরাও এইবার রেহাই নাও; আমায়ও দাও ভাই।"

সে কথা কানে না করিয়া রাজেন্দ্র দিদিমার জ্বর পরীক্ষা করিয়া দেখিল এবং অন্যান্য শারীরিক অবস্থার কথা রমেনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে লাগিল। শেষে ব্যবস্থার কথা বলিতে গেলে দিদিমা দার্ঢ্যতার সহিত বলিলেন "না দাদা আর আমি তোমাদের ওষুধ খেতে পারিনা, দুদিন একটু টোটকাটুট্‌কি খেয়ে দেখে ভগবানের নাম নিয়ে প'ড়ে থাক্‌ব। তোমাদের কথা আর শুন্‌ব না।"

রাজেন্দ্র তখন প্রতিবাদ করিয়া বলিল "তাহলে এতদিনের চেষ্টা সবই মিথ্যা হয়ে যাবে জানবেন। ওষুধ আপনাকে খেতেই হবে আরও কিছুকাল।" রমেনও তাহার কথা অনুমোদন করিতে যাইবামাত্র দিদিমা জোরের সহিত বলিয়া উঠিলেন "না ভাই, তুমি আর আমাদের জন্যে এমন করে নিজের কাজ ক্ষতি ক'রনা। পরের জন্য পরে দিন রাত এমন ব্যস্ত থাকলে লোকে কি বল্‌বে! নিজের কাজে যাও। দিদিমাই বল আর যা-ই কর দাদা, পর বইতো লোকে আপন বলবেনা।"

রাজেন্দ্র একটু বিস্মিতভাবে রমেনের মুখের পানে প্রশ্নসূচক

দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র রমেন শুষ্ক মুখে মাথা হেঁট করিল। রাজেন্দ্র বুঝিল ইতিমধ্যে কিছু একটা হইয়াছে, কিন্তু তাহা যে কি তাহা আন্দাজ করা শক্ত। যাহা মনে করা চলে তাহাতে বেচারা রমেনের উপর ইহাদের এ চাপ্ দেওয়া কেন? তবে কি প্রকারান্তরে রাজেন্দ্রই ইহাদের লক্ষ্য? রমেনকে উদ্দেশ করিয়া রাজেন্দ্রকেই একথা জানানো হইতেছে যে পরের অধিক আত্মীয়তায় তাহাদের সম্ভ্রম হানি হইতেছে। এ বাটীর ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে কেহ কোথাও একেবারে লুকাইয়া থাকিতে পারে না। কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব বেশ জানা যায়, কিন্তু আজ অমলা তাহার আসিবার পূর্ব্বেই এমনভাবে সারিয়াছে যে তাহার যেন উদ্দেশই নাই। কিন্তু বেচারা রমেন! নির্দ্দোষীর উপরে এ দৌরাত্ম্য কেন?

রাজেন্দ্র শুষ্কভাবে একটু হাসিয়া বলিল "আচ্ছা রমেনের সঙ্গেই নাহয় আপনার আড়ি হয়েছে দিদিমা আমার সঙ্গে তো হয়নি। ডাক্তার তো কখনো আপন বা পর হয়না! আমার ওষুধ খেতে আপনার তো এ বাধা নেই।"

দিদিমা গম্ভীর মুখে বলিলেন "তোমায় তো আমরা ডাক্তার বলে মনে করিনা রমেনের বড় ভাই বলেই জানি। তাই এত দৌরাত্ম্য, এত আবদার কার দাদা। সেই রমেনকেই যখন পর মনে করে চল্‌তে হ'ল আমাদের, তখন তোমার ওপরেও আর কিসের জোর? ঠাট্টা নয় দাদা, আর আমি ওষুধ খাবনা। মাঝে মাঝে এক এক বার খবর নিও, তাহ'লেই আমাদের ঢের হবে।"

"কিন্তু আপনি রোগী, জ্বরের উচ্ছাস এখনো আপনার মাথার

মধ্যে রয়েছে। আপনার কথাতো ডাক্তারের মান্‌লে চলেনা; আপনি ওঁকে একবার ডাকুন। ওঁর মতটা জেনে যাওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।"

দিদিমা সবেগে বলিয়া উঠিলেন "ও আবার কি বল্‌বে, ওর মত আমার মত কি ভিন্ন? আমি আর ওষুধ খাবনা।"

রাজেন্দ্র ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল "আচ্ছা তাহলে আমরা আজ যাই, দরকার বুঝলেই ডেকে পাঠাবেন।" বলিয়া উঠিয়া পড়িতেই রমেনও শুষ্কমুখে সঙ্গে সঙ্গে উঠিল। উভয়ে গৃহের বাহিরে আসিয়া অঙ্গনে পা দিতেই দেখিল পার্শ্বের ঘর হইতে অমলা বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই উভয় বন্ধুর চলৎশক্তি যেন রোধ হইয়া গেল। অমলাকে এমন বেশে কেহই কখনো বোধ হয় দেখে-নাই। সে পাড়ওলা কাপড়ও পরিত এবং হাতে কাঁচের চুড়ীও ছিল বটে—কিন্তু সেগুলো যেন নিজের কুণ্ঠায় নিজেরাই অমলার সঙ্গে মিশিয়া থাকিত। তাহার মলিন বস্ত্রের সে পাড় বুঝি কাহারো চোখেও পড়িত না। আজ সে একটী পরিষ্কার চওড়া লাল পাড়ের কাপড় পরিয়াছে। সদ্য স্নান সিক্ত সুকৃষ্ণ কেশ রাশির উপরে সে পাড়টী বেড়িয়া আসিয়া মাঝখানে দ্বিধা বিভক্ত হস্ম সিথার উপরের উজ্জ্বল সিন্দুর রেখাটিকে যেন দ্বিগুণ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। কপালেও একটা সিঁদুরের বড় টিপ। অমলা সিঁদুর পরিত কিনা তাহা বোধ হয় গ্রামের লোক এ পর্য্যন্ত কেহই জানিত না। রাজেন্দ্র ও রমেন নির্ব্বাকভাবে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দেখিল অমলা তাহাদের নিকটে আসিয়া সহসা নতজানু হইল। চারিদিকের আরক্ত রাগের মাঝখানে তাহার

অধিকতর পাণ্ডুবর্ণ পেলব মুখ ও অর্দ্ধনিমিলিত সুদীর্ঘ নয়নে ম্লান দৃষ্টি একবার যেন রঙে রঙ্ মিলাইল। প্রথমে রাজেন্দ্রকে পরে রমেনকে এক একটী প্রণাম করিয়া মাথা তুলিয়া আর সে কিন্তু দাঁড়াইল না। কাহাকেও একটি কথা কহিবার পর্য্যন্ত অবকাশ না দিয়া একেবারে দিদিমার ঘরে গিয়া ঢুকিল। কথা কেহ বোধ হয় কহিতেও পারিত না, কেননা রাজেন ও রমেন উভয়েই শেষ পর্য্যন্ত একেবারে নিস্পন্দ ভাবেই দাঁড়াইয়া ছিল।

রায়েদের বাড়ী হইতে ফিরিয়া রাজেন্দ্র দেখিল রমেন তাহারই বসিবার স্থানে বসিয়া আছে। রাজেন্দ্রও আসনের একদিকে বসিয়া বলিল "বাড়ী যাবে না?"

"যাব একটু পরে।"

"নাওয়া খাওয়ার সময় হল যে, তোমার চাল নিতে বলি বামুন ঠাকরুণকে?"

"বল।"

"তাহলে স্নান ক'রে নাও।"

"নিচ্ছি একটু পরে।"

রাজেন্দ্র ক্ষণেক তাহার পানে চাহিয়া বলিল "এই দুদিনের মধ্যে কিছু কি ঘটেছে বল্‌তে পার?"

"দেখ্‌তেই তো পেলে।"

"কি দেখ্‌তে পেলাম? দিদিমার অদ্ভুত ব্যবহার?"

"ওর একটী কারণ আছে, বল্‌ছি সে কথা। আর কিছু দেখ্‌লেনা কি? অমলাকে দেখ্‌লে না?"

"ওঁর প্রণাম করার কথা বল্‌ছ?"

"সেতো বিদায়ের প্রণাম! আমাদের মতের ও প্রমাণের

বিরুদ্ধে তার নিজের যুদ্ধ সাজ লক্ষ্য করলে নাকি? আমাদের সে বুঝিয়ে দিলে না কি যে সে কুমারী নয় সে সধবা। তাকে আমরা সেসব কথা বলে অপমান করেছি, পাপ করেছি।”

রাজেন্দ্র নীরবেই রহিল। একটু পরে যন্ত্রণা বিদ্ধ স্বরে রমেন বলিল “কিন্তু কেন আর এ তিরস্কার? না বুঝে না হয় একটা ভুল করে ফেলেছি তার কি ক্ষমা নেই? আমি তো একথা ভাল করে বুঝতে পারার পরে—সেদিনের পরে—আরতো কিছু করিনি। কোন প্রসঙ্গওনা। যে টুকু অধিকার সে স্বেচ্ছায় দিয়েছে সেই টুকুর মাত্র আমি উপযুক্ত থাক্‌তে চাই। তাতেও কেন এত আপত্তি? দিদিমা এই ক'দিন ক্রমাগত আমায় বিয়ে কর্‌বার জন্য অনুরোধ কর্‌ছেন। এনাহলে তাঁরা নাকি সুস্থ হতে পার্‌বেন না। তোমায় কন্যা সন্ধানের জন্য লাগাবেন, বল্‌ছিলেন। এত বেশী ক'রে ধর্‌লেন যে শেষে আমার আপত্তি জানাতে বাধ্য হতে হল। সেই ক্ষোভে দিদিমা আজ পর বলে আমায় এ তিরস্কার গুলো করছেন। তোমারও “চোরা গাইয়ের অপরাধে কপিলার বন্ধন।”

রাজেন্দ্র একটু চিন্তিতভাবে নীরস স্বরে বলিল “শুধু কি এই? আমরা সর্ব্বদা ওদের বাড়ী যাই, বেশী রকম আত্মীয়তা জানাই, এতে বোধ হয় পাড়ার লোকের কাছে ওদের কোন কথা শুন্‌তে হয়েছে। আমিও এইরকম তুমিও অবিবাহিত, বিশেষ অমলারই সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়ার তুমি যে এমন ভাবে আছ এসত্য লোকের চোখে এখন পড়তে আরম্ভ হয়েছে। আমাদের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতায় নিশ্চয় তাঁদের লজ্জায় পড়তে হচ্চে। আমার কথা ছেড়ে দাও, যেতে না বললেই আমার কর্ত্তব্য ফুরালো,

আমার সঙ্গে তাদের আর কোন সম্বন্ধই থাকবে না জানেন। কিন্তু তোমায় ওরা আত্মীয়ের মত চিরদিনই পেতে চান, তাই তোমার বিবাহের জন্য এ জেদ্ ধরেছেন, বুঝলে? তোমার বিবাহ হলে কেউ তো আর কিছু বলতে পারবে না।"

রমেন সবেগে বলিয়া উঠিল "তাইই যদি কেবল হবে তাহলে অমলার এরকম বেশের অর্থ কি? সেকি আমার এই অপরাধের দণ্ড স্বরূপই আমার এ শাস্তির ব্যবস্থা কর্ছে না? তাকে আমি এই চোখে দেখেছিলাম—এইভাবে পেতে চেয়েছিলাম, তারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমায় বিবাহ করতে হবে এবং সে যে আমার মনের দ্বারাও অস্পর্শ্যা এই কথা আমায় জানাবার জন্য বুঝিয়ে দিচ্চে সে সধবা, তার স্বামী আছে।"

রাজেন্দ্র জড়িত স্বরে বলিল "তার অন্য কারণও তো থাকতে পারে। একটু একটু শীত কর্ছে গায়ের কাপড়টা দাও তো। জ্বরই আস্বে নাকি?"

রমেন গাত্রবস্ত্রটা রাজেন্দ্রের গায়ের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিয়া যাইতে লাগিল "অন্য আর কি কারণ থাক্তে পারে আমায় বোঝাও। আমি বিবাহ না কর্লে আর সে আমার এ আত্মীয়তাটুকুও সহ্য কর্তে পার্বে না এই তার হুকুম। এত বড় অন্যায়—এতখানি অত্যাচার কর্বার আগে একবার ভেবে দেখ্লে না যে—"

রমেনের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। রাজেন্দ্রও নিঃশব্দে গায়ের কাপড়টা গায়ে জড়াইয়া চেয়ারের উপরে মাথা রাখিয়া মাঝে মাঝে যন্ত্রণাসূচক উঃ আঃ শব্দ করিতে লাগিল।

ক্ষণপরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া রমেন বলিল "আচ্ছা তুমি যা

বলবে বলেছিলে, তোমার কথার উপরই নির্ভর করে যে লজ্জায় আমি পড়লাম সে যে তুমি কি প্রমাণে বলেছ সে সব কথা এখনো আমার খুঁটিয়ে শোনা হয়নি। নিজের আবেগে অন্ধ আমার তোমার কাছ থেকে তা ভাল ক'রে জেনে নেবার ধৈর্য্যও থাকেনি। তুমি জান' অমলা কুমারী, এই কথাটুকুতেই আমার অন্তরের সব বাধা উড়ে গিয়েছিল। জগতের আর কিছু আমার ভেবে দেখবার কথা মনে হয়নি, আমি এমনি মুর্খ। বল এখন আমায় কি প্রমাণে তুমি সে সব বলেছ? আর সে প্রমাণ কি সূত্রেই বা তুমি আবিষ্কার করতে গিয়েছ? এখানে আসার আগেই—আমাদের জান্‌বার আগেই কি তুমি এ সব জান্‌তে? কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব হবে?"

রাজেন্দ্র শীতে দাঁতে দাঁত চাপিয়া তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিল "কি করে তা সম্ভব হবে?"

"কিন্তু তুমি যে বলেছ সে পাণ্ডা মরে গেছে, তার সঙ্গে তোমার এক বৎসর পূর্ব্বে মুখোমুখি কথা হয়েছিল? অথচ তুমি মাস সাতেক তো এইখানেই—"

রাজেন্দ্র সেই অবস্থার মধ্যেও হাসিয়া ফেলিয়া বলিল "এতদিনে এন্‌কোয়ারিতে বেরুচ্ছ বন্ধু? হায়রে অন্ধ প্রেমিক! কিন্তু টু-লেট—টু-লেট। ইতিমধ্যেই তা যথাস্থানের দারোগার হাতে ধরা পড়ে গেছে।"

"ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল, স্পষ্ট করে বল? কে কোথায়, ধরা পড়লে—কিসে—"

"আজ আর নয়, এর পরে। এর পরে একদিন—"

রমেন প্রায় চেঁচাইয়া উঠিল "যে দিনই একথা তুলতে চাই

সেই দিনই তুমি 'আজ নয় আজ নয়' করে ওঠো। আজ আর তোমায় ছাড়্‌ছিনা, বলতেই হবে সব—"

রাজেন্দ্র হাতছানি দিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিয়া শান্তস্বরে বলিল "পাগল, মাথায় হাত দিয়ে দ্যাখো দেখি, কথা কি আর কইতে পার্‌ছি—"

রমেনের তখন যেন অপহৃত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। লাফাইয়া উঠিয়া রাজেন্দ্রের ললাট স্পর্শ করিল।

"উঃ। এযে ভয়ানক গরম, এতখানি জ্বর এনে ফেললে?"

"তাই তো বলছি, বড ভাল ঠেক্‌ছেনা। বিছানায় এই বেলা পেড়ে ফ্যালো, নৈলে তুমিই মুস্কিলে পড়্‌বে।"

আস্তে ব্যস্তে রমেন রাজেন্দ্রকে প্রায় টানিয়া লইয়া গিয়া শয্যায় ফেলিল এবং দেখিতে দেখিতে রাজেন্দ্র জ্বরের ঘোরে অভিভূত অচৈতন্য হইয়া পড়িল।

## ১২

একান্ত অজ্ঞানাচ্ছন্নভাবে রাজেন্দ্রের কতক্ষণ বা কয়দিন কিরূপে কাটিয়াছিল তাহা তাহার স্মরণে, নাই কিন্তু নিজেকে অনুভব করিবার শক্তি পাইবামাত্র সে জড়িতকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল "রমেন—রমেন।"

রমেন নিকটেই ছিল, তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া উত্তর দিল।

"কই,কোথায় তুমি" বলিয়া হস্তপ্রসারণ করিয়া রাজেন্দ্র তাহাকে স্পর্শ করিল? তেমনি জড়িতকণ্ঠে অস্থিরভাবে বলিল "বড় যন্ত্রণা—মাথায়—সর্ব্ব শরীরে, এ বোধ হচ্ছে টাইফয়েড—না?"

রমেন একটু নিরুত্তর থাকিয়া গলা ঝাড়িয়া যেন নিজেকে দমন করিয়া লইয়া বলিল "না, তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক। দেবগ্রাম থেকে মহেশবাবুকে আনাচ্চি। তিনি বলছেন হাই ফিবারমাত্র। কোন ভয় নেই।"

অর্দ্ধ-অজ্ঞান রাজেন্দ্র সেই অবস্থাতেই খানিক হাসিয়া ফেলিয়া বলিল "আমায়ও কি ছেলেমানুষ পেলে? বড় কষ্ট পাচ্চ তোমরা আমায় নিয়ে। এখনো কতদিন কে জানে—"

"তুমি এসব কিছু ভেবোনা, নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোও" বলিয়া রমেন সস্নেহে তাহার মস্তক স্পর্শ করিল। কিন্তু রোগী নিশ্চিন্ত হইল না। সহসা উদ্বিগ্নভাবে মাথা চালিয়া যেন এদিক্ ওদিক্ দেখার চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া উঠিল "একা আছ তুমি? তুমি কি একা—?"

যেন এই অজ্ঞান মোহাচ্ছন্ন অবস্থাতেও সে কাহারো আগমনের প্রত্যাশা করিয়াছিল। নিজেকে অনুভব করিবার শক্তি অল্পমাত্রায় পাইবামাত্রই সেই কথা তাহার মনে পড়িয়াছে। এবং তাহার উপস্থিতির বিষয়ে সহসা সন্দিহান হইয়া সে কেমন যেন বেশী রকম অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। রমেন তাহার কথার উত্তরে কেবল তাহাকে সুস্থিরভাবে শুইয়া থাকিতেই অনুরোধ করিতে লাগিল। তখন রাজেন্দ্র সহসা প্রশ্ন করিয়া উঠিল "আমায় কি কেউ দেখতে আসেনি—কেউনা?"

"কেন আস্‌বেনা। গ্রামের বেশীর ভাগ লোকই তুমি কেমন আছ জান্‌তে বাড়ীটিকে ভরিয়ে ফেলছিল কদিন। ডাক্তারের গোলমাল করা বারণ বলেই তাঁদের খোঁজ নেওয়ার ধাক্কা আমায় সামলাতে হয়েছে।"

"গ্রামের লোকেরামাত্র? আর কেউ আসেনি? আর কেউ না?"

"আর কে আসবে? কার কথা বলছ?"

রাজেন্দ্র বিমূঢ়ভাবে "দিদিমা—ওঁরা" এইরূপ উচ্চারণ করিতেছে শুনিয়া রমেন উত্তর দিল "দিদিমার কি চলৎশক্তি আছে! সে কথা কি ভুলে যাচ্ছ? তিনি টুনিকে পাঠিয়ে এক একবার খোঁজ নিচ্ছেন বৈকি। এর বেশী আর তাঁরা কি করবেন?"

রাজেন্দ্র ক্ষণিক নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া সহসা রমেনের হাত চাপিয়া রোগের পূর্ণ উত্তেজনার মধ্যে বিভ্রান্তভাবে উচ্চারণ করিল—"কিন্তু—সে—সে—"

"কে, কার কথা বলছ ভাই?—এই যে দিদিমা টুনি-মণিকে তুমি কেমন আছ জানতে পাঠিয়েছেন। দেখ্‌তে পাচ্ছ ওদের?"

রাজেন্দ্র সে কথায় কর্ণপাতও না করিয়া তেমনি উত্তেজিতভাবে বলিল "অমলা—অমলা?" রমেন ত্বরিত হস্তে তাহার কপালের জল-পটিটার উপরে স্নিগ্ধজল কয়েক ফোঁটা দিয়া মৃদু মৃদু বাতাস করিতে করিতে বলিল "স্থির হয়ে থাক—বেশী কথা কয়োনা, ডাক্তার বারণ করেছে। ওসব ভাবনা এখন ছেড়ে দাও। এই ডাক্তার-খানায় তিনি কি করে আস্‌বেন?"

"ওঃ"—বলিয়া রাজেন্দ্র নীরব হইল। একটু পরেই আবার তাহার জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

আবার কয়ঘণ্টা বা কয়দিন পরে যে রাজেন্দ্র চক্ষু মেলিল তাহার তাহা অনুভবে আসিল না। সে চোখ মেলিয়াই ক্ষীণস্বরে ডাকিল "রমেন্!" উত্তর না পাইয়া আবার ডাকিতেই অতি

নিকট হইতে উত্তর আসিল "তিনি ওষুধ ঠিক্ করে আন্‌তে গেছেন, একটু পরেই আস্‌বেন।"

রাজেন্দ্র ক্ষণেক স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে সেই দিকে পাশ্‌ ফিরিবার চেষ্টা করিতেই কেহ তাহার স্কন্ধ ও বক্ষ স্পর্শ করিয়া সে বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করিল।

"আপনি এসেছেন? কতক্ষণ? ভাল আছেন?"

"হ্যাঁ" বলিয়া অমলা রাজেন্দ্রের অপলক দৃষ্টির সম্মুখে মাথা নামাইল। কিছুক্ষণ তাহার সেই দর্পনোজ্জ্বল ললাটের উপরে দ্বিধা বিভক্ত কৃষ্ণচুলের চাপের মধ্যের সেদিনের সেই রক্তিমোজ্জ্বল সিন্দুর-রাগের পানে চাহিয়া চাহিয়া সহসা রাজেন্দ্র বলিয়া উঠিল "কেমন করে এলে? কেউ নিন্দা করবে না?"

"কর্‌বে।"

"তবে কেন এলে?"

"আপনি যে আস্‌তে অনুমতি দিয়েছিলেন।"

"অনুমতি? আমি? অমলা—"

"আমার বলার ভুল হয়েছে। অসুখের ঝোঁকে আমার নাম করেছিলেন। কিন্তু আপনি ব্যস্ত হবেন্ না, রমেন দাদা এলেই এখনি যাব।"

বলিয়া অমলা উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে রাজেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিল "কোথায় যাচ্চ—যেওনা, এখনি যেওনা, এখনো আমি ভাল হইনি"। সঙ্গে সঙ্গে অমলার দেহমনও বাত্যান্দোলিত কদলীপত্রের মত করিয়াই কাঁপিয়া উঠিল। সে ত্রস্তে আপনাকে সম্বরণ করিতে করিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "ডাক্তারে বলেছে আর ভয় নেই, এইবারে সেরে

উঠবেনও" বলিতে বলিতে অমলা ঈষৎ চেষ্টা প্রকাশ করিতেই রাজেন্দ্র তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল "ডাক্তারে বললেও জেনো এখনো ভয় আছে। টাইফয়েড প্রায়ই ঘুরে ফিরে ধরে। একটু অযত্ন একটু অবহেলায়—" রাজেন্দ্র আবার থামিল।

এখনো কি তবে রোগের উত্তেজনা মাথার মধ্যে আছে? তাহারই বশে কি এসব? অমলা কম্পিত কণ্ঠে কহিল "আপনি নিশ্চিন্ত হন, রমেনদাদা থাকতে আপনার কোন অযত্ন হবেনা। তিনিই তো সব করছেন। আমি কেবল এই ক'দিন সকালে খানিকটা করে আপনাকে দেখতে আসি মাত্র।"

রাজেন্দ্র ক্ষণিক অপলক দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু বলিল "শুধু তাই কি? আমার যেন মনে হচ্ছে—হ্যাঁ—আমার এখন একটু একটু মনে পড়ছে। সমস্তদিন ধরে কে আমার কাছে—সে কে? আমি কত সময় যন্ত্রণার দায়ে মাথাটা কার কোলে—" বলিতে বলিতে রাজেন্দ্র অমলার মুখের পানে চাহিয়া থামিয়া গেল। সে আরক্ত মুখ যেন কেমন বিবর্ণ রক্তহীন হইয়া পড়িতেছিল। সেই বিবর্ণ মুখ নত করিয়া অমলা উত্তর দিল "মাথার গোলে আপনার ভুল হয়েছিল বোধ হয়। রমেনদাদা দেরী করছেন কেন, দিদিমা অশক্ত মানুষ আমাকে এখনি যেতে হবে।"

"আর একটু থাক,—অন্ততঃ রমেন আসুক। তুমি কি আর তবে আসবেনা? আমি যে এখনো ভাল হইনি অমলা, আমি অজ্ঞানে খুঁজেছিলাম বলে যদি লোকলজ্জা ভুলতে পেরে থাক তাহ'লে আমার এই সজ্ঞানের—" বলিতে বলিতে উচ্ছ্বাসে রাজেন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইয়া গেল। দুর্ব্বল-মস্তিষ্ক রোগী যেন এ উত্তেজনা সহ্য করিতে না পারিয়া চোখ বুজিয়া আবার অজ্ঞানের

মত হইয়া পড়িল। অমলা রাজেন্দ্রের নিকটে আসিয়া মুখে চোখে মাথায় স্নিগ্ধ প্রলেপ দিয়া বাতাস করিতে করিতে ব্যাকুল-কণ্ঠে ডাকিল "রমেন দাদা!"

রমেন নিকটে আসিয়া ধীর হস্তে রোগীর ওষ্ঠে বলকারক পানীয় সিঞ্চন করিতে লাগিল, কেন এমন হইল বা কোন কথাই অমলাকে জিজ্ঞাসা করিল না। লজ্জিতা অমলা যেন তাহার কাছে কৈফিয়ৎ দিবার মত করিয়াই বলিল "বারণ করা সত্ত্বেও বেশী কথা কয়ে বোধ হয় এরকম হল। তোমাকেই খুঁজেছিলেন প্রথমে।" রমেন কোন উত্তর দিলনা।

রাজেন্দ্রকে একটু প্রকৃতিস্থ বোধ করিয়াই রমেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আর ভয় নেই, এখন একটু শান্তভাবে কথাবার্ত্তা কইলে বা ঘুমুলেই ভাল থাক্‌বেন। অনেকদিন বাড়ী যাইনি, একটা বিশেষ দরকার পড়েছে, আমি একবার বাড়ী থেকে আসি। তুমি ততক্ষণ এঁর কাছে থাক।"

অমলা বিপন্নভাবে বলিল "আমি? কিন্তু এইমাত্র একটু সুস্থ হয়েছেন, যদি কিছুর দরকার হয়?"

"এখন আর কিছুরই দরকার পড়্‌বেনা বলেই যাচ্ছি। ওষুধ পথ্যের সময়ের এখনো দেরী আছে।"

"কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আস্‌ছে যে, আমায় যে এখন যেতেই হবে। মণি অনেকক্ষণ নিতে এসেছে।"

"তাহোক আর একটু সুস্থ ক'রে রেখে যাও। তুমি গেলে বরং এখনি আবার হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াও চকিতে অমলা রমেনের পানে চাহিয়া দেখিল। এতক্ষণ নিজেকে সম্বরণ করিতেই সে ব্যস্ত ছিল,

এইবার রমেনের দিকে দৃষ্টি তুলিয়া দেখিল তাহার মুখ একেবারে মৃতের মত বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একটা ঔষধের শিশি ও মেজার-গ্লাস অমলার নিকটে আগাইয়া দিতে গিয়া রমেনের কম্পিতহস্ত হইতে গ্লাসটা পড়িয়া ভাঙিয়া গেল। সেদিকে লক্ষ্য মাত্রও না করিয়া রমেন রুদ্ধস্বরে "যদি আবার অজ্ঞান হন এইটা ফোঁটাকতক একটু খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে একটু একটু করে দিও—"বলিয়া সে একরকম ছুটিয়াই সেঘর হইতে পলাইয়া গেল। বিস্মিতা স্তম্ভিতা অমলা বসিয়া বসিয়া ও ঘর্ম্মে আপ্লুতা হইয়া উঠিল। রমেনের সে যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুবিবর্ণমুখ তাহার নবনির্ম্মিত সুখবিহ্বল চরাচরকে যেন মুহূর্ত্তে বিষক্রিয়ায় নীলবর্ণ করিয়া তুলিল। অমলার প্রতি রাজেন্দ্রের এই ভাবান্তর প্রকাশ রোগের ঝোঁকের মধ্যে তাহা প্রকাশ পাইলেও ইহার প্রতিক্রিয়ার ফল কোথায় যাইবে! অমলার চির নিস্তরঙ্গ মনও ইহাতে আশার শত তরঙ্গে যে ওথাল পাথাল হইয়া উঠিতেছিল! রাজেন্দ্রের তাহাকে স্ত্রী বলিয়া স্বীকার—সকলের সমক্ষে সে রহস্য রাজেন্দ্রের উদ্‌ঘাটন সবই যেন এই কয় মুহূর্ত্তে সম্ভব বলিয়া অমলার মনে হইতেছিল। স্বামী তাহাকে জানিয়া তাহার সন্ধানের জন্য সে গ্রামে আসিয়াও যখন এতদিন তাহাদের সম্বন্ধ সকলের নিকটে এবং অমলার নিকটেও একথা লুকাইয়া রাখিয়াছেন তখন তিনি যে তাহাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, এ সম্ভাবনার, এ আশার তিলমাত্র স্থান তো অমলার মনে থাকিবার কথা নয়। তাহাই যদি হইবে তাহা হইলে তিনি রমেন ও অমলাকে লইয়া সেই বিশ্রী চেষ্টাটাই বা কেন করিবেন! অমলাকে তিনি স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিতেই যখন সঙ্কোচ বোধ করিয়াছেন তখন অমলার তাঁহাকে সে বিপদে ফেলার

কোনই অধিকার নাই। তাই তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়াছে বুঝিবামাত্র অমলা চলিয়া যাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। পাছে তিনি মনে করেন তাঁহার এই ব্যারামের মধ্যের মাথার গোলমালের কাজটাকে অমলা নিজের সুবিধায় লাগাইয়া নিজে সত্ত্ব স্বাব্যস্থ করিতে বসিয়া যায়। কিন্তু তবুও রাজেন্দ্রের ব্যাকুলতায় এক একবার অমলার অন্যরূপও মনে হইতেছিল। মনে হইতেছিল তাঁহার সে মাথার গোলমালট হয়ত এখনো দূর হয় নাই, নয়ত তিনি বুঝি মত পরিবর্ত্তনই করিয়াছেন। বুঝি এখন সবই সম্ভব! কিন্তু এ কাহার বিবর্ণ—যেন মৃত্যু যন্ত্রণাকাতর মুখ অমলার চোখের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল! একি হইল? প্রায় পাচ বৎসর পূর্ব্বে সেই পুকুর-ধারে এমনি আর একটী সন্ধ্যার কথাও নিমিষে অমলার মনে ছবির মত আঁকিয়া উঠিল। সেদিনের সেই আকস্মিক সংবাদ যাহাতে রমেনকে চিরজীবনের মত সন্ন্যাসী সাজাইয়াছে, সেদিনের সেই সংবাদ অমলার কাছে শুনিয়াও রমেন বুঝি এমনি হইয়া গিয়াছিল। সেদিনও তাহার মুখটা এমনি হইয়া উঠিয়াছিল! আর আজ হয়ত বা অমলা ও রাজেন্দ্রের পরস্পরের গূঢ় কথা না জানিয়া রমেন বুঝি উভয়ের সম্বন্ধে কি একটা বিশ্রী সন্দেহ করিয়াই এমন করিয়া চলিয়া গেল!

অমলা ধীরে ধীরে মাথা নামাইল।

রাজেন্দ্র আবার তাহার পানে চাহিয়া চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল "চলে যাওনি?"

"না।"

"আর যাবে না?"

এইবার মাথা তুলিয়া অমলা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"হ্যাঁ—

রমেনদাদা ফিরে এলেই যাব। আপনার চাকরকে তাঁকে ডাক্‌তে বলেছি।"

"অমলা, সুস্থ সবলতার দিনে যা পেরেছি আজ যদি তা না পারি, তাকি এত অন্যায় হবে?"

"কিন্তু এই দুর্ব্বলতার দিনে যা ক'রে ফেলবেন—সুস্থ হ'য়ে তার জন্য হয়ত অনুতাপ কর্‌তে হবে, কেননা সুস্থতার মধ্যে লোকে যা করে তাইই ঠিক। অসুখে মানুষকে বেঠিক্‌ই করে।"

"না, অসুখেই মানুষকে মানুষের কাছে টেনে নিয়ে আসে, তখনি তাদের ঠিক পরিচয় হয়। সবলতার অহঙ্কারটা চির দুর্ব্বল মানুষের নিজের ওপর অত্যাচার আর বীরত্বের ভাণমাত্র। মানুষ যে কতবড় দুর্ব্বল তা এই রোগের সময়েই ধরা পড়ে।"

"আপনি আবার বেশী কথা কইছেন। রাত্রি হয়ে যায়—আমি যাই। আপনি একা আছেন শুন্‌লে রমেনদাদা এখ'নি এসে পড়্‌বেন!"

"অমলা আমায় তো তুমি স্বীকার করেছ। আমি তোমার যত অপরিচিতই হই তবু তো তুমি—"

"হ্যাঁ—আপনি আমার চিরদিনেরই স্বীকারের, কিন্তু আপনি যখন আমায় চিনেও এতদিন স্বীকার করেননি তখন এখন আপনার এ স্বীকারের কোন দরকার দেখছি না। অনর্থক আপনি আমায় লজ্জায় ফেলবেন না। এর কিছুমাত্র দরকার নেই জানবেন। আমি যেমন আছি চিরদিন এমনি থাকতেই চাই।"

রাজেন্দ্রকে আর উত্তরের অবকাশ না দিয়া অমলা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরে বাটীর পাচিকাকে সেইখানে ডাকিয়া দিয়া মণির সঙ্গে বাড়ী চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে রমেন আসিয়া রাজেন্দ্রকে ঔষধ পথ্য সেবন করাইলে রাজেন্দ্র ম্লান হাসিয়া রমেনকে বলিল "তোমাদের বড় শ্রান্ত করে ফেলেছি দেখছি। ঋণের বোঝা বড্ড বাড়িয়ে ফেল্লাম হে! এখনো কতদিন বিছানায় থাকব বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, কি উপায় করা যায় বলত?"

রমেন কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কেবল বলিল "তুমি ঘুমোও, আর বেশী কথা কয়োনা।"

"সেইটার দরকারও হচ্চে বটে, মাথাটা আবার কেমন কচ্ছে। সরে এস—একটু হাত দাও মাথাটায়।"

রমেন সরিয়া আসিয়া রাজেন্দ্রের ললাটের উপরে হাত রাখিল। রাজেন্দ্র বলিয়া উঠিল "আঃ—বরফের অভাবটা এইবারে মিটল রমেন—হাত দুখানি এত ঠাণ্ডা কি করে কর্‌লে?"

রমেন উত্তর দিল না, নিঃশব্দে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া যাইতে লাগিল। রাজেন্দ্র আবার প্রশ্ন করিল—

"এতক্ষণ কোথায় গিয়েছিলে?"

"বাড়ী।"

"বাড়ী? আমায় একা ফেলে রেখে হঠাৎ বাড়ী?"

রমেন নতমস্তকে মৃদুস্বরে বলিল "একা তো রেখে যাইনি।"

রাজেন্দ্র গম্ভীর বিষণ্ণমুখে ক্ষণিক থাকিয়া বলিল "কিন্তু সে বড় ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছিল। আর হয়ত কাল থেকে সে আস্‌তে পার্‌বে না। তাকে কি তুমি ডেকে এনেছিলে রমেন?"

"না—তিনি নিজেই এসেছিলেন।"

"কেন এলেন? লোকে যে নিন্দা করবে।"

রমেন এ কথার আর কোন উত্তর দিল না, নিঃশব্দেই রহিল।

ক্ষণকাল গম্ভীর মুখে থাকিয়া রাজেন্দ্র সহসা রমেনের পানে চাহিয়া বলিল "কিহে যে কদিন বিছানায় প'ড়ে থাকব—তুমি তো আছ?—না তুমিও পেরে উঠবেনা আর?"

"যতদিন না তাড়িয়ে দাও ততদিন আছি বলেই তো মনে করি এবং পেরে উঠ্‌ব বলে ভরসাও রাখি।"

"বাস্, তাহলেই হল।"

তারপরে সহসা রমেনের হাতটা বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া রাজেন্দ্র উদ্বেল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "রমেন—রমেন বড় দুর্ব্বল হ'য়ে পড়েছি—না? আমার সে জোর কোথায় গেল?—আমি কি আর তেমন হব না?"

রমেন তাহার এ কাতর প্রশ্নের কোন উত্তরও করিল না, কোন রকম ভরসাও দিল না, কেবল মাটীর পানে চাহিয়া কাঠের মতন বসিয়া রহিল।

## ১৩

রাজেন্দ্রের ব্যাধি আর বৃদ্ধির দিকে গেল না বটে, কিন্তু উপশমের দিকেও তেমন দ্রুতভাবে অগ্রসর হইল না। অগত্যা কিছুদিন রাজেন্দ্রকে রোগ শয্যাতেই পড়িয়া থাকিতে হইল।

রোগী এবং শুশ্রূষাকারী উভয়েরই ক্লান্তিকর এই দিনগুলাতে কেবলমাত্র রমেনই রাজেন্দ্রের সহায় রহিল। রাজেন্দ্র লক্ষ্য করিত যেমন তাহারও দিনরাত্রিগুলা দণ্ড প্রহরগুলা তাহাদের প্রত্যেক পদক্ষেপ প্রত্যেক পল বিপলকে টিপিয়া টিপিয়া গুণিয়া গুণিয়া তাহার সম্মুখ হইতে অপসৃত করিতেছে তেমনি যেন রমেনের

পক্ষেও দিনরাত্রিগুলা মারাত্মক ভাবেই কাটিয়া চলিয়াছে। দেখিয়া বুঝিয়া ত্যক্ত বিরক্ত চিত্তে রাজেন্দ্র সহসা একদিন বলিয়া উঠিল "আর পারা যায় না।"

রোগীর এ আক্ষেপে অভ্যস্ত রমেন কোন উত্তরই দিল না, নিঃশব্দে নিজ কার্য্যেই দৃষ্টি ও হস্ত রাখিয়া বসিয়া রহিল।

রাজেন্দ্র তাহার এই অবিচলিতভাবে অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিল "কিহে শুনতে পাচ্ছ না নাকি?"

রমেন একইভাবে মৃদুস্বরে কেবল উত্তর দিল "পাচ্চি।"

"তবে যে চুপ্ ক'রে আছ?"

"কি করবো?"

"আর কিছু না পার একখানা নৌক' ঠিক্ করে দিতেও তো পার।"

"নৌক' কি হবে? কল্‌কাতায় যাবার জন্যে?"

রাজেন্দ্র প্রায় খিঁচাইয়া উত্তর দিল "তা নাত' নৌ-বিহার ক'রে বেড়াতে?"

রমেন একইভাবে উত্তর দিল "তারও এখনো সময় হয়নি। উপযুক্ত সময় হ'লেই নৌক' দুর্লভ হবে না।"

"রেখে দাও তো তোমার সময় আর অসময়। যদি কাল তুমি আমায় কল্‌কাতা যাবার সব ঠিক্ ক'রে না দেবে—দেখে নিও আমি নিজেই যা পারি ক'রে নেব।"

"এখনো তোমার ততখানি ক্ষমতা আসেনি।"

"বটে?"

রাজেন্দ্র সবেগে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল "সহিস্‌কে আমার ঘোড়া ঠিক ক'রে আনতে বল দেখি। একবার কোন

রকমে উঠিয়ে দিয়ে স্থাখ আমি ক্রোশের পর ক্রোশ এখনো পাড়ি দিতে পারি কিনা।"

এতক্ষণে রমেন একটুমাত্র হাসিয়া বলিল "কিন্তু সহিসকেও একজনকে ডেকে দিতে হবে এবং দু চারজন মিলে ঘোড়ায় উঠিয়ে জিনের সঙ্গে বেঁধে দিতেও হবে ত ?"

ক্রুদ্ধ রাজেন্দ্র আর কোন কথা না বলিয়া নিজেই উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিতেই রমেন তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। জোরের সঙ্গে বিছানায় পাড়িয়া ফেলিয়া তিরস্কারের সহিত বলিল "একেবারে পাঁচ বছরের খোকা হয়ে গেছ ? এতদিন সয়ে আর দু পাঁচ দিন সইতে পারছ না ?"

"না, আমার আর একটা দিনও সইবে না। হয় তুমি আমায় যেতে দাও—নয় তুমিই আমায় ফেলে রেখে নিজের কাজে চলে যাও। দুটো প্রাণীর এমন দুরবস্থা এ আর আমার সহ্য হচ্চে না।"

রমেন আবার নিঃশব্দে নিজ কার্য্যে মন দিল।

রাজেন্দ্র বলিয়া চলিল "আমি কি জানিনা যে তীব্র রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার একটা তীব্র উত্তেজনাও আছে, তাতে যদি মানুষ রোগের কাছে হেরে যায় সেও ভাল। কিন্তু এই যে রোগী মরেও না অথচ শীঘ্র বাঁচেও না এর চেয়ে বিরক্তিজনক অবস্থা কি রোগী কি তার শুশ্রূষাকারীর দুজনের পক্ষেই আর নেই। এ ব্যাপারে উভয়তঃই ধৈর্য্য রাখা কঠিন।"

এত বড় অপবাদের উত্তরেও রমেন একটা প্রতিবাদ করিল না—বা চোখ তুলিয়া একবার রাজেন্দ্রের পানে চাহিল না। তাহার অচল গাম্ভীর্য্যের পানে চাহিয়া চাহিয়া উত্তেজিত রোগী ক্রমে শ্রান্তির অবসাদে ভাঙিয়া পড়িল।

শুষ্ককণ্ঠে রাজেন্দ্র বলিল "একটু জল দাও;—উঃ—বড় কষ্ট।"

রমেন এইবার ব্যস্ততার সহিত রাজেন্দ্রের নিকটে আসিয়া তাহার বিশুষ্ক অধরে পানীয় খাদ্য তুলিয়া ধরিয়া পরে মাথায় ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। রাজেন্দ্র নিঃশব্দে চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে রোগীর মাথার শিয়রে একটা টাইমপিস্ ঘড়ি কেবল টিক্‌টিক্ করিয়া প্রত্যেক পল বিপলকে তাহাদের নিকটে শব্দায়মান করিয়া তুলিতেছিল।

সহসা রমেন মৃদুস্বরে বলিল "আমি তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।"

রাজেন্দ্র সচকিতে চোখ খুলিয়া বলিল—"কাকে?—অমলাকে?"

"হ্যাঁ।"

একটুক্ষণ নিস্তেজ থাকিয়া যেন প্রশ্নটাকে বহু চেষ্টায়ও নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া শেষে হতাশভাবে রাজেন্দ্র তাহার মুখ-বিবর হইতে যেন ভাষাটাকে ছাড়িয়া দিল—

"কি বলেছে সে?"

"ডাক্তারখানায় কি করে রোজ রোজ যাব, লোকে নিন্দা করবে। আর—

অধীরভাবে রাজেন্দ্র বলিল "আর কি?"

"আর তিনি তো এখন ভাল হয়েই উঠ্‌ছেন।"

"ঠিকই বলেছে। মানুষ যদি মরতে পারে তবেই তার জন্য এই বাধাগুলো ঠেল্‌তে পারা যায়। যে দিন দিন বেঁচেই উঠছে তার জন্য মানুষের আবার কর্ত্তব্য কি।"

রমেন নিঃশব্দে রহিল। একটু পরে রাজেন্দ্র আবার বলিল "কিন্তু তুমি কেন তার উল্টো করছ রমেন? আমি দেখ্‌ছি তুমি পেরে উঠ্‌ছ না, তবু তো আমার কাছ ছাড়্‌চ না। বলেছিলে তাড়িয়ে না দিলে তুমি আমাকে ফেলে যাবে না। এখন তো আমি তাড়িয়েও দিচ্চি তবু কেন নড়্‌চ না? রমেন ঈষৎ মাত্র হাসিয়া মুখ নত করিয়া বলিল "যাব আর দিন দুচ্চার পরেই।"

"অর্থাৎ পথ্য পেলে? তখন আর তোমায় সে কষ্ট স্বীকার করতে হবে না হে, আমি তার আগে দুপায়ে ভর্‌ দিতে পারলেই তোমায় মুক্তি দেব।"

"কিন্তু নিজে মুক্তি পাবে কি?"

"তার অর্থ?"

"অর্থাৎ এ গ্রাম ছেড়ে যেতে পার্‌বে কি?"

সন্দেহাকুল নেত্রে রমেনের পানে চাহিয়া রাজেন্দ্র অধীর কণ্ঠে বলিল, "তারই বা অর্থ কি? এ গ্রাম ছেড়ে আমি যেতে পারব না? কেন, কিসের জন্য?"

ধীরে ধীরে রাজেন্দ্রের পানে দৃষ্টি তুলিয়া রমেন পরিষ্কার স্বরে বলিল "এখনো কি তুমি আমায় প্রতারণা করতে চাও? এখনো আমায় বুঝতে দিতে চাও না যে কে তুমি, কি জন্য এ গ্রামে তুমি এসেছ? কিসের বন্ধন এ গ্রামে তোমার?"

রাজেন্দ্র স্তব্ধ নির্ব্বাকভাবে রমেনের পানে চাহিয়া রহিল। সে দৃষ্টি যেন সম্পূর্ণ বোধশক্তিহীন বালকের দৃষ্টি। রমেন বলিয়া চলিল "আমি অন্ধ, আমি নির্ব্বোধ স্বীকার কর্‌ছি, তবু তোমাতে এতখানি আমি প্রত্যাশা করিনি। উঃ আমায়

নিয়ে তুমি কি খেলা না করেছ! একেবারে জনোয়ার বানিয়ে বাঁদর নাচ নাচিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ।"

রমেন দুই হাতে মুখ ঢাকিল। সেই অবস্থায়ই থাকিতে থাকিতে অনুভব করিল একটা শীতল মুহুর্কম্পিত হস্ত তাহার হস্ত দুইটাকে স্পর্শ করিয়া অস্পষ্ট কণ্ঠে ডাকিতেছে "রমেন—রমেন!"

রমেন দুই হাতের অঙ্গুলিতে এবার নিজের দুই কর্ণ বিবরও রোধ করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল "আর না, তোমার ছলনাতে আর ভুল্‌তে চাই না, একটি কথাও কয়োনা তুমি।"

"রমেন, বিশ্বাস কর—বিশ্বাস কর—"

"না।" রমেন উঠিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল, আর অশক্ত দুর্ব্বল-মস্তিস্ক রোগীর চোখের সম্মুখে একরাশ অন্ধকার যেন একটা কালো পর্দ্দার মত হঠাৎ ঝুলিয়া নামিয়া আসিল।"

কতক্ষণ কয়দণ্ড পরে রাজেন্দ্র যে "রমেন বড় শীত—উঃ বড় তেষ্টা" বলিয়া পাশ ফিরিল তাহা সে নিজেই জানে না। চোখ চাহিয়া দেখিল ঘরে আলো জ্বলিতেছে বটে, কিন্তু নিকটে কেহই নাই। আবার সে ভগ্ন কণ্ঠে ডাক দিল "রমেন।" কোন উত্তর আসিল না।

তখন ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে রাজেন্দ্রের সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। রমেন যে তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে সে বিষয়ে আর সংশয় নাই।

সে তাহাকে ঘোরতর অবিশ্বাস করিয়া গিয়াছে! তাহার জন্ত রাজেন্দ্র যাহা করিয়াছে তাহা ছলনা-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই, এই বিশ্বাস লইয়া রমেন চলিয়া গেল। রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

তাঁহাকে ফিরাইতেই হইবে! সব কথা তাহাকে বুঝাইয়া দিতেই হইবে, ইহাতে তাহার প্রাণ যায় আর থাকে! অন্তিম বল প্রয়োগ করিয়া রাজেন্দ্র ধীরে ধীরে দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল, তারপরে ক্রমশঃ এক পা এক পা করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

কেমন করিয়া কতক্ষণে কোথায় যে সে উপস্থিত হইল তাহা জানেনা, কেবল অনুভব করিল একটা পরিচিত গৃহদ্বার; সে যেখানে উপস্থিত হইতে চায় সেখানে সে পঁহুছিয়াছে। তাহার পরে তাহার অন্তিম শক্তির শেষ স্ফুলিঙ্গ কেবলমাত্র একটা ডাক ছাড়িয়া সেই দ্বারের কাছেই তাহাকে মুর্চ্ছিত করিয়া ফেলিয়া দিল। "রমেন" শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কালো পর্দ্দাটা আবার সমস্ত অন্ধকার করিয়া রাজেন্দ্রের মস্তিষ্কের মধ্যে আসন পাতিল।

এবার যখন তাহার জ্ঞান ফিরিল তখন তরুণ অরুণালোকে সমস্ত জগৎ হাসিতেছে। একটা গৃহে নূতন শয্যায় সে শুইয়া আছে দেখিতে পাইল। বিভ্রান্তের মত সে উচ্চারণ করিল "আমি কোথায়?" অতি নিকট হইতেই শব্দ হইল "রমেন দাদার বাড়ী।"

সচকিতে মুখ ফিরাইয়া রাজেন্দ্র দেখিল শুশ্রূষাকারিণীরূপে অমলা। নব প্রাণ নব আনন্দের জ্যোতি একবার মুহূর্ত্ত মাত্র রোগীর মুখে চোখে খেলিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কালিমা আসিয়া আবার সে স্থানকে অধিকার করিল।

"রমেন, সে কই?"

"তিনি মহেশবাবু ডাক্তারকে আন্‌তে দেবগ্রাম গেছেন।"

"আবার তাঁকে কেন, আমি তো ভাল হয়ে উঠেছি।"

"আমরাও তাই জানতাম, কিন্তু কৈ আর ভাল হয়েছেন! উঃ কি কাণ্ডই করেছেন! যদি পথের মধ্যে এই রকম হয়ে পড়ে থাক্‌তেন?"

বলিতে বলিতে অমলা শিহরিয়া উঠিল। রাজেন্দ্র তাহার পানে চাহিয়া বলিল "তোমায় কে খবর দিলে?"

"রমেন দাদাই কাল রাত্রে এমন করে গিয়ে পড়্‌লেন যে আমরা এটুকু পথও যেন এসে উঠ্‌তে পারি না। দিদিমাও লাঠি ধরে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে একরকম ক'রে এসে উপস্থিত হয়েছেন দেখুন না, ঘরের বাইরে পড়ে তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন।"

রাজেন্দ্র একটা অতর্কিত আনন্দ সংবাদে যেন উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিল "সত্যিনাকি! তবে ত একটা উপকারই হয়েছে। মনের উত্তেজনায় অবশ শরীরেও সাড়া ফিরে এসেছে। তিনি বুঝি ভেবেছিলেন আমি বিকারের ঝোঁকেই এখানে এসে পড়েছি?"

"সকলেই তাই ভেবেছিল।"

অমলার আনত মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া রাজেন্দ্র মৃদুস্বরে বলিল "কিন্তু তা নয় অমলা। আমি সুস্থ সজ্ঞানেই এখানে এসেছি। কেবল দৌর্ব্বল্যে এমন হয়ে পড়েছিলাম।"

"সুস্থ সজ্ঞানে ও এই অবস্থায় এমন ক'রে কেন এসে ছিলেন? বোঝেননি কি এতে কতটা বিপদ হ'তে পারত! এখনো তো আপনার বেশ জ্বর রয়েছে।"

"এ জ্বরও দেহ মনের উত্তেজনাতেই, ভয়ের কিছু নেই। আমি বুঝ্‌তে পারছি আমি এখন সম্পূর্ণ নিরাময়।"

"কিন্তু কেন এসেছিলেন এমন করে! এ খেয়াল আপনার কেন হ'ল?

"খেয়াল? রমেনকে যে আমার অনেক কথা বল্‌বার আছে। সে যে মনে করেছে আমি তাকে লজ্জিত অপদস্থ কর্‌বার জন্যেই তোমাদের এত ছলনা করেছি। তোমাদের নিয়ে একটা খেলা কর্‌বার মত ল্‌বেই আমি—"

ক্লান্তিতে হাঁপাইয়া উঠিয়া রাজেন্দ্র অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল। অমলা বাধা দিল "থাক এখন এসব কথা, আগে একটু সুস্থ হোন্।"

রাজেন্দ্র থামিয়া থামিয়া মৃদু কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "তাকে কাছে না পেয়ে সুস্থ যে হতে পার্‌ছি না। সে কেন্ ডাক্তার

আন্‌তে গেল? কেন অন্য কারুকে পাঠালো না?"

"অন্য কেউ গেলে যদি ডাক্তার দেরী করে তাই নিজেই গেলেন। তিনি কি—"

"হাঁ—সে ওসব জান্‌তে পেরেছে অমলা, কিন্তু কি করে জান্‌লে জানি না। আমিই কি অজ্ঞানের মধ্যে এমন কোন কথা তোমায় বলেছিলাম—যাতে সে—"

"অজ্ঞানে নয় সজ্ঞানেই আপনি সেদিন তাঁকে সব বুঝিয়ে দিয়েছেন বুঝতে পার্‌ছি।"

"আমি? সজ্ঞানে! ওঃ সেইদিন যেদিন তুমি চলে এসে আর যাওনি, সেই দিনের কথায়? কিন্তু অমলা তুমিও কি তাকে অনেকটা বুঝিয়ে দাওনি—সেই সিন্দুর পরে সে দিন দুজনকে প্রণাম করে?"

"সেটুকু তাঁকে জানানো উচিত বলেই আমার মনে

হয়েছিল। কিন্তু আপনি যে কথা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন সে কথা তাতে প্রকাশ হবার সম্ভাবনা ছিল না।"

"আমি কি জন্য একথা লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলাম সে কি তুমিও বুঝবে না অমলা? তুমিও কি রমেনের মতই বুঝলে যে আমি—" হতাশাক্রান্ত মস্তিষ্কে রাজেন্দ্র থামিয়া গেল।

অমলা তাহার মাথায় বাতাস করিতে করিতে বলিল "রমেন দাদাও কখনই আপনাকে ভুল বুঝবে না। আপনি একটু শান্ত হোন্, আমি পথ্য ক'রে আনি। টুনিকে ডাকি আপনার কাছে বস্‌তে।"

"আর একটু বোস, আর একটু। কিন্তু তুমিও তো আমায় ত্যাগ করে এসেছ অমলা, তুমিও তো আর চাওনা যে একথা লোকে জানে। সেদিন তো তাই বলে এলে, তুমি যেমন আছ তেমনি থাকতে চাও। আমার অপরাধের দণ্ড দিতে তুমিও তো—"

"ডাক্তার বাবু আস্‌ছেন। এ সব কথা আর না—শান্ত হোন, নৈলে ডাক্তার অবস্থাটা বুঝে নিতে পারবেন না।"

## ১৪

ডাক্তার আসিল এবং ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে অত্যন্ত সাবধানে রাখিতে উপদেশ দিয়া গেল। দুর্দ্দান্ত পরিশ্রমের ফলে তাহার হার্ট এবং মস্তিষ্ক অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। বেশী উত্তেজনা পাইলে সবই সম্ভব।

ডাক্তার রমেনের প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া চলিয়া গেল,

রাজেন্দ্র ম্লানমুখে অমলাকে বলিল "আমি বুঝতেই পেরেছি সে আর আমার কাছে আস্‌বে না।"

অমলা ক্ষণেক নিরুত্তর থাকিয়া বলিল "তিনি যদি এমন অবস্থায় আপনাকে ফেলে চ'লে যেতে পেরে থাকেন, আপনিই বা কেন তার জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন ?"

রাজেন্দ্র অনেকক্ষণ আর কথা কহিল না. শেষে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "কিন্তু তুমি ? তোমাকে লোকে কি নিন্দা করবে না ?

"করবে বৈকি।"

"তবে ? তুমিও যাও।"

"সময় বুঝলেই যাব, আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন ? ডাক্তার আপনাকে সর্ব্বদা সুস্থির হয়ে থাকতে বলে গেলেন শুনলেন না কি ?"

"কিসের জন্য এ নিন্দা সহ্য করবে তুমি অমল ? আমি তো তোমার কেউ নই।"

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া অমলা মৃদু কণ্ঠে বলিল "নিন্দা যা হবার তা রটে গেছে, নতুন করে আর কি হবে।"

"ওঃ, আমায় শীগগির সুস্থ করে দাও। আমি সবাইকে বুঝিয়ে দিই তুমি আমার কে।"

"এখন আর তা হয় না। এখন লোকে তা বিশ্বাস কর্‌বে কেন ?"

"এমন প্রমাণ আমার কাছে আছে যাতে যুগযুগান্তর পরেও লোকে একথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে। সেজন্য আমার ভাবনা নেই। চাই কেবল তোমার অনুমতি। তুমি বল—"

"না।"

"না?"

রাজেন্দ্রের মুখ ও দৃষ্টি মৃতের ন্যায় বিবর্ণ ও নিষ্প্রভ হইয়া উঠিল।

"তুমি আমায় চাও না অমলা? তুমি চাওনা যে লোক জানুক আমি তোমার স্বামী?"

অমলা নীরবে মাথা হেঁট করিয়া রহিল দেখিয়া কিছুক্ষণ পরে ভগ্নকণ্ঠে রাজেন্দ্র বলিল "বুঝলাম চাও না,—কিন্তু কেন? কেন তা আর চাওনা তাওকি আমায় বল্‌বে না?"

তথাপি অমলা উত্তর দিতে পারিতেছে না দেখিয়া আবার সে বলিতে লাগিল "যদি এ স্বীকার কর্‌তে তোমার এতই আপত্তি তবে কেন আমায় আমার আবরণ ত্যাগ করালে, যার জন্য আজ রমেন পর্য্যন্ত আমায় কপট মনে করে ছেড়ে চলে গেল? আমি এ গ্রামে কর্ত্তব্য ভেবে তোমায় খুঁজতে এসেছিলাম কিন্তু এসে মার ও দিদিমার মুখে তোমাদের শৈশবের কথা শুনে অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গেইত নিজের মিথ্যাদাবী ত্যাগ করে তোমাদের মিলাতে গিয়ে ছিলাম। তখন তাও তুমি স্বীকার কর্‌লে না—"

এইবার সতেজে রাজেন্দ্রের কথায় বাধা দিয়া অমলা বলিয়া উঠিল "তাই তার ফলভোগও করতে হচ্ছে আপনাকে। অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে করতে গেলেও অন্যায় অন্যায়ই থাকে। আপনার কাছে যেটা মিথ্যা, আমার কাছে সেইটাই যে আমার সত্য। আমিতো আমার নিজের কাছে মিথ্যা নয়।"

অপলক নেত্রে অমলার পানে চাহিয়া চাহিয়া রাজেন্দ্র

বলিল "তাই সেই ভুলের সেই পাপের আমার এই শাস্তি বিধান করছ যে এখন আমি আর তোমায় চেয়েও পাবনা—না ?"

অমলা নতনেত্রে জড়িতকণ্ঠে বলিল "তা নয়।"

"তা নয় তবে কি ? বল অমল, একটু স্পষ্ট করে বল।"

বলিতে বলিতে রাজেন্দ্র হস্তপ্রসারণ করিয়া অমলার একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। নিজের ক্ষীণশক্তির সবটুকু প্রয়োগ করিয়া সেটাকে দুই হস্তের মধ্যে চাপিয়া বলিল "বল।"

"আপনি আমার কলঙ্কের দায়ে লোকলজ্জা থেকে আমায় উদ্ধার করবার জন্য নিজেকে একটুও বিব্রত করবেন না। আপনিতো আমায় চান্‌নি,—এখন আমার অবস্থা দেখে দয়া করে—"

"দয়া করে ? নির্দ্দয়—নির্দ্দয়—!"—উন্মাদের মত রাজেন্দ্র সবলে অমলাকে একেবারে নিজের নিকটে এমন করিয়া টানিয়া লইল যে অমলার আর বাধা দিবার সাধ্য হইল না। নিজেও সে তখন কাঁপিতেছিল। উন্মত্তের আবেগে রাজেন্দ্র বলিয়া যাইতে লাগিল "তোমায় দয়া করে, তাই এখন আমি তোমায় চাচ্চি ? আজ এই একমাসে আমার সব শক্তি সব বল যে ধীরে ধীরে কোথায় উড়ে চলে যাচ্চে একি তুমি এখনো বোঝনি নিষ্ঠুর ? বুঝেছ, বুঝেও আমায় কৃতকর্ম্মের দণ্ড দিচ্চ এসব। তোমাকে ভালকরে জানার সঙ্গে সঙ্গে আমার যে কত পরিবর্ত্তন এল, তা আজ আমার কি তোমায় বোঝাবার সাধ্য আছে অমলা ? যখন প্রথম তোমার খোঁজে এ গ্রামে আসি তখন সে এক আমি! কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসু সে একলোক। কি করে তোমায় দেখ্‌ব জান্‌ব এই সুযোগের প্রত্যাশায়

থাকৃতে থাকৃতে যেদিন প্রথম তোমায় দেখি—ওঃ—সেদিন এখনো যেন আমার চোখের উপর জ্বল জ্বল করছে। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যেন জ্বল জ্বল করে শুকতারার উদয়। কর্ত্তব্যের কঠিন দায়িত্বের মধ্যে সেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ! সেই তোমার কানের ফুল দুটি, সে দুটি হাতে পেয়ে তা আর তোমাকেও ফিরিয়ে দেবার আমার সাধ্য হ'লনা। তারপরেই আমি দিদিমার কথায় তুমি ও রমেন অন্তরে অন্তরে দুজনে দুজনার কাছে আবদ্ধ বলেই সন্দেহ করতে লাগলাম। সেকি সুধা বিষে মেশা দিন ও ঘটনাগুলো আমার জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে অমলা! যত তোমায় দেখি, তোমার পরিচিত হই, তত তুমি আমার অথচ আমার নও—এই দুটো ধাক্কার বেগ সহ্য করতে অপারক হয়ে উঠি। নিজের ভিতরের এই যুদ্ধে তোমার ওপরে দাবী ত্যাগ করবার বিষম দুঃখের দিনে কতদিন রুদ্ধ অভিমানে তোমাদেরও আঘাত করতে গেছি। সে কি ব্যাথার দিন গেছে আমার অমলা! এমন সমস্যায় পড়ব জানলে কি তোমার খোঁজে সেই সাগরপার হতেও ছুটে আসি? আমার অজ্ঞানের মধ্যে বিধাতা আমার যে অপূর্ব্ব বস্তু দান করেছিলেন, তখন আমার নিজ জ্ঞানে তাকে অনধিকারের বস্তু বলেই মনে হল। যার তাতে ন্যায্য অধিকার বলে আমার মনে হল তাকে সেই জিনিষ আমিই উদ্যোগী হয়ে হাতে তুলে দিতে গেলাম। সে কি পরীক্ষা! কিন্তু তোমায় এত অপূর্ব্ব দেখেছিলাম এত ভাল বেসেছিলাম বলেই একাজ পেরেছিলাম অমলা। তোমার সুখের কাছে, প্রাণের বন্ধু রমেনের দাবীর কাছে নিজের

সমস্তকে যে এত খর্ব্ব করে আন্‌তে পেরেছিলাম সে কেবল তোমায় আমি এমন করে জেনেছিলাম তুমি আমার অন্তরে এমন হয়ে উঠেছিলে বলে। অমল, স্বাধিকারপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তো এমন আকাশের বিদ্যুৎ, কল্পনার স্বপ্ন বলে মনে হতে পারে না। তোমাকে অধিকারে না পাবার বেদনাতেই আমার অন্তর বুঝি তোমায় এমন করে নিয়েছিল! কি ভাল তোমায় রমেন বেসেছে—অমলা? আমার এই ব্যথায় ভরা—এই আমার হয়েও আমার নও এই যে বেদনা ভরা বুকের রক্ত মাথা ভালবাসা, এমন বুঝি তোমায় রমেনও—"

এইবার দুই হাতে রাজেন্দ্রের মুখ চাপিয়া ধরিয়া অমলা বলিয়া উঠিল "তোমার পায়ে পড়ি চুপ্ কর—ওকথা আর বলনা—চুপ্ কর।"

"আর একটু বল্‌তে দাও—আর একটু। তারপরে সেই তোমার ততোধিক অপূর্ব্ব আত্মপ্রকাশ! সে আলোর কাছে মুহূর্ত্তে আমার সব ক্ষমতার দম্ভ কোথায় মিলিয়ে গেল। নিজের ধারণা জ্ঞান বুদ্ধি সংস্কার সব উল্‌টে পাল্‌টে গেল। নিজে তোমার কাছেও ধরা পড়ে গেলাম, সেই বা আমার কি দিন! নিজের গভীর লজ্জা আর একটা অচিন্ত্য সুখের সঙ্গে তোমার মহিমার কাছে এগুতেও কত ভয়, কত সঙ্কোচ! কিন্তু তারপরে এ আবার কোন্ মূর্ত্তি দেখ্‌ছি তোমার অমলা? আমারই রাজ্যে আমি যে আজ কতদিন ভিক্ষুকের মত ফিরছি, আর কত দণ্ড দেবে নিষ্ঠুর? এখনো বল্‌তে চাও আমি তোমার অন্য তোমায় চাচ্চি? দাও, আমায় ফিরে দাও আমার কল্পনার অতীত অধিকারকে। আমিই ভিক্ষা চাচ্চি—দয়া চাচ্চি তোমার অমল!"

অমলা আবার কাঁপিতে কাঁপিতে যেন সংজ্ঞাশূন্য ভাবে রাজেন্দ্রের বুকে মস্তক রাখিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে রহিল। শেষে সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল "কিন্তু রমেন দাদা?"

"একটু বল পেলেই তাকে যেথান থেকে পাই ধরে আন্‌ব! তাকে না পেলে আমারই যে শান্তি নেই অমল! সেও যে আমার প্রাণাধিক বন্ধু।"

"তবে আগে তাকে আন, পরে একথা সকলকে জানিও।"

"এই কি তোমার ইচ্ছা?"

"হ্যাঁ—"

"কিন্তু যতদিন তাকে না পাব ততদিন যে তোমার নিন্দা দূর হবে না। এই ব্যাপারে নিন্দাটি যে বেশী জোর পাবে আমিই বুঝ্‌তে পার্‌ছি। এমন কি দিদিমাও হয়ত তোমায়—"

"তা হোকে—আমি তা সহ্য কর্‌তে পার্‌ব—আপনি আগে রমেনকে ফিরিয়ে আনুন। তাকে আগে বুঝিয়ে পরে সব কথা।"

রাজেন্দ্র ক্ষণেক স্তব্ধভাবে থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল "কিন্তু যদি আর তাকে না পাই অমলা?"

"পাবেন্‌না? না-না—তাও কি হয়? নিশ্চই পাবেন।"

রাজেন্দ্র যেন নিজ মনেই উত্তর দিল "না-ই যদি পাই—চিরদিন ধরে খুঁজব,—তাই না কি! তুমিতো আমার প্রতীক্ষায় বসেথাক্‌বে অমলা? এবারতো আমি আর তোমার ধর্ম্মমাত্র নই—সংস্কারমাত্র নই—এবার যে জীবন্ত আমি! যে আমি, তোমায় জেনেছি। যে আমি তোমার।—"

অমলার মস্তক আবার রাজেন্দ্রের বুকে নত হইয়া পড়িতেছিল, সহসা দিদিমার কর্কশ আহ্বানে তাহার সে বিহ্বলতা দূর হইয়া গেল। অমলা উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলে রাজেন্দ্র মূঢ়ের ন্যায় কেবল তাহার গমন পথের পানেই চাহিয়া রহিল। তখনো যেন সে নিজের অবস্থাকে সম্পূর্ণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

* * * *

রাজেন্দ্র অপেক্ষাকৃত সরলতা লাভ করিয়াই অমলার নিকটে বিদায়ের প্রস্তাব করিল। অমলা ম্লানমুখে বলিল "আর দিনকতক পরে যাবেন, এখনো আপনি দুর্ব্বল।"

"না অমলা তোমার এ বিড়ম্বনা আর আমি সইতে পারছি না। দিদিমা পর্য্যন্ত আর আমার মুখ দেখেন্ না। গ্রামের লোকের শত চক্ষুর ওপর দিয়ে আমার জন্য তোমার এ বাড়ী আনাগোনা আর সকলের মুখ টেপা হাসি এ আমার আর সহ্য হচ্চে না।"

"আমিতো টুনি মণিকেই আপনার কাছে রেখেছি। তারাইতো বেশীর ভাগ—"

"তা হলে কি হবে, তবু লোকে যা ভাববার ভাবছে। আমি রমেনকে খুঁজতে যাই অমলা, কিন্তু তার আগে তোমার আমার কি সম্বন্ধ এটাও সকলকে জানিয়ে দিয়ে যাই, তুমি অনুমতি দাও।"

"না।"

রাজেন্দ্র আর কোন প্রতিবাদ না করিয়া নিঃশব্দে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া অমলা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল "আজই তবে যাবেন?"

"হ্যাঁ।"

ক্ষণ পরে আজ অমলাই প্রশ্ন করিল "কিন্তু সত্যই যদি রমেনদাকে খুঁজে না পান্?"

"তবুও চিরজীবন ধরে খুঁজতেই হবে।"

"অনেকদিন খোঁজার পরও যদি না পান্—তাহলে কি তখনো ফিরবেন না?"

"কি জানি—আজ সে কথাতো বলা যায় না অমল।"

অমলা কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া শেষে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল "না, তখন ফিরতেই হবে।"

রাজেন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিয়া অমলার একখানা হাত হাতের উপর তুলিয়া লইয়া দৃঢ়ভাবে কিছুক্ষণ ধরিয়া রহিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে সেখানিকে নামাইয়া দিয়া সনিশ্বাসে বলিল, "কিন্তু রমেন যদি না ফেরে তাহলে কি আমরা সুখী হ'তে পারব?"

"সুখের জন্য নয়। আমার মরবার আগে এসে একবার সকলকে তখন একথা জানিয়ে দিয়ে কলঙ্ক মুক্ত করতে হবে নিজেকে তোমার। তার আগে যখন তোমার আমায় আবার ত্যাগ করেই যেতে হচ্চে তখন সকলকে সেকথা জানিয়ে গেলে কি এ কলঙ্ক বৃদ্ধিই হবে না? সকলে কি ভাববে না স্বামী তাকে খুঁজে পেয়েও ত্যাগ করলে কেন আবার? আর রমেন দাদার এই রকমে চলে যাওয়া এতে কি সকলে সে সন্দেহ বৃদ্ধির সুযোগই পাবে না? চিরজীবন তোমায় পাইনি এ আমার বরং সয়ে যাচ্ছে কিন্তু এমন করে তুমি আবার আমায় ত্যাগ করে গেছ একথা আমার এ মিথ্যা কলঙ্কের চেয়েও বড় হবে।"

"বুঝেছি, তবে তাই হোক্। তোমার বা আমার শেষ দিনের আগে সেই যে আমরা একত্র হব তখন আর ছাড়াছাড়ি হবে না। তখন আর রমেনের কাছেও সঙ্কোচ থাকবে না যে তাকে আমরা অপমান করে ব্যথা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেরা সুখ ভোগে করেছি। সেই দিনের প্রতীক্ষায়—"

"আমি পথ চেয়ে থাকব! যেমন করে হঠাৎ তুমি এসেছিলে তেমনি করে হঠাৎ একদিন আমার শিয়রে এসে তুমি দাঁড়াবে—"

রাজেন্দ্র অভিভুতের মত ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল "তাই যদি বিধাতার মনে থাকে, তাই হবে। এই নাও তোমার আমার জীবন রহস্যের প্রমাণ তোমার বাপের আর

পাণ্ডার স্বাক্ষরিত কাগজ পত্র, আমারও পরিচয়ের অসংখ্য প্রমাণ, এ সব নিয়ে আর আমি কি করব? তোমারই কাছে থাক্—"

অমলা দুই হাতে অঞ্জলি করিয়া সেগুলা গ্রহণ করিল। প্রথমে মাথায় ও পরে বুকের উপর সেগুলা চাপিয়া ধরিতেই মুহূর্ত্তে সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেল।

## ১৩

নিন্দিতা ঘৃণিতা ক্ষীণা অমলার জীবনের উপর দিয়া দীর্ঘ দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই দুই বৎসর পূর্ব্বে তাহাকে যে দেখিয়াছে তাহার আজ আর সাধ্য নাই যে সেই অমলা বলিয়া তাহাকে সম্বোধন করে। দিদিমা বুড়ি এখনো বাঁচিয়া আছেন কিন্তু অমলাকে আর তিনি পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহের

চ'খে দেখেন না। টুনির ক্রমে বিবাহযোগ্য বয়স হইতেছে কিন্তু অমলার কলঙ্কে আর যে তাহাকেও কোন ভদ্র পরিবারে গ্রহণ করিবে দিদিমার সে আশাও নাই! এজন্য তিনি সর্ব্বদাই অমলাকে লাঞ্ছনা দেন। আবার এক এক সময়ে বুড়ার মনে হয় অমলার জীবনের এই দুর্গতি তাঁহার দ্বারাই ঘটিয়াছে, সেই জন্য টুনিকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধাতা ভোগ করাইবেন বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তখন বুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে হতজ্ঞান হইয়া অমলারই পায়ে মাথা কুটিতে যায়। পরম ধৈর্য্যে অমলাই তখন আবার তাহাকে সান্ত্বনা দেয়। রাজেন্দ্র ও রমেনকেও বুড়ী অভিসম্পাত দিতে ত্রুটী করে না। তাহারা যে তাঁহার অশেষবিধ শত্রুতা সাধনের মধ্যে তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিয়াই সবচেয়ে শত্রুতা করিয়া গিয়াছে এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ।

সেদিন অমলা তখন গৃহকাজে ব্যাপৃতা, টুনি ও মণি একটা অতি প্রয়োজনীয় দরকারে পাড়ার মধ্যে গিয়াছিল, দিদিমা বুড়ী বাহিরের দাওয়ায় পড়িয়া রোদ পোহাইতে ছিলেন। সহসা অমলা বুঝিল ও টুনি মণি ফিরিয়া আসিয়াছে এবং কি একটা খবরে দিদিমাকে বিষম চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। দিদিমার মুখ হইতে দুএকটা অতি পরিচিত নাম ঘন ঘন উচ্চারিত হইয়া অমলার হস্ত হইতে তাহার আরব্ধ কর্ম্ম ধীরে ধীরে কমাইয়া দিল। অমলা শুনিল দিদিমা তাহাকেই আহ্বান করিতে করিতে বলিতেছেন "একি সত্যি? ওরে একি আমি স্বপন দেখ্ছি? ডাক্তার রাজেন্—সবাই একথা বল্ছে? অমা, ওলো পোড়ামুখি

এদিকে আয়,—বল আমায় একি সত্যি ? তুই কি জানতিস তাহ'লে ? এতদিন পরে এমন কথা কে প্রকাশ করবে গাঁয়ের লোকের কাছে ? তাইই যদি, সে কেন তবে-এমন করে' পালিয়ে গেল ? কেন আমাদের এত কলঙ্কের মধ্যে ডুবিয়ে গেল তবে ? ডাক্তার এখন তাহ'লে কোথায় ? তা কেউ জানে না ? তবে কি হবে ? ও অমা হতভাগী, শুনতে পাচ্চিস্ ? কানের মাথাও কি খেলি এইবারে ?"

লাঠি ধরিয়া দিদিমাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া অমলা আবার নিজের কার্য্য হস্তে তুলিয়া লইল। দিদিমা আসিয়া লাঠিটা ফেলিয়া দিয়া তাহার নিকটে পা ছড়াইয়া বসিয়া পাড়লেন। গম্ভীর মুখে বলিলেন "তুই জেনে শুনে এমন কথা কেমন করে' লুকিয়ে রেখেছিলি ?"

অমলা মৃদুকণ্ঠে বলিল "যিনি প্রকাশ ক'রবার তিনি না ক'র্‌লে আমি কি ক'র্‌ব ?"

"আমার কাছেও তো বল্‌তে পার্‌তিস্ ? ওরে তা'হলে যে তোকেও আমি এত দুঃখ দিতাম না।"

"তুমি আমায় কোন দুঃখই দাওনি দিদিমা। কিন্তু আজ এতদিন পরে একথা কে প্রকাশ ক'র্‌লে ? রমেন দাদাই কি তবে ফিরেছে ?"

"তাতো ওরা বল্‌তে পার্‌ছে না—সবাই বল্‌ছে, তাই মাত্র টুনি শুনে এল। বল্ একথা সত্যি ? রমেনও একথা জান্‌ত ?"

"এখন একথা থাক্ দিদিমা, তাঁদের ফিরে আসার অপেক্ষা কর্‌তে হবে আমাদের।"

"কাদের ফিরে আসার অপেক্ষা? ডাক্তারের আর রমেনের? তুই বলিস্ কি অমা? একথা কি একদিনও চেপে রাখ্‌তে আছে? তারা যে এতদিন আমাদের এত কষ্ট দিল এইই তাদের অন্যায়। রাজেনের যদি ফিরে আস্‌তে দেরী হয়, কিম্বা তার যেরকম ধরণ দেখ্‌ছি ধর্ম্মাধর্ম্ম তার যখন কিছুই জ্ঞান নেই, যদি সে আর তোকে নিতে নাই আসে, তাই বলে' কি তুই এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়েই ম'রবি?

"না, তখন সবাইকে জানিয়ে দেবার কথা আছে, কিন্তু সে দিনের যে এখনো দেরী দেখছি দিদিমা, তাই তিনি আসেন নি। রমেন দাদাকে না নিয়ে তিনি তো ফির্‌বেন না! তারা না এলে এ খবর প্রকাশে কি হবে?"

বৃদ্ধা উত্তেজিতা হইয়া বলিলেন "বটে? কলঙ্কটা বুঝি তুচ্ছ?"

"কলঙ্কের কথা ছেড়েই দাও, মিথ্যানিন্দায় ক্ষতি কিসের?"

"আমি যাই একবার গ্রামের মধ্যে।"

অমলা দিদিমার লাঠি কাড়িয়া লইয়া বলিল "না, যাঁরা একথা জানেন তাঁদেরই মধ্যে কেউ নিশ্চয় একথা রটিয়েছেন। তাঁরা যদি কেউ গ্রামে এসে থাকেন, দরকার বুঝলে, তাঁরাই আস্‌বেন, তুমি যেতে পাবে না।"

অগত্যা দিদিমা ঘরবার করিতে লাগিলেন। কেহই আসিল না, কিন্তু গ্রামের নরনারীরা দলে দলে আসিয়া তাহাদের উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। এমন কি গ্রামের প্রধান সমাজপতিও সদলে আসিয়া অমলার দিদিমাকে জেরায় ফেলিলেন, "এ খবর কেন তোমরা লুকিয়ে রেখেছিলে এতদিন? ডাক্তারের মত একটা মহৎ লোক যে গ্রামের অশেষ উপকার করে' শেষে নিন্দা

টিট্‌কারীর মধ্যে নিঃশব্দে চলে গেছেন, এ আমাদের গাঁয়ের পক্ষেও বিষম লজ্জার কথা। বল, তোমরা কি প্রমাণে বুঝেছিলে তিনিই অমলার স্বামী?"

বৃদ্ধা বিষম বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়া বলিলেন "আমি কিছু জানি না, অমা জানে।"

"সে যা জানে, যে প্রমাণ সে পেয়েছে, আমাদের কাছে তা বলুক।"

অমলা কিন্তু কিছুই বলিল না, বা কোন প্রমাণই দিল না। ঘর হইতে সে বাহিরই হইল না। দিদিমার ক্রন্দনের দায়ে অগত্যা কেবল তাঁহাকে বলিল, "যিনি প্রধান প্রমাণ তিনি ফিরে না এলে সে কিছুই বলিবে না।"

অগত্যা গ্রাম্য রথীবৃন্দ, রণে ভঙ্গ দিয়া, যে এ সংবাদ রটাইয়াছে তাহারই উপর হানা দিতে চলিলেন—কি প্রমাণে সে এ কথা রটায়? কিন্তু সেখানেও বোধ হয় তাঁহাদের নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল—মাত্র মুখের কথা ছাড়া সেখানেও অন্ত কোন প্রমাণ নাই। কলঙ্ক মোচনের জন্য এ সমস্তই অমলার কারসাজি স্থির হইয়া তাহার নিন্দায় গ্রামখানি নূতন করিয়া আবার মুখরিত হইয়া উঠিল।

দিদিমা আর সহ্য করিতে না পারিয়া, অমলাকে লুকাইয়া রমেনের ও রাজেন্দ্রের উদ্দেশে তাহাদের বাড়ী গেলেন, কিন্তু কাহারো কোন উদ্দেশই করিতে পারিলেন না। তাহারা কেহ যে গ্রামে আসিয়াছিল একথার কোন প্রমাণই তিনি পাইলেন না। ফলে ঘর ও বাহির অমলার পক্ষে সমান শরশয্যা হইয়া দাঁড়াইল।

অমলার ক্ষীণ শরীরে সেদিন জ্বরের আক্রমণটা প্রচণ্ডই হইয়াছিল; তবুও সিক্ত বসনে দিদিমার জন্ত কলসীতে জল ভরিয়া লইয়া সে একবার সেই কালীসাগরের অতল জল পানে চাহিল। সে দীঘি ও তাহার নিকটস্থ দেবীর সেই বেদীপীঠ সমভাবেই আছে কিন্তু তাহার জীবনে কত না পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে! এমন কি আর কাহারো হয়? দীর্ঘ সাত বৎসর পূর্ব্বের তাহার বাল্যজীবনের কয়েকদিনের ইতিহাস এই দীর্ঘিকার কূলেই যে লেখা আছে! এমনি একটা সন্ধ্যায় সেই ব্যথিতা ক্ষুব্ধা বালিকার কয়েক কোঁটা চোখের জলও বুঝি এই কালীসাগরের সুনীল জলে মাখা আছে। একটা সুখ বা আনন্দের প্রলোভন পূর্ণ খেলাকে কেহ ভাঙিয়া দিলে, ভাল খেলানা কিম্বা একখানা গহনা হারাইলে বালক বালিকা যেমন অপ্রত্যাশিত দুঃখে কাঁদিয়া ঘরে যায়, তেমনি করিয়া একটা সন্ধ্যায় সে এইখান হইতে ঘরে ফিরিয়াছিল। সেই ঘটনা হইতেই যে ধীরে ধীরে সে নিজের অজ্ঞাতেই বয়সের অপেক্ষা বিজ্ঞা হইয়া পড়ে। বালিকা বিধবা যেমন জ্ঞানোন্মেষ ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত ভোগ সুখ ও বেশভূষা আহার বিহার প্রভৃতির সম্বন্ধে নিজের মনের ইচ্ছাটুকুও জাগিতে দেয় না, এ সব তাহার পাইতে নাই লইতে নাই চাহিতে নাই, এ কথা যেমন তাহার অন্তরে ধীরে ধীরে সুদৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া সে সকল বিষয়ে তাহার ইচ্ছার উন্মেষের শক্তিটুকুকে পর্য্যন্ত নাশ করিয়া দেয়, তেমনি ভাবে অমলার অন্তরও কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার নূতন জীবনের মধ্যে এমনি অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে রমেনের সঙ্গে তাহার

কখনো বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল একথা কেহ বলিলেও সে লজ্জিত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। সে কথা যেন কানে শোনাও তাহার দোষ। সে যে বিবাহিতা, তাহার হয়ত স্বামী আছেন। কিম্বা সে বিধবা। রমেন যে বিবাহ করে নাই এ কথাটার কারণও সে বোধ হয় কখনো মনের মধ্যে অনুসন্ধান করে নাই; যেমন সকলে জানিত তেমনি সেও জানিত, নানা বিঘ্নেই তাহা ঘটে নাই। বর্ষীয়সীদের মুখে নানারূপ অচিন্ত্য কাহিনীর সফলতার গল্প শুনিয়া নিজের অনুদ্দিষ্ট স্বামীর আগমনের বিষয়ে বা তাঁহার কথাও হয়ত কখনো অজ্ঞাতে আশা করিতে গিয়া সেই অসম্ভব আশার সম্ভাবনামাত্রে সেদিক হইতেও অমলার নিজের মনকে তখনই ফিরাইতে হইয়াছে। এও কি সম্ভব? যুগ যুগান্তরের সে সব অদ্ভুত কাহিনীর অপেক্ষাও যে তাহার জীবনের এ কাহিনী অধিকতর বিচিত্র। স্বামী যদি বাঁচিয়াও থাকেন কে তাহাদের উভয়কে উভয়ের নিকটে পরিচিত করিয়া দিবে! বিধাতা ভিন্ন এ সাধ্য মানুষের কাহারো নাই।

তাহার পরে, নানারূপ বিপদাপদের মধ্যে, রমেন আবার যখন ভ্রাতার মতই তাহাদের সংসারের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন একজন মহাপুরুষের বেশে এ কাহার আবির্ভাব হইল? যাঁহাকে অমলার কৃতজ্ঞহৃদয় দেবতার মত মহাপ্রাণরূপে দেখিয়া শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আনত হইতেছিল তাঁহার সহসা একি রূপান্তর ধারণ? সেই অতীত যুগের বালক বালিকাদের দুদিনের ক্ষুদ্র খেলার সুখ দুঃখকে বড় করিয়া ধরিয়া তাহাদেরই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার মুখে অমলারই

জীবনের সেই বিচিত্র কাহিনীর আভাষ যে প্রকাশ পাইয়া উঠিল ! ইনিই বুঝি সেই বিধাতা যিনি অমলাকে জানাইয়া দিতে পারেন চিনাইয়া দিতে পারেন—কে তাহার স্বামী ! তিনি আছেন কিনা ! কিন্তু তাহার গভীর অভিজ্ঞতার মধ্যে একটু তাঁহার মনে কেন হয় নাই, যে-অমলা রমেনকে চাহিয়াছিল তখন যে সে-অমলা জানিত, রমেনই তাহার স্বামী হইবে। যতদিন হইতে সে জানিয়াছে, তাহার একজন স্বামী আছেন, ততদিন হইতেই যে সে ধীরে ধীরে নিজের চিত্তকে তাঁহারি দিকে উন্মুখ করিয়া দিয়াছে। মাত্র তাহার স্বামীকে সে জানিতে চাহে। পাইবার দুরাকাঙ্ক্ষাও নাই, কেবল চিনিবার। অমলা যখন বুঝিল, তাহার সেই স্বামীকে একমাত্র ইনিই জানেন, তখন অমলা নিজের লজ্জাসঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে খানিক উৎক্ষিপ্ত করিতেই নিজে চমকিয়া উঠিল, কে ইনি ? ইনিই তবে তিনি ? তার স্বামী ? ওগো এও কি জগতে সম্ভব হয় ? তিনি কেবল মহাপুরুষ নন্—দেবতা নন্—মহাপ্রাণ নন্—ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র নন্, তিনি স্বামী—স্বামী—স্বামী অমলার স্পর্শের বাহিরের এতখানি উঁচু তিনি—তবুও তিনি তার স্বামী।

কিন্তু সেই তিনি, যখন, সেই সমুদ্রও যখন তাহার দুয়ারে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল, তিনিই যখন অমলাকে চাহিলেন তখন অমলার আর তাঁহার পায়ে নিজেকে ডুবাইয়া দিবার সাধ্য হইল না। এ কার মরণাহত মুখ তাহার চোখের উপরে ভাসিতেছে ? এই রমেন তো এতকাল তাহার দুয়ারের কাছেই ছিল, কৈ তাহার কথা তাহার ব্যথা এমন করিয়াতো

কখনো অমলাকে স্পর্শ করে নাই। যেদিন সে নিজের জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়া তাহার কল্পনার ও অচিন্ত্য সুখস্বপ্ন দেখিতে মাত্র আরম্ভ করিয়াছে, অমনি কার আর্ত্ত-কণ্ঠে তাহার সে সুখবিহ্বলতা কে মুহূর্ত্তে দূর করিয়া দিল! এ জীবনে হয়ত রমেন আর ফিরিবে না,—আর—আর ফিরিবেন না তাহার সেই চির-অপ্রাপ্য তিনি। তাঁহাকে পাওয়ার সে ক'দিনের কথা—কল্পনা মাত্র সে অমলার,—মায়া মরীচিকা! লোকমুখে কলঙ্কের মসিতে গঞ্জনার তুলিতে কেবল তাঁহার সহিত অমলার যা সংযোগ রহিল! তার বেশী আর কিছুই সে এজীবনে পাইবে না। হোক—তবুতো রমেনকে এমন করিয়া বিদায় দিয়া তাহার আশা করিবার কিছুই নাই।

"অমলা!"

চমকিয়া মুখ তুলিয়া অমলা দেখিল তাহার অদূরে একজন এবং অতি নিকটে দাঁড়াইয়া আর একজন যুবা বিস্মিত চক্ষে বলিতেছে "একি অমলা—একি ?"

মুহূর্ত্তে অমলার অশক্ত শীর্ণ বাহুবন্ধন হইতে কলসীটা খসিয়া গড়াইয়া দীঘির জলে পড়িয়া গেল।

* * * *

রাজেন্দ্র অমলার কানে ফুল দুটি পরাইয়া দিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। অতীত কথা স্মরণ করিয়া দুইজনের মুখেই হাসি ফুটিয়া উঠিল। তার পরে ধীরে ধীরে রাজেন্দ্র বলিল "এই ক'দিনেই শরীরটা একটু সেরেছে!"

অমলা নতমুখে আবার হাসিল।

"ওঃ, রমেনকে পাওয়ার আনন্দের সঙ্গেই সে আমায় যে

ভয় দেখিয়েছিল! তোমায় এসে দেখতে পাব কি না সন্দেহ। মনে হয় বিদায়ের সময়ের কথাটা বুঝি সত্যই ফলে যায়। হয়েছিলও প্রায় তাই। ভাগ্যে রমেন চুপি চুপি একবার—"

অমলা তেমনি হাসিমুখে উত্তর দিল "কিছুই হ'ত না। আমি জান্‌তাম তোমরা ফিরবেই। তাই কিছুতেই আমার দুঃখ ছিল না। শত নিরাশার মধ্যেও কে যেন লুকিয়ে বল্‌ত একথা।"

রাজেন্দ্র মুগ্ধ মনে স্ত্রীর কথাগুলি শুনিয়া গেল। সহসা বলিল "দিদিমা তাঁর কাশী যাবার ইচ্ছাটা ছেড়েছেন তো?"

"কোথায়? টুনুর বিয়ে দিয়ে তিনি নাকি আর একদিনও থাক্‌বেন না।"

"আমার ওপর তাঁর রাগটা গিয়েও যাচ্চে না দেখছি। কি ভাগ্যি রমেনের ওপর গিয়েছে। কিন্তু টুনির সঙ্গে রমেনের বিয়ে দেবার চেষ্টাটা তাঁর না কর্‌লেই বোধ হয় ভাল হ'ত।"

"কেন, তুমি তো বলেছ, রমেন দা বিয়ে ক'র্‌বে বলেছে। এতে একেবারে যথার্থ আপন হ'য়ে যাবে। টুনুও মন্দ মেয়ে নয়।"

"মন্দ মেয়ের কথা হচ্চে না—আমার কেমন যেন ভাল লাগ্‌ছেনা, তাই বল্‌ছি।"

"রমেন দা কিছু বলেছে?"

"না।"

"তবে আর তুমি দিদিমার সাধে বাদ্ করো না।"

"তা বটে, এ বাড়ীর এ সাধটায় এর আগেও বড়ই বাদ পড়েছে এবং আমিই একমাত্র তার হেতু।"

"বেশ, সেইটি মনে রেখে শুভকর্ম্মে যোগ দাও। টুনুর বিয়ের পর আমাদেরও তো যেতে হবে ?"

"কোথায় অমলা ?"

"কেন আমার নিজের বাড়ী—শ্বশুর বাড়ী ?"

রাজেন্দ্র অমলার নিকটস্থ হইয়া তাহার হাত আপন হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল "এ যেন স্বপ্নের ঘটনা, না ?"

অমলা নত নেত্র তুলিয়া প্রীতি পূর্ণ চক্ষে স্বামীর পানে চাহিয়া ইহাপেক্ষাও যে অনেক বেশী কথা বলিয়া লইতেছে, রাজেন্দ্র তাহা বুঝিয়াও নিজের এই স্বপ্ন ভ্রমকে কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

পরদিন রাজেন্দ্র শুষ্কমুখে অমলার হস্তে একখানি পত্র দিল। অমলা বলিল "একি ?"

"পড়, যা ভয় করেছিলাম।"

অমলা পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিল—

ভাই, আবার আমায় তোমাদের ক্ষমা করিতে হইবে। টুনুর বিবাহের জন্য আমি মোটেই ভাবিতেছি না, কেননা বেশ জানি একটি সুপাত্রে তাকে সমর্পণ করা তোমার পক্ষে এত বেশী শক্ত হইবে না। আমি ভাবিতেছি আমার নিজের কথা। আমায় তোমরা আবার কত না অকৃতজ্ঞ ভাবিবে। এতদিন তো তাহার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া এই দুই বৎসর তোমাদের কি না দুরবস্থায় ফেলিয়াছিলাম। তোমার হাত হইতে পলাইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ভাগ্যে গ্রামে একবার আসিয়াছিলাম। তাই না তোমাদের এমন করিয়া আবার আজ চিনিয়া লইতে পারিয়াছি এবং অমলাকেও বাঁচাইতে পারা গিয়াছে। কিন্তু আবার এই

যে কাজটা করিতেছি এর জন্য নাজানি তোমরা আমায় কি ভাবিবে! আমি পালাইলাম।

অন্য কিছু ভাবিও না, কেবল একটু নূতনত্ব চাই। পুরাতন লজ্জাটা এখনো বুকের মধ্যে খোঁচা মারে যে মাঝে মাঝে। তাহাকে নূতন কোন কিছুর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ডুবাইয়া দিতে চাই। টুনু মেয়েটা—লজ্জাই লাগিতেছে এখানে—একটি ভাল বরে বিবাহ দিও তার—আশীর্ব্বাদ দিতেছি তাহাকে। বঙ্গদেশের মধ্যে আমার মত পাত্রেরও বিবাহযোগ্যা কন্যা বেশী দুর্লভ হইবে না তাহাতো জান। প্রথম যেখানে গিয়া কিছুদিন আড্ডা গাড়িয়াছিলাম (তুমি সন্ধানে সে দিকে আসিয়াছ জানিয়া সেখান হইতে পলাই) সেইখানেই এক ভদ্রলোকের বিবাহ-যোগ্যা দুটি কন্যা আছে (কন্যা ও ভ্রাতুষ্পুত্রী বুঝি,) মেয়ে দুইটী সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা। তাঁরা আমাদের স্বশ্রেণী। সেখানেই বিবাহ করি যদি ভাল হয় না কি? নূতনের মধ্যে পুরাতন লজ্জার কথা আর সর্ব্বদা তাহা হইলে মনে পড়িবে না।

কিন্তু তুমি তাই বলিয়া টিক্‌টিকি সাজিয়া এখনি যেন আমার পিছনে আবার লাগিও না। তাহা হইলে আবার আমি লুকাইয়া পড়িব। টুনুর বিবাহ দাও, মণির লেখাপড়ার ব্যবস্থা কর, দিদি-মাকে নিশ্চিন্ত কর, এবং নিজেরা একটু নিজেদের সুখ সাচ্ছন্দ্যের দিকে মন দাও। চন্দ্রসূর্য্যের উপরে এখন তো আর সে কলঙ্ক-কালিমা নাই, এইবার ঘর-সংসার পাত'। হঠাৎ একদিন হয়ত দেখিবে আমি একেবারে নূতন হইয়া তোমাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সে একেবারে—

সকল অভ্যাস-হারা সদ্য শিশু সম!

নূতন জীবন আরম্ভ করার আগে আমায় একটু স্বাধীনভাবে চলিতে দাও, দোহাই তোমার।

কিছুদিনের মত আসি ভাই! এইবার যেদিন দেখা হইবে সেদিন আমায় তোমরা নতুন দেখিবে আশা রাখিতেছি। আনন্দের মধ্যে আমারও এ আনন্দ-প্রাপ্তির উদ্দেশের যাত্রাকে আনন্দ বলিয়াই গণ্য করিও। প্রণাম নিও, দিদিমাকে প্রণাম দিও—অমলাকে আশীর্ব্বাদ ও শুভাকাঙ্ক্ষা। আমারও আশীর্ব্বাদ কর তোমাদের স্নেহ আর তোমাকে যেন না ভুলি। ইতি—

তোমার রমেন

১৩

দিদিমা কাশীবাস করিতেছিলেন। রমেনের প্রতি কথাই সত্য হইয়াছে। টুনুর রাঙা বরে বিবাহ হইয়াছে। মণি রাজেন্দ্র ও অমলার নিকটে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেছে। রাজেন্দ্র অমলাকে লইয়া নিজের দেশে গিয়াছে। দিদিমা তাহার বহু-দিনের ঈপ্সিত কাশীবাস করিতে পাইয়া কথঞ্চিত মনের সুখে আছেন। সুসময়ে লোকেরও অভাব হয় না, তাঁহার এক অনাথা ভাইঝিও তাঁহার সেবার্থে পাওয়া গিয়াছে তাই অমলা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছে। রমেনকে অগত্যা এখন প্রায় সকলেই ভুলিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দিদিমা তাঁর ইচ্ছানুরূপ দর্শনাদি তো করিতে পারেন না, কেবল যোগ যাত্রার দিন ভাইঝির সাহায্যে কোনরূপে কোনদিন গঙ্গাস্নানটা করিয়া আসেন বা নিকটস্থ দেবতাদি দর্শন করেন

এবং রাজেন্দ্র ও রমেনের উদ্দেশে কিছু বা আশীর্ব্বাদ কিছু বা অনুযোগ বর্ষণ করেন। আশীর্ব্বাদ এইজন্য যে তাঁহার এটুকু ক্ষমতাও তাহাদেরই অক্লান্ত চিকিৎসা ও যত্নের জন্যই তিনি ফিরিয়া পাইয়াছেন এবং সেই ডাংপিটে নির্ব্বোধ ছোঁড়া দুটাই যে তাঁহার এতদিন এই দুর্ব্বহ জীবনের বোঝা বহিবার একমাত্র হেতু সেজন্যও তাহারা অনুযোগের পাত্র হইয়া পড়ে।

দশাশ্বমেধের ঘাটটিই তাঁহার পক্ষে কষ্টেসৃষ্টেও অবতরণ সাধ্য তাই তাহার নিকটেই দিদিমা বাস করিতেন। সেদিন স্নানান্তে তিনি ঘাটোয়ালদের অধিকৃত চৌকীর উপর জপে বসিতেছেন, তাঁহার ভাইঝি জলমধ্যে স্নানাহ্নিকে নিযুক্তা—এমন সময়ে তিনি 'দিদিমা' ডাকে আপাদমস্তকে শিহরিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন উবুড় হইয়া কে তাঁহার পদধূলি লইতেছে। জপ ফেলিয়া বৃদ্ধা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন।

"কে বাছা, তুমি কে ?"

"চিনতেও পারলে না দিদিমা !"

"রমেন ? তুমি রমেন ? ওরে সত্যিই কি তুই রমেন ?"

"কেন, দিদিমা, তোমার তো চোখ্ একটুও খারাপ হয়নি ! দিব্যি তো দেখতে পাচ্ছ।"

"হাঁরে তুই কি সত্যিই সেই রমেন ? একি বেশ তোর ? তুই কি কনেষ্টবল্ না জমাদার হয়েছিস ?"

"হ্যাঁ দিদিমা, তবে জমাদার নয় হাবিলদার।"

"তা সে একই কথা, হাঁরে তুই কিনা শেষে পুলিস্ হলি ? তুই যে—"

"না দিদিমা পুলিস্ নয় ফুলিস্। যাক সে কথা, একটু স...
বসি। তোমার জপ এখন আর হচ্চে না। সবাই কে কেমন
আছে বল। টুনি মনি অমলা রাজেন-দা—"

"এখানে কোথায় বস্‌বি দাদা বাসায় চল? হ্যাঁরে আবার
কি তোকে দেখ্‌তে পেলাম? তুই কি এতদিন পরে আবার
ঘরে ফির্‌লি রমেন?"

বৃদ্ধার ম্লান চক্ষু অশ্রুতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে
রমেনের হাস্যোজ্জ্বল চক্ষু নিষ্প্রভ হইয়া গেল—নত মস্তকে সে
গাঢ় কণ্ঠে বলিল "ঘরে? না—এই কেবল তোমার সঙ্গেই হঠাৎ
দেখা দিদিমা—অনেকদিন দেশ-ছাড়া ছিলাম।"

"কোথায় ছিলি? শ্বশুর বাড়ী? হ্যাঁরে বৌ কেমন হ'য়েছে
একবার দেখালিওনা?"

সহসা উচ্ছ্বসিত হাস্যে রমেন লুটাইয়া পড়িল "হ্যাঁ দিদিমা
শ্বশুর বাড়ীই বটে—ওঃ—"

"কেনরে এত হাসি কিসের? কার যে সুন্দরী মেয়ের
কথা লিখেছিলি টুনিকে যেজন্য পছন্দ কর্‌তে পার্‌লি না,—সে
মেয়েকেই তো বিয়ে করেছিস? কদ্দিন হল—এই তো কাশীই
এসেছি আমি তিন বছর, তার দেড় বছর আগের কথা, তা ..ত
দিনে ছেলে মেয়ে হয়েছে তো দু একটি? বৌ কোথায়? কেমন
সুন্দরী বৌ দেখালিওনা একবার? দেখ্‌তাম সে আমাদের টুনুর
চেয়ে কতখানি সুন্দর—"

রমেন দিদিমার কথায় আবার একচোট্ হাসিতে ফাটিয়া
পড়িত কিন্তু দিদিমার ব্যথাটা কোথায় বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার
সে হাসি শুকাইয়া গেল। ব্যথিত কণ্ঠে সে বলিল "তোমরা

কে তাই বুঝেছো দিদিমা ? টুনুকে আমি পছন্দ করিনি ব'লেই ? সে যে আমার ছোট বোন্‌টি।"

"সে কথা যেতে দে ভাই, বল এখন বৌ কোথায়—কবে দেখাবি ?"

"কি দেখ্‌বে দিদিমা ? আমি যে আজ চার বছরের ওপর যুদ্ধে চলে গিয়েছিলাম। এই মাসখানেক মাত্র ফিরে এসেছি।"

"তুই কি তবে বিয়েই করিস্‌নি রমেন ? যুদ্ধে গিয়েছিলি ? সে কিরে ? তবে যে ওরা বলেছিল—সবই কি ফাঁকি রমেন ? এমনি ক'রে আমাদের চোখে ফাঁকি দিয়ে তুই পালিয়েছিস্ ?" চোরের মত কুণ্ঠিত মুখে রমেন নিঃশব্দে রহিল। দিদিমার ব্যথা মুছাইতে গিয়া আবার সে কি করিয়া বসিল দেখিয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া গেল। দিদিমা তখন তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন "চল্‌ দাদা বাসায় চল্‌—"

"যাব দিদিমা কিন্তু তার আগে একটি কথা, একটি প্রতিশ্রুতি আমায় দেবে তবে আমি বহুকাল পরে তোমার পাতের দুটি প্রসাদ খাব—"বলিতে বলিতে রমেনের কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল—

"কি দাদা ! আবার কি কথা—কি প্রতিশ্রুতি চাস্ তুই ?"

"এই কাশীধামে গঙ্গাতীরে আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করো দিদিমা যে একথা তুমি রাজেন দাদা কিম্বা অমলাকে কারুকে বল্‌বেনা ?"

ব্যথিতভাবে দিদিমা ধীরে ধীরে বলিলেন "কেন ভাই ? তোর জন্য তারা যে প্রতীক্ষা করে আছে কবে তুই নতুন জীবন নিয়ে তাদের কাছে যাবি ? কেন তাদের চিরদিনই ফাঁকি দিতে চাস্ ?"

"না দিয়ে আমার উপায় কি দিদিমা! জানি তারা আমার জন্য ব্যথিত কিন্তু এ ফাঁকি না দিয়ে সত্যিটা ধরে দিলে যে তারা আরও ব্যথা পাবে! আমার রাজেন দাদা আর অমলা, তাদের মহৎ অন্তরে আমার এছাপ যে আমি দিতে পারবনা। আমি যে তাদের বন্ধু! তার চেয়ে চিরদিন তাদের ফাঁকি দিয়েই কাটাব। তারা যে আমি নতুন সংসার পেতে কোথাও সুখী হয়েছি ভেবে স্বস্তিতে আছে, তাদের আনন্দের মধ্যে আমার চিন্তার একটুও ছায়া আসেনি এই আমার পরম সুখ। জানত, তারা দুজনে আমার জন্য কি রকম জীবন-পণ করেছিল! কি কাণ্ড না করেছিল? এখনো ভাবতে আমার হৃৎকম্প হয়। তুমি দিব্যি কর দিদিমা।"

"দিব্যি করি না করি একই কথা। তুইই যখন তাদের সুখের জন্য এই করলি, আমি আর কেন তাদের অস্বস্তি দিই নূতন করে—"

"তুমি দিব্যি কর, ঘুণাক্ষরে কারও কাছে একথা কখনো উচ্চারণ করবোনা!—"

"তাই হবে, চল্ দাদা দুদিন আমার কাছে চল্।"

সমাপ্ত

Tulshi Kormakar
Roll-7